[illegible]

[illegible]

মির কাশিম।

(ঐতিহাসিক নাটক)



বিন কাশিম।

শ্রীভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
প্রণীত।

১৩২৮।

প্রকাশক,
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস,
সুখড়িয়া, সোমড়া পোঃ, (হুগলী)
মূল্য ১।০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার।

প্রাণাধিক মধ্যম সহোদর

শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

করকমলেষু।

চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই "বিন কাশিম" নাটকখানি লিখিয়াছিলাম, তখন, প্রতিদিন যতটুকু লিখিতাম তাহা তুমি প্রতিদিনই বিশেষ আগ্রহে পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতে। আমার লেখা, ভাল হউক আর মন্দ হউক, তোমার চিরদিনই ভাল লাগে, তাই আমার বড় সাধের "বিন কাশিম" তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। ইতি

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া,
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল।

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
দাদা।

নিবেদন

আমার পরম সুহৃদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ ভট্টাচার্য্য স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয়ের একান্ত যত্ন ও চেষ্টায় আজ শান্তি নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক "বিন কাশিম" মহা সমারোহে অভিনীত হইতেছে, তজ্জন্য সোদরপ্রতিম পণ্ডিত মহাশয়ের এবং শান্তি নাট্য সমাজের সভ্যগণের নিকট আমি চির বাধিত রহিলাম। "বিন কাশিম" আমার দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ। শান্তি নাট্য সমাজ এই নাটকখানি অভিনয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমার প্রথম নাটকখানি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই এখানি মুদ্রিত হইল।

মাত্র দশ দিনের মধ্যে এই নাটকখানি মুদ্রিত হওয়ায় সময় সংক্ষেপ জন্য অনবধান বশতঃ দুই এক স্থানে মুদ্রাঙ্কনের ভুল থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। ৩২ পৃষ্ঠার ২য় ছত্রে "দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে সকলকেই সেই কোন্ এক অজ্ঞাত দেশে যেতে হবে" স্থলে "দু'দিনী আগে আর দু'দিন পরে সকলেই সেই কোন্ এক অজ্ঞাত দেশে যেতে হবে" ছাপা হইয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ সানুগ্রহে উহা সংশোধন করিয়া লইলে বাধিত হইব।

সুখড়িয়া,
১৯শে কার্ত্তিক, শনিবার,
সন ১৩২৮ সাল।

শ্রীভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র।

পুরুষ।

ওয়ালিদ শাহ	...	বোগ্‌দাদের খালিফ।
মহম্মদ বিন কাশিম	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা এবং প্রধান সেনাপতি।
গফুর সেখ	...	ঐ বিশ্বস্ত দূত ও সৈনিক।
আবদুল আজিজ	...	বিনকাশিমের অধীন রেশেলদার।
তোয়াজ খাঁ	...	বোগদাদের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি
রাজা দাহির	...	সিন্ধুর রাজধানী আলোরের রাজা।
রণমল্ল	...	আলোরের বৃদ্ধ প্রধান সেনাপতি।
রতন সিংহ	...	দেওয়াল বন্দরের নবীন অধ্যক্ষ।
রূপ সিংহ	...	রাজা দাহিরের জনৈক প্রজা।
হরচন্দ্র	...	কনোজের রাজা ও সুপ্রাদেবীর বাগ্‌দত্ত স্বামী।

মন্ত্রী, উজীর, প্রহরী, রাজপুত সৈন্যগণ, মুসলমান সৈন্যগণ, দূত, জল্লাদ, কারাধ্যক্ষ, বন্দীগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

বানু বেগম	...	ওয়ালিদশাহর কন্যা ও বিন কাশিমের স্ত্রী।
চন্দ্রা দেবী	...	আলোরের রাণী, রাজা দাহিরের স্ত্রী।
সুপ্রা দেবী	...	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা।
বারি দেবী	...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
শোভা দেবী	...	রূপ সিংহের পত্নী।
ভীমা দেবী	...	সুপ্রা দেবীর পূর্ব্ব সখী, পরে চারণী।
মুন্না বিবি	...	বানু বেগমের সহচরী।

বেগম, সখীগণ, চারণীগণ, প্রহরিণী, বাঁদী প্রভৃতি।

বিন কাশিম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—আলোর, রাজা দাহিরের রাজসভা। সিংহাসনে রাজা দাহির উপবিষ্ট, নিম্নে মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, পাত্রমিত্রগণ আসীন। সম্মুখে বোগদাদের খালিফের বিশ্বস্ত দূত গফুর সেথ দণ্ডায়মান]

দাহির। বেশ, তোমার বক্তব্য এখন স্বচ্ছন্দে ব'ল্‌তে পার।

গফুর। আমার প্রভু—বোগদাদের মহামহিমান্বিত খালিফ সাহান সা বাদশাহ্ ওয়ালিদ শাহর জন্য, সিংহলাধিপতি সাতখান জাহাজ নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদিতে পূর্ণ ক'রে উপঢৌকন পাঠাচ্ছিলেন।

দাহির। তারপর?

গফুর। সেই জাহাজ কয়খানি আপনার অধিকৃত দেওয়াল বন্দরের সন্নিকটে জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে।

দাহির। শুনে বড়ই দুঃখিত হ'লাম।

গফুর। এখন মহারাজের নিকট এর বিহিত ব্যবস্থা প্রার্থনা করি।

দাহির। এর বিহিত ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। পরস্বাপহারী জলদস্যুগণ দুর্দ্দমনীয়, আমার শাসনাতীত। তা'দের কোন স্থায়ী আশ্রয় নেই, স্থায়ী বসতি নেই। তা'রা দলবদ্ধ হ'য়ে আজ এখানে, কাল সেখানে জলপথে পরিভ্রমণ ক'রে সুযোগমত নৌকা জাহাজ লুণ্ঠন ক'রে পলায়ন করে, বহুচেষ্টা ক'রেও তা'দের সন্ধান ক'রতে পারিনি। জলদস্যুগণের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা নেই, কোন কর্ত্তৃত্ব নেই।

গফুর। বড়ই আশ্চর্য্য হ'লাম। এতবড় সিন্ধু প্রদেশের মহারাজের সামান্য জলদস্যুগণের উপর কোন ক্ষমতা নেই, কোন কর্ত্তৃত্ব নেই, এ বড়ই লজ্জার কথা।

দাহির। লজ্জার কথা কিছুই নয় দূত। জলদস্যুগণ শুধু আমার রাজত্বে লুণ্ঠন ক'রে বেড়ায় না, তা'রা সকল রাজার রাজত্বেই এই রকম দস্যুতা ক'রে বেড়াচ্ছে, আজ পর্য্যন্ত কেউ তা'দের দমন ক'রতে সমর্থ হন নি।

গফুর। যদি গোলামের গোস্তাকি মাপ হয় ত নিবেদন করি, আমার প্রভুর পরাক্রমে আমাদের রাজত্ব মধ্যে চুরি ডাকাতি লোপ পেয়েছে, সে রাজত্বে দস্যু তস্করের স্থান নেই, দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার নেই, পরধনের প্রতি অপরের লোভ নেই, চৌর্য্যাপরাধের শাস্তি সেখানে প্রাণদণ্ড।

মন্ত্রী। তোমাদের বাগদাদে নদনদী নেই বুঝি, তাতেই সেখানে জলদস্যুগণেরও গতিবিধি সম্ভবতঃ হয়নি, দস্যু ধ'রতে পারলে তবে ত তা'র প্রাণদণ্ড হবে! জলদস্যুগণ জলপথে দস্যুতা ক'রে বেড়ায়, অনন্ত জলরাশি তা'দের বিস্তীর্ণ রাজত্ব, সে রাজত্বে

কর্ত্তৃত্ব ক'রতে যাওয়া অপরের সাধ্যাতীত ; কাজেই তা'দের ধৃত করা একরকম অসম্ভব। তবে যদি কখনও ধৃত ক'রতে পারা যায় তখন প্রাণদণ্ডের চেষ্টা করা যাবে!

গফুর। জলদস্যুগণের উপর মহারাজের যখন কোন ক্ষমতা বা কর্ত্তৃত্ব নেই, মহারাজের রাজত্ব মধ্যে যখন আমার প্রভুর দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হ'য়েছে, তখন তা'র ক্ষতিপূরণ এ রাজ্যের অধীশ্বরই ক'রতে বাধ্য।

মন্ত্রী। সিন্ধুর অধিপতি—আলোরের মহারাজ, তোমার প্রভু বোগদাদের খালিফের অধীন নহেন, রাজপুত জাতি আজ পর্য্যন্ত কখনও কা'রও অধীনতা বা প্রভুত্ব স্বীকার করে নি, কখনও ক'রবেও না। আজ পর্য্যন্ত কখনও কা'রও কাছে নিজের অক্ষমতার পরিচয় দেয় নি, দেবেও না। সুতরাং তোমার প্রভুর ক্ষতিপূরণ ক'রে বশ্যতা স্বীকার ক'রতে, নিজেদের অক্ষমতা জানাতে বাধ্য নহেন। এ তোমার আরব্যের শুষ্ক-মরুপ্রান্তর নয়, এ বীরের জন্মভূমি, বীরত্বের লীলাক্ষেত্র—রাজপুতনা।

গফুর। প্রবল প্রতাপান্বিত খালিফের নষ্ট সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সহজে না হ'লে সেই সাহান শাহ বাদশাহ যা'তে রাজপুত জাতিকে অধীনতা, বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন, যা'তে সেই দাম্ভিক জাতির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ সহজে আদায় ক'রতে পারেন, তা'র উপায় অবলম্বন ক'রবেন। আরব্যের শুষ্ক-মরুপ্রান্তরেরই উত্তপ্ত বালুকণার মত খালিফের উদ্ধত রোষ অতি প্রচণ্ড, অতি উগ্র।

মন্ত্রী। সে নিষ্ফল আক্রোশে মরুবাসী প্রাণীবিশেষ ভীত

হ'তে পারে, সে ভ্রূকুটিতে বীর প্রসবিনী ভারতভূমির অধিবাসী বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। সে নিষ্ফল আস্ফালন শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্মাদের প্রলাপ ব'লেই পরিহাস ক'রবে।

গফুর। তুচ্ছ তৃণের মত শৃঙ্খল ভেঙ্গে পরিহাসকের উচিত শাস্তি দিবার শক্তি সেই রণোন্মাদের যথেষ্ট আছে এ কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখবেন। আমরা এক হাতে নষ্ট সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ, না হয়, অপর হাতে তরবারির বিনিময় চাই। মুষ্টিমেয় রাজপুত জাতিকে সামান্য পতঙ্গবৎ বিনষ্ট ক'রতে সেই মহাপরাক্রান্ত সাহান শাহ বাদশাহের বেশী সময় লাগবে না।

রণমল্ল। (অসি নিষ্কাশন করিয়া) সাবধান পাপিষ্ঠ!

(সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের অসি নিষ্কাশন)

দাহির। সেনাপতি! স্থির হও; দূত অবধ্য; এ ক্ষুদ্র মুষিককে হত্যা ক'রে বীরের হস্ত কলঙ্কিত করবার আবশ্যক নাই। (দূতের প্রতি) কি ব'ল্‌ব দূত তুমি অবধ্য, নতুবা তোমার এ উদ্ধত প্রকৃতির, এ স্পর্দ্ধার উপযুক্ত প্রতিফল আজ লাভ ক'রতে। যাও দূত, তোমার প্রতি আদেশ করা হ'ল, তুমি প্রহরেকের মধ্যে আমার রাজত্বের প্রান্ত সীমা হ'তে বহির্গত হবে; নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তুমি আমার অধিকারের ভিতর থাক্‌লে তোমার ছিন্ন শির আমার কাছে আনীত হবে, তা'তে দূতের হত্যা-কলঙ্ক স্পর্শ ক'রবে না। দ্বিতীয়বার যেন আমার অধিকারে পদার্পণ ক'রতে সাহসী হ'য়ো না; ভবিষ্যতে আমার অধিকারে প্রবেশ ক'র্‌লে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না। তুমি দূর হও, আমার সম্মুখ হ'তে।

গফুর। (সেলাম করিয়া) সেলাম বন্দেগী, জো হুকুম হুজুর, এখন আপাততঃ চল্‌লাম, কিন্তু শীঘ্রই আবার আপনার অধিকারে পদার্পণ ক'রে হুজুরালিকে দর্শন করবার স্পর্দ্ধা রেখে যাচ্ছি।

(দূতের প্রস্থান)

মন্ত্রী। সেনাপতি রণমল্ল! যা দেখ্‌লে, যা শুন্‌লে তা'তে কিছু বুঝ্‌লে কি ?

রণমল্ল। যা দেখ্‌লুম তা'তে এ বৃদ্ধের ক্ষীণ দৃষ্টিতে আবার এক নবজ্যোতি যেন ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌ছে, যেন এ স্তিমিত-প্রায় আঁখিতারা হ'তে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ হ'চ্ছে। যা শুন্‌লুম তা'তে যেন আজন্ম পরিচিত রণদেবীর আহ্বান ধ্বনি কর্ণ কুহরে আবার বেজে উঠ্‌ছে, বিজয়লক্ষ্মীর ভেরী নিনাদ যেন প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। আর যা বুঝ্‌লুম তা'তে এ শিথিল হস্তে সেই যৌবন কালের মত মাতঙ্গবৎ অমিত শক্তি যেন আবার ফিরে পেয়েছি, এ দুর্ব্বল ভারগ্রস্ত চিত্ত আবার কিসের আশায় যেন সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ছে।

দাহির। বৃদ্ধ সেনাপতি! অনেক দিন থেকে রাজ্য শান্তিতে রয়েছে, যুদ্ধ বিদ্রোহ এ শান্তি রাজ্যে বহুদিন প্রবেশাধিকার পায়নি, কোন্ স্মরণাতীত কাল হ'তে আমরা সুখ-নিদ্রায় অভিভূত রয়েছি, সুখের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আছি, এই দীর্ঘাব-সানের পর, বহুদিন ধ'রে আরামদায়িনী সুখ-শান্তির কোমল অঙ্কে বিশ্রাম লাভ ক'রেও সেনাপতির সে পূর্ব্বের মত অসীম সাহস, পূর্ব্বের মত অদম্য ক্ষমতা, সে দুর্দ্দম শক্তি এখনও আছে কি ?

রণমল্ল। মহারাজ! প্রভু! অনেক দিন অব্যবহারে অধীনের সেই ক্ষমতায়, সেই শক্তিতে সামান্য ময়লা প'ড়ে থাক্‌বে, প্রভুর আশীর্ব্বাদে, মাতৃভূমির আশীর্ব্বাদে আর আমার স্বজাতির আশীর্ব্বাদে সেই ময়লা ধরা শক্তি সামান্য ঝালিয়ে নিলেই আবার পূর্ব্বের মত তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে, পূর্ব্বের মত উজ্জ্বলতা লাভ ক'র্‌বে।

দাহির। সেনাপতির সাহস, সেনাপতির শক্তি আমাদের কা'রও অবিদিত নেই। (অন্য সকলের প্রতি) ভাই সব, বন্ধু সব, পুত্র সব, সিন্ধুর অদৃষ্টাকাশের এক কোণে যে একখানা সামান্য কাল মেঘ দেখা দিয়েছে, সেই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড হ'তে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হ'য়ে অচিরে সমস্ত রাজপুতনাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুল্‌তে পারে। সেই মেঘ খানাকে সমবেত শক্তিতে অপসারণ ক'রে ফেল্‌তে হবে, এখন থেকে তা'র জন্য সকলে প্রস্তুত হও।

সকলে। জয় সিন্ধের অধীশ্বরের জয়, জয় আলোরের মহারাজের জয়।

মন্ত্রী। আজিকার মত আপাততঃ সভার কার্য্য শেষ করা হোক্।

(সকলের উত্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির পথে।

(রতন সিংহ ও ভীমা দেবী)

রতন। তোমার কপালে ও কিসের চিহ্ন ভীমা ?

ভীমা। দেখে চিন্‌তে পারছ না, কপালে এমন রাজটীকা জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে !

রতন। (সহাস্যে) কে এমন যত্ন ক'রে তোমার ললাটে রাজটীকা অঙ্কিত ক'রে দিলে ?

ভীমা। তোমারি কল্পনা দেবী আমার অদৃষ্টে এই অক্ষয় টীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

রতন। আমারি কল্পনা দেবী ? সুপ্রা ?

ভীমা। হাঁ, তোমারি কল্পনা কুঞ্জের কুঞ্জরাণী মোলায়েম সূক্ষ্ম সম্মার্জ্জনী বুলিয়ে আমার ললাটে চিরদিনের জন্য এই ছবি এঁকে দিয়েছেন।

রতন। তোমার অপরাধ ?

ভীমা। আমার দৌত্য কার্য্যের পুরস্কার, আর তোমার অযাচিত প্রেম প্রকাশের উত্তর এই ভাবে প্রদান ক'রেছেন।

রতন। বুঝেছি, আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রে সুপ্রা তোমাকে এই নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান ক'রেছে।

ভীমা। শাস্তি আমাকে দেয়নি, দিয়েছে তোমাকে। এ সম্মার্জ্জনী প্রহার আমাকে করেনি, ক'রেছে তোমাকে। এ অপমান আমার হয়নি, হ'য়েছে তোমার। যদি তোমার বিন্দুমাত্র

আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকে, তাহা হ'লে চক্ষু মুদিত ক'রে নিজের মনের মধ্যে চেয়ে দেখ, দেখ্‌তে পাবে এ কলঙ্ক লাঞ্ছনা আমার ললাটে অঙ্কিত হয়নি, তোমার ঐ প্রশস্ত ললাটে যেন জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌ছে, বুঝ্‌বে এ প্রহার বেদনা আমাকে লাগেনি, এ বেদনা তোমার বুকে বেজে হৃদ্‌পিণ্ডখানা যেন ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে!

রতন। সত্যই ভীমা, তোমাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ দারুণ অপমান আমাকে করা হ'য়েছে।—আমার প্রণয় কাহিনী, প্রাণের উচ্ছ্বাস, অন্তরের বেদনা সব গুছিয়ে নিবেদন ক'রতে পেরেছিলে?

ভীমা। তোমার প্রাণের সকল কথা, সকল কামনা, সকল আশা একটি একটি ক'রে সেই দেবীর কাছে নিবেদন ক'রেছিলাম, তোমার প্রণয় কাহিনী সেই দেবীর রোষবহ্নিতে যেন আহুতি প'ড়ল, আর তিনি নিবেদনের প্রসাদ স্বরূপ সেই প্রেম যজ্ঞের হোমের ফোঁটা আমার ললাটে অঙ্কিত ক'রে দিলেন। উপরন্তু, আমার পক্ষে সে দেবী মন্দিরের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

রতন। তুমি সুপ্রার প্রিয় সখী, তোমাকে শেষে দূর ক'রে দিয়েছে?

ভীমা। আমার কার্য্যকলাপে, বাক্যমদিরায় মস্‌গুল হ'য়ে আমাকে পুরস্কৃত ক'রে মুক্তি দিয়েছে।

রতন। সুপ্রা কি ব'ল্‌লে?

ভীমা। ব'ল্‌লে, একজন অজ্ঞাত কুলশীল, চিরদরিদ্র, চিরদিন পর অন্নে, পরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, পথের ভিখারী, সে চায় আলোর-রাজদুহিতার পবিত্র প্রণয়! যা'কে আমার স্নেহময় জনক

পিতৃমাতৃহীন পথের ভিখারী দেখে তাঁর স্নেহময় বক্ষে তুলে নিয়ে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন ক'রেছেন, স্নেহবশে অজ্ঞাতকুলশীল বালককে অবাধে তাঁর পরিজনবর্গের সহিত মিশিতে দিয়েছেন, দয়াপরবশে অনাহারে ম'রতে না দিয়ে রাজভোগ মুখে তুলে দিয়েছেন, সেই অকৃতজ্ঞ কুক্কুর, সে স্নেহের, সে দয়ার অমর্য্যাদা ক'রে সেই প্রাণদাতা প্রতিপালকের কন্যার সৌন্দর্য্যে উন্মত্ত হ'য়েছে ! আর তুই ভীমা, যাকে আমি প্রিয় সখী ব'লে সম্বোধন ক'রে এসেছি, যাকে প্রাণখুলে ভালবেসেছি, যাকে আপনার অধিক ব'লে মনে ক'রেছি, সেই তুই, স্নেহঋণ বিস্মরণ হ'য়ে আত্মমর্য্যাদা নষ্ট ক'রে একটা নিমকহারাম কুক্কুরের দূতিগিরি ক'রতে এসেছিস আমার কাছে ? দূর হ' পাপিষ্ঠা, তোকে বেশী শাস্তি না দিয়ে এই সম্মার্জ্জনী প্রহারে ললাটে তোর পাপের কীর্ত্তি চিহ্নিত ক'রে দিলাম, এ চিহ্ন দেখে সকলেই তোর পাপস্পর্শ থেকে সসঙ্কোচে দূরে স'রে দাঁড়াবে। আর যে কুক্কুরের তুই দূতি হ'য়ে এসেছিস্, সেই বর্ব্বর পশুকে বলিস্ যে, বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে আমার কাছে প্রলাপের মত প্রেম ব্যক্ত ক'রে প্রতিনিয়ত আমাকে বিরক্ত ক'রতে বিরত হ'চ্ছে না, যদি সে কখনও আমার সম্মুখে আস্‌তে সাহস করে তবে তাকে এই বাম পদাঘাতে দূর ক'রে দেব। আলোর-রাজকন্যাকে বিবাহ করবার আশা হৃদয়ে পোষণ ক'রেছে এ তা'র কম স্পর্দ্ধা নয়। আলোর-রাজদুহিতার প্রণয় তা'র মত অজ্ঞাতকুলশীল চিরদরিদ্র পথের ভিখারীর জন্য সৃষ্ট হয়নি !

রতন। উঃ, কি অপমান, কি জ্বালা !

ভীমা। কি রতন, তোমার প্রাণে জ্বালা বোধ হ'য়েছে ?

তোমার মনে অপমান বোধ আছে? যদি থাকে ত আর কখনও উন্মত্ত পতঙ্গবৎ সে হোমশিখার ধারে যেতে সাহস ক'র না, যদি যাও ত পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আমি এখন মুক্ত; আমি মুক্ত বিহঙ্গমের মত এখন মুক্ত আকাশতলে বিচরণ করতে পারব। আজ থেকে আমি মাতৃভূমির চারণী হ'য়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াব। যাই আমি।

(প্রস্থানোদ্যত)

রতন। সে কি? তুমি যাবে ভীমা, তোমার এ দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নেবে না?

ভীমা। কি ব'ল্‌লে? প্রতিশোধ নিতে হবে? কা'র উপরে প্রতিশোধ নিতে হবে রতন? রাজবালা সুপ্রা দেবী, আমার সখীর উপর? কি তা'র অপরাধ যে প্রতিশোধ নিতে হবে? পাপ ক'রলাম আমি, আর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রবে সুপ্রা? তোমার বিচার ত মন্দ নয় রতন! আমি মোহবশে প্রদীপে হাত দিয়েছিলাম, প্রদীপ তা'র স্বভাবে আমার হাত পুড়িয়েছে, এখন সেই দীপশিখার উপর প্রতিশোধ নিতে প্রদীপ নির্ব্বাণ ক'রে নিজের ঘরে আঁধার ডেকে আন্‌তে হবে? সাধের উদ্যানের গোলাপ ফুল ছিঁড়তে গিয়েছিলাম, আমার মোহান্ধর ফলে গোলাপের কণ্টক আমার হাতে বিঁধে গেছে, এখন সেই কণ্টকের উপর প্রতিশোধ নিতে গোলাপ গাছ উপ্‌ড়ে ফেলে সাধের উদ্যান শ্রীভ্রষ্ট ক'রতে হবে? এত নির্ব্বোধ ভীমা দেবী নয়! একবার পরের প্ররোচনায় যে নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য ক'রে ফেলেছি, এখন আজীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হ'য়ে তা'র প্রায়শ্চিত্ত করিগে।

প্রতিশোধ নিতে হবে? যদি প্রতিশোধ নিতে হয় তো যা'র কথায় দীপশিখায় হাত দিয়েছিলাম, যা'র অনুরোধে গোলাপফুল ছিঁড়তে গিয়েছিলাম, তা'রই উপর ত প্রতিশোধ নিতে হয়।— একি, বুকে ফুট্‌ছে কি? (কণ্ঠ হইতে একছড়া মুক্তার মালা উন্মোচন করিয়া) তাই ত বলি ফোটে কি? এই কাঁটার মালাটার কথা এতক্ষণ মনে ছিল না। এই লও রতন, তোমার মুক্তার হার, তোমার পাপ সহায়তার পুরস্কার স্বরূপ মুক্তার মালা এখন কাঁটার মালায় পরিণত হ'য়েছে; তোমার এ পুরস্কার আমি চাহি না। (মালা প্রদান) দেবীহস্তের সম্মার্জ্জনী স্পর্শে আমার হৃদয়ের আবর্জ্জনা সব দূর হ'য়ে গেছে, পাপের কালিমা মুছে গেছে, এখন আমি নির্ম্মল, এখন আমি পবিত্র, এখন আমি মুক্ত।

(প্রস্থান)

রতন। যাও ভীমা, তুমি তোমার অপমান এত সহজে ভুল্‌তে পারলে, কিন্তু আমি আমার এ অপমান কখনও ভুল্‌তে পারব না। তুমি নারী, তোমার হৃদয় কোমল; নারীর কোমল হৃদয়ে অপমান বিদ্ধ হ'য়ে সহজে মুছে যেতে পারে, কিন্তু আমার এ পাষাণ হৃদয়ে যে অপমান অঙ্কিত হ'য়েছে, তা' জীবনে মুছে যাবে না।—সুপ্রা! কনোজ-রাজমহিষী হবার আশা তোমার মনে জেগেছে, তাই তুমি দরিদ্রের প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রলে! রাজসিংহাসন কি প্রেম-সিংহাসনের চেয়ে বড় হ'ল সুপ্রা?—এত অপমান! সামান্যা রমণী তুমি, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হ'য়ে, তুচ্ছ ধনগর্ব্বে তোমার এত অহঙ্কার, এত তেজ! এ গর্ব্ব তোমার খর্ব্ব ক'রব, এ তেজ তোমার চূর্ণ ক'রব। আমি দরিদ্র ব'লে তুমি আমার প্রেমের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রলে, আমার

পবিত্র প্রণয় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান ক'রলে! যদি অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন করতে পারি, যদি ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী কোন দিন তাঁর অঙ্কে আমাকে স্থান দেন, তবে এ অপমানের প্রতিশোধ তুল্‌ব। তোমাকে দেবীর আসনে বসিয়ে, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ প্রেম অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজা ক'রতে চেয়েছিলাম, আমি দরিদ্র ব'লে তুমি ঘৃণাভরে সে পূজার অর্ঘ্য পদদলিত ক'রলে, এ অপমান সহজে ভুল্‌তে পারব না। যে হৃদয় আসনে তোমাকে দেবীরূপে বসাতে চেয়েছিলাম, এখন সেই আসনে শয়তানকে বসিয়ে, শয়তানের আরাধনা ক'রে, শয়তানী শক্তি লাভ ক'রব, সেই শক্তির সাহায্যে তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রব, তোমার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রব, তোমাকে আমার সামান্য ক্রীতদাসীরূপে পরিণত ক'রব। উঃ কি অপমান, কি জ্বালা! এ অপমানের প্রতিশোধ চাই, এ জ্বালার প্রতিহিংসা সাধন ক'রতে হবে! আজ হ'তে হৃদয়ের সকল কোমল বৃত্তি মন থেকে দূর ক'রলাম, হৃদয় পাষাণে গঠিত ক'রলাম, পৈশাচিক মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লাম। এ অপমানের প্রতিবিধান চাই, প্রতিশোধ চাই, প্রতিহিংসা চাই।

(নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য।

আলোর—রাজঅন্তঃপুর।

(রাণী চন্দ্রা দেবী)

চন্দ্রা। আহা! মা আমার দিন দিন যেন নববসন্তের কুসুম কলিকাটির মত ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হ'চ্ছে, রূপ যেন বর্ষাকালের

ভরা নদীর মত ফুলে ফুলে ছাপিয়ে উঠ্‌ছে। যৌবন সমাগমে মায়ের সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা সৌন্দর্য্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হ'চ্ছে, রূপের সুষমায় যেন দশদিক জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠেছে। মার আমার গুণেরও সীমা নেই। শান্ত প্রকৃতি, চির প্রফুল্লময়ী, সদা হাস্যমুখী। সুপ্রার অতি শৈশবকাল থেকে দেবাদিদেব শঙ্কর দেবের আরাধনা ক'রতে তা'কে শিখিয়েছিলাম, সে আরাধনা নিষ্ফল হয়নি, শঙ্কর মুখ তুলে চেয়েছেন। বালিকার আধ আধ স্বরে উচ্চারিত স্তবে তুষ্ট হ'য়ে ভবানীপতি মায়ের আমার উপযুক্ত পতি মিলিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রা সুযোগ্য পতির সহধর্ম্মিণী হ'তে যাচ্ছে। মা আমার কনোজ-রাজমহিষী হবে এ আমাদের ধারণার অতীত ছিল। এত সৌভাগ্য আমরা ক'রেছিলাম তা'ত জানতাম না। এখন শীঘ্র শীঘ্র চার হাত এক ক'রে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই। শুভ কর্ম্মের বিঘ্ন অনেক।

(রাজা দাহিরের প্রবেশ)

দাহির। সত্যই রাণী, শুভ কর্ম্মের বিঘ্ন অনেক। মানুষ যা ভাবে, বিধি তা'র বিপরীত বিধান করেন।

চন্দ্রা। কেন, কেন, কি হ'য়েছে? তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন? তোমার শরীর কি ভাল নেই?

দাহির। শরীর বেশ আছে চন্দ্রা, কিন্তু মন বড় উদ্বিগ্ন।

চন্দ্রা। কেন? কি হ'য়েছে? মন উদ্বিগ্ন কেন?

দাহির। ভেবেছিলাম আগামী মাসের পূর্ণিমা নিশিতে মাকে পর ক'রে দেব, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সুপ্রার অন্নজল বিধাতা আরও কিছু দিন এখানে স্থির ক'রে রেখেছেন।

চন্দ্রা। সে কি ? আগামী মাসেও তবে সুপ্রার বিবাহ দিচ্ছ না ? যা' খুসী তোমার কর, আমি আর কিছু ব'ল্‌ব না।

দাহির। আহা, রাগ কর কেন রাণী, মেয়ের বিবাহ কি তাড়াতাড়ি দিতে আছে ? মেয়ের বিবাহ যত দেরীতে হয় ততই ভাল।

চন্দ্রা। বেশ, তুমি তোমার মেয়েকে চিরকুমারী ক'রে রেখ, আমি আর বিবাহের কথা মুখেও আন্‌ব না। মেয়ের বিবাহ দেরীতে দেওয়া ভাল কিসে ?

দাহির। কন্যাকে তা'র জননী যত ভালবাসেন, তা'র চেয়েও বেশী ভালবাসেন পিতা। জননী শীঘ্র শীঘ্র কন্যার বিবাহ দিয়ে পর ক'রে দিতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু পিতার ইচ্ছা, আরও দিন কতক যাক্, মেয়ে ত পর হবেই, যে কয়দিন বিবাহ না দিয়ে আপনার ক'রে রাখা যায়।

চন্দ্রা। পরের জিনিষ জোর ক'রে আট্‌কে রাখাও কি ভাল ?—যাক্, সুপ্রার বিবাহে আর দেরী করা ভাল হ'চ্ছে না, বয়সও অনেক হ'য়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া, এমন মনের মতন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সম্বন্ধ শেষে হাত ছাড়া হ'য়ে যাবে !

দাহির। (মৃদু হাস্যে) রাণীর আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার ক্ষমতা খুব, একথা ব'ল্‌তেই হবে।

চন্দ্রা। কেন ?

দাহির। এই একটু আগে ব'ল্‌লে যে, বিবাহর সম্বন্ধে আর কিছু ব'লবে না, বিবাহর কথা আর মুখেও আন্‌বে না, সে কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে রাণী ?

চন্দ্রা। ভুলিনি, না ব'লেও যে থাকতে পারিনে। রাতদিন ব'লেই এই, না ব'ল্লে ত একেবারে চুপচাপ হ'য়ে যাবে। আমরা পুরুষদের কাছে দিনরাত মেয়ের বিয়ের কথা তুলে জ্বালাতন করি, তাই মেয়েগুলোর বিবাহ হয়, আমরা যদি চুপ ক'রে থাকতাম, তা'হ'লে একটা মেয়েরও চিরজন্মে বিবাহ হ'ত না। তা' আগামী মাসে বিবাহ দিবার আপত্তি ক'রছ কেন?

দাহির। আপত্তি আমি করিনি রাণী।

চন্দ্রা। তবে? কনোজের রাজা হরচন্দ্র করেছেন?

দাহির না, তিনিও করেন নি।

চন্দ্রা। তুমি করনি, তিনিও করেননি, তবে আপত্তি ক'রছেন কে?

দাহির। আরও একজন আপত্তি করবার যে আছেন চন্দ্রা!

চন্দ্রা। কে তিনি?

দাহির। তাঁর উপরই সব নির্ভর ক'রছে, তিনি সকলেরই মালিক, তিনি বিধাতা।

চন্দ্রা। (শুষ্ক মুখে) কেন, সম্বন্ধ কি তবে ভেঙ্গে গেল?

দাহির। না চন্দ্রা, সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়নি। বিবাহে কিছু বিলম্ব প'ড়ে গেল।

চন্দ্রা। কি জন্য?

দাহির। একটা বিষম যুদ্ধ বাধ্‌বার সম্ভাবনা হ'য়েছে।

চন্দ্রা। যুদ্ধ? কি সর্ব্বনাশ! আমাদের এ শান্তি রাজ্যে অনেক দিন থেকে ত ও বালাই ছিল না!

দাহির। ছিল না বটে, কিন্তু বালাই আর চুপ ক'রে থাকতে

না পেরে প্রবেশ করবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারছে। আমরা অনেক দিন থেকে শান্তিতে রয়েছি এ বুঝি তা'র প্রাণে সহিল না।

চন্দ্রা। বালাই মরুক্, বালাই নির্ব্বংশ হোক্। তা' যুদ্ধ কা'র সঙ্গে বাধ্‌ল?

দাহির। এখনও বাধেনি রাণী, সম্ভবতঃ শীঘ্রই বাধ্‌বে, বাধ্‌বার উপক্রম হ'য়েছে।

চন্দ্রা। কে সে শত্রু?

দাহির। শত্রু মুসলমান।

চন্দ্রা। শত্রুতার কারণ?

দাহির। তাদের স্পর্দ্ধা। আমাদের রাজত্বের মধ্যে মুসলমানের কয়েক খানা জাহাজ জলদস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হ'য়েছে, তা'তে মুসলমানেরা আমাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চায়। ক্ষতিপূরণ যদি না করি তা'হ'লে যুদ্ধ বাধ্‌বার সম্ভাবনা।

চন্দ্রা। কি ক'রবে স্থির ক'রেছ?

দাহির। তোমার কি মত রাণী?

চন্দ্রা। আমার মত জিজ্ঞাসা ক'রছ? আমার মতে ক্ষতি পূরণের বিনিময়ে রাজ্য, দেশ, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য মনে করি। রাজপুত জাতি গুরুজন ব্যতীত আর কা'রও কাছে কখনও মস্তক অবনত ক'রতে জানেনা; সেই উন্নত, গর্ব্বিত শির সামান্য ম্লেচ্ছের কাছে অবনত হবে? তোমরা উন্নত শির উঁচু ক'রে শত্রু পক্ষকে সগৌরবে আহ্বান ক'রবে, আর আমরা সেই উন্নত শিরে যশের মুকুট, সম্মানের উষ্ণীষ পরিয়ে দেব।

দাহির। তুমি সিন্ধু রাজ্যের উপযুক্ত রাজলক্ষ্মী। আলোরের রাজসিংহাসন তোমার মত কুললক্ষ্মীকে বক্ষে ধারণ ক'রে চির ধন্য। তুমি রাজলক্ষ্মীরই উপযুক্ত অভিমত প্রকাশ করেছ। তোমার মত যোগ্য সহধর্ম্মিণী লাভ ক'রে আমার জীবন ধন্য হ'য়েছে।—আমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি রাণী। সেই যুদ্ধ যতদিন না শেষ হয় ততদিন রাজ্য মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদের উৎসব অনুষ্ঠান রহিতের আদেশ প্রচার ক'রেছি, সেই জন্যই সুপ্রার বিবাহে কথঞ্চিৎ বিলম্ব ঘট্ছে।

চন্দ্রা। তা'তে আমার কোন দুঃখ নেই। সুপ্রা চিরকুমারী হ'য়ে থাক্লেও আমার আর কোন কষ্ট হবে না।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রমোদ-কানন।

(সুপ্রা দেবী ও তৎসখীগণ। সখীগণের নৃত্যগীত)

(গীত)

কেমন চাঁদ উঠেছে গগনে।
জ্যোছনা মাখিয়া পুলকে প্রকৃতি
(যেন) নাচিছে এ শুভ লগনে।
সুষমা ঝরিছে সকল অঙ্গে
হাসিছে সুন্দরী মোহন ভঙ্গে
হেলিছে দুলিছে পরম রঙ্গে
(যেন) কাঁপিছে জঘন সঘনে।

চকোর চকোরী সুধার আশায়
তৃষিত পরাণে বঁধু পানে ধায়,
সমীর পরশে মোহ মদিরায়,
(ওই) ধরণী সুপ্ত মগনে।

১মা সখী। ত্যাখ্ ভাই, আকাশে অমন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের উদয় হ'য়েছে, কিন্তু আকাশের ঐ চাঁদ আমাদের এ চাঁদের কাছে যেন জ্যোতিহীন, প্রদীপের আলোর মত মিট্‌মিট্ ক'রছে।

২য়া সখী। যা ব'লেছিস্ ভাই রঙ্গিনী, সত্যই আমাদের সখীর রূপের কাছে আকাশের চাঁদও ঝক্ মেরে গেছে। চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমাদের সখীর এ রূপ নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক।

সুপ্রা। আচ্ছা, আচ্ছা, তোরা থাম্, তোদের আর ঠাট্টা ক'রতে হবে না।

৩য়া সখী। ঠাট্টা নয়, ওরা সত্য কথাই ব'লেছে। তবু আমাদের এ চাঁদ আধখানা মাত্র হ'য়ে রয়েছে, এখনও পূর্ণতা লাভ ক'রতে পারেনি। যখন এ চাঁদ পরিপূর্ণ হবে তখন রূপের প্রভায় দশদিক যেন ঝল্‌সে যাবে, চোখে যেন ধাঁধা লাগ্‌বে।

৪র্থা সখী। হ্যাঁ ভাই, আমাদের সে পূর্ণিমা নিশি কবে আস্‌বে?

৩য়া সখী। সখী সুপ্রা দেবীকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্ না।

সুপ্রা। আমি কি জানি? তুই পোড়ারমুখী সব জানিস্, আর এইটিই জানিস্‌নে? তা'র বেলায় বরাত দেওয়া কেন?

৩য়া সখী। জান্‌ব না আর কেন ভাই! তুমিই কি জাননা সখী? তোমার মনের অগোচরে কিছু আছে কি ভাই? অরুণার শুন্‌তে সাধ, তোমার প্রাণের কথা তোমার মুখেই শুন্‌ত।

১মা সখী। হ্যাঁ ভাই, সখীর মিলনে নাকি আবার দেরী প'ড়ে গেল?

২য়া সখী। সত্যি? আবারও দেরী প'ড়ে গেল?

৩য়া সখী। শুনিস্ নি? কি সখি, এ সংবাদটাও জাননা না কি?

সুপ্রা। আমি কি ক'রে জান্‌ব?

৩য়া সখী। বটে! বলে "যার বিয়ে তা'র মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই"। তুমি যদি না জান্‌বে তবে তোমার মন হঠাৎ এমন বিমর্ষ হ'য়ে গেছে কেন? আগের মত মুখে সে হাসিটি নেই কেন বল দেখি? চোখ্ দু'টি সদাই অমন ছল্ ছল্ ক'রছে কেন? প্রাণের ভিতর থেকে যেন একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের সুর ঠেলে বাহির হ'চ্ছে কেন? আমরা তোমার সখী, অষ্টপ্রহরের সঙ্গিনী, আমরা কি তোমার মনের ভাব একটুও বুঝ্‌তে পারিনে?

সুপ্রা। (রুদ্ধ কণ্ঠে) সখি!—

৩য়া সখী। অত উতলা হ'য়েছ কেন? সবুরে মেওয়া ফল্‌বে, মিলনের দিন শীঘ্রই আস্‌বে, দিন কতকের জন্য একটু দেরী প'ড়ে গেছে মাত্র, তা এমন হতাশ হ'য়ে পড়েছ কেন সখি? যে দিন আমরা কনোজ রাজের পাশে তোমাকে বসিয়ে দেব, সে দিন মর্ত্ত্যে নন্দন কাননের সৃষ্টি ক'রব, ধরায় চাঁদের মেলা বসাব।

২য়া সখী। তা' মিলনে বাধা প'ড়ল কেন? এই যে শুনেছিলাম আগামী মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মিলনের দিন স্থির হয়েছে?

১মা সখী। শুনিস্ নি? আমি শুন্‌লাম কোন্ মোছনমান রাজার নাকি জাহাজ জলে ডুবে গেছে, মোছনমান রাজার হাতী নেই, কাজেই সেই রাজা আমাদের মন্ত্রীর কাছে এসে বলেছে যে, আপনাদের বড় বড় হাতীগুলোকে একবার চাই, হাতীগুলোকে লাগিয়ে জাহাজ জল থেকে তুল্‌তে হবে, আমাদের মন্ত্রী, সেনাপতি, হাতী দিতে চান্ নি ব'লে নাকি তা'রা জোর ক'রে হাতী নিতে আস্‌ছে।

(সুপ্রা দেবী ও ৩য়া সখীর হাস্য)

সুপ্রা। আমাদের রঙ্গিনীর কাছে বেশ অদ্ভুত রকমের আজ্‌গুবি সব খবর এসে জোটে। এ খবরটি পেলে কোথায়?

১মা সখী। কেন, খবর সত্যি নয়?

৩য়া সখী। তোমার মাথা আর মুণ্ড।

১মা সখী। তবে কি?

৩য়া সখী। সে অনেক ব্যাপার।

২য়া সখী। কি ব্যাপার শুনিই না ভাই?

৩য়া সখী। রঙ্গিনীর খবরের মধ্যে একটু আধটুও যে ঠিক নেই তা নয়। ব্যাপার হ'চ্ছে মুসলমানদের ক'খানা জাহাজ আমাদের অধিকারের মধ্যে জলদস্যুরা লুণ্ঠন ক'রেছে, মুসলমানেরা তা'র ক্ষতিপূরণ চায়; আমাদের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ ক'রতে অস্বীকার করায় যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা হ'য়েছে। সেই জন্যই কিছুদিনের জন্য বিবাহ পিছিয়ে গেল।

১মা সখী। দেখ দেখি, কোথা থেকে এক-পোড়া মোছন-মানের জাহাজ এসে আমাদের সব আমোদ মাটী ক'রে দিল!

কেন বাপু, এত পাহাড় পর্ব্বত থাকতে আমাদের এই নদীর ভিতর দিয়ে না গেলেই কি চল্‌ত না! একে মাস যায় না, আবার দু'দিন বেড়ে গেল!

৩য়া সখী। ঠিক, ঠিক, সত্যিই ত, এত পাহাড় পর্ব্বত, গাছপালা, মাঠ, বাড়ীর ছাদ থাকতে জাহাজ আর পথ পেলে না, কিনা নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল! কি অন্যায়! ঠিক ব'লেছিস্ রঙ্গিনী!

২য়া সখী। দেখ দেখি অদৃষ্ট! মিলনের দিন যত নিকটে আস্‌ছিল, আমরা ভাই আনন্দে আত্মহারা হ'চ্ছিলাম, কি রকম উৎসব আয়োজন হবে তা'রই কল্পনা জল্পনা ক'রছিলাম, হঠাৎ এ বিনা মেঘে কেন বজ্রপাত হ'ল? এ বড় আশায় যেন একেবারে নিরাশ ক'রে দিল!

৪র্থা সখী। আবার কবে মিলন হবে ভাই?

৩য়া সখী। শীঘ্রই হবে। সামান্য মুসলমানদের দমন ক'রতে তাতাবংশের, রাজপুত জাতির আর ক'দিন লাগ্‌বে! তারপর সখীর পূর্ণ মিলনে আমরা পূর্ণ আমোদ উপভোগ ক'রব।

পঞ্চম দৃশ্য।

রূপসিংহর কুটীর।

(শোভা দেবী)

শোভা। বিধাতা একটি মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছেন, সে ভুল আর সংশোধন ক'রতে পারলেন না। তিনি আমার স্বামীটিকে মেয়ে মানুষ গ'ড়তে গ'ড়তে ভুলে পুরুষ মানুষ গ'ড়ে ফেলে ভবের হাটে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কাজেই স্বামীটিও পুরুষের দরেই বিকিয়ে যাচ্ছেন। বিধাতার গড়ার দোষে তিনি নামে মাত্র পুরুষ হ'য়েছেন, নহিলে আর সব তা'তেই যেন মেয়েমানুষেরই মত। প্রকৃতিটা তাঁর মেয়ে মানুষের মত কোমল, রমণীর মত স্নেহশীল, নারীর মত ভীরু। আহা, নিরীহ গো বেচারি! আমাকে তিনি বড় ভালবাসেন, দিনরাত চোখে চোখে রাখ্‌তে ইচ্ছা, সকল সময়ে আমার কাছটিতে থাকেন এইটিই মতলব; আমিই শুধু জোর ক'রে কাজে কর্ম্মে পাঠিয়ে দিই। আমি যাই শক্ত মেয়ে তাই তাঁকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, নহিলে জড়ভরত হ'য়ে আমার অঞ্চলে বাঁধা হ'য়ে থাকৃতেন আর কি। সময়ে সময়ে কত বকি ঝকি, আহা, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মুখের পানে চেয়ে থাকেন। শেষে কিন্তু আমার মনে বড় কষ্ট হয়! ব'কে ঝ'কে একরকম ধাতে রেখেছি। বিধাতার বুঝ্‌বার ভুল হ'য়েছিল, আমাকে পুরুষ গড়া, আর তাঁকে নারী গড়া উচিত ছিল। বিধাতা যা' ভুল ক'রে ফেলেছেন, এ জন্মের মত একরকম ক'রে চালিয়ে নিতে হবে, আর জন্মে না হয় সংশোধনের চেষ্টা করা যাবে। যাক্,

এখন বিধাতার কাছে প্রার্থনা যেন স্বামীপদে চিরদিন আমার এই রকম অচলা ভক্তি থাকে, চিরদিন যেন এই রকম প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে থাকৃতে পারি। কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা ক'রে যেন এ ছার নারীজন্ম সার্থক করি।

(রূপসিংহের প্রবেশ)

রূপসিংহ। শোভা!

শোভা। কেন রূপসি ?

রূপসিংহ। আবার তুমি আমাকে রূপসী ব'লে ডাক্‌ছ শোভা!

শোভা। কেন, দোষ কি ?

রূপসিংহ। তুমি আমাকে রূপসী বল কেন ?

শোভা। কি ক'রব বল। যে তোমার কট মট নাম! ও কটমট 'রূপসিংহ' উচ্চারণ ক'রতে আমার দাঁতে বড় লাগে, জিবে যেন টান ধরে, গলা শুকিয়ে ওঠে। তাই বাদ সাদ দিয়ে সংক্ষেপ ক'রে নিয়েছি 'রূপসী'।

রূপসিংহ। তা' তুমি রূপসিংহ ব'লেই বা ডাকৃবে কেন ?

শোভা। তবে কি ব'লে ডাকৃব? রূপসিংহ ব'লব না, রূপসী ব'লতে দেবে না, একটা যা হোক্ ব'লে ডাকৃতে ত' হবে। তা' সিংহ চতুষ্পদ জন্তু, চতুষ্পদ জন্তু ত আরও আছে, এই ধর গাধা আছে, ভালুক আছে, বানর আছে, এর মধ্যে তোমার কোন্‌টা পছন্দ ব'লে দাও, তাই ব'লেই না হয় ডাকৃব।

রূপসিংহ। নাম ধ'রেই বা ডাকৃবে কেন? আমি যে তোমার গুরুজন।

শোভা। আমিও ত তোমার গুরুজন, তবে তুমি আমার নাম ধ'রে ডাক কেন ?

রূপসিংহ। তুমি আমার গুরুজন হ'লে কি রকম ? আমি তোমার স্বামী সুতরাং আমি হ'চ্ছি তোমার গুরুজন।

শোভা। আমিও ত তোমার স্ত্রী, আমিই বা তবে তোমার গুরুজন নহি কিসে ? তুমিও আমাকে বিবাহ ক'রে আমার স্বামী হয়েছ, আমিও তোমাকে বিবাহ ক'রে তোমার স্ত্রী হ'য়েছি। একটা বিবাহর ফলে তুমি যদি গুরুজন হ'তে পার, সেই বিবাহর দরুণ আমিও তোমার গুরুজন হ'তে পারিনে কেন ?

রূপসিংহ। হ্যাঁ, কথাটা সঙ্গত ব'লে মনে হ'চ্ছে বটে, কারণ এর কোন উত্তর আর খুঁজে পাচ্ছি না, কথাটা কতক ঠিক বটে। আচ্ছা, ঠাকুরমহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌ব। যা হোক্, আপাততঃ তুমিও আর আমার নাম ধ'রে ডেকনা, আমিও আর তোমার নাম ধ'রে ডাক্‌ব না।

শোভা। তবে কি ব'লে ডাক্‌ব ? একটা কিছু ব'লে ত ডাক্‌তে হবে। রাতদিন ওগো, হ্যাঁগো ব'লে ডেকে কতক্ষণ চ'ল্‌বে ?

রূপসিংহ। তা'র চেয়ে এক কাজ কর না ? তুমি আমাকে প্রাণনাথ, হৃদয়েশ্বর, প্রাণবল্লভ ব'লে ডাক্‌বে, আর আমি প্রিয়তমে, জীবিতেশ্বরী, হৃদয়রত্ন ব'লে ডাক্‌ব।

শোভা। তা' হ'লেই হ'য়েছে আর কি ! কাজ কর্ম্ম সব বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

রূপসিংহ। কেন ?

শোভা। নয়ত কি! এক ত আমি ডাকব 'প্রাণবল্লভ!' তুমি উত্তর দেবে 'কেন জীবিতেশ্বরি!' এতে কতটা সময় যাবে বল দেখি ? তা' ছাড়া হয়ত তোমাকে ব'কতে এসেছি, তখন প্রাণনাথ হৃদয়েশ্বর ব'লে ডেকে ব'কতে গেলেই বকুনির কঠিণত্বটুকু সোহাগে জল হ'য়ে যাবে, তা' হ'লে কি বকুনির ফল ফ'লবে, না, রসত্ব বজায় থাকবে!

রূপসিংহ। তা' ব'কবেই বা কেন ?

শোভা। না ব'কে কি থাকতে পারি রূপসি! তোমাকে না ব'কলে দেখেছি ক্ষিধে হয় না, বড় পেট গরম হয়। পেটের মধ্যে বকুনিগুলো যেন হুটোপাটি করে। আমাদের ও প্রাণনাথ প্রাণেশ্বরের চেয়ে রূপসী শোভা নামই বেশ মিষ্টি, বেশ সুন্দর।

রূপসিংহ। রূপসী নাম যদি তোমার এতই মধুর ব'লে মনে হ'য়ে থাকে, তবে ঐ ব'লেই আমাকে ডেক'। এখন একটা গান গাও ত শোভা।

শোভা। এই অসময়ে ? হ্যাঁ গান গাহিবার সময়টি ঠিক বটে!

রূপসিহ। লক্ষ্মীটি, একটা গান গাও। আমার প্রাণে যেন নব বসন্তের হাওয়া ব'চ্ছে।

শোভা। আচ্ছা, গান শোন।

(গীত)

কেন মিছে কর জ্বালাতন ?
নিশি দিন কেন আশেপাশে ঘুরে
কর জ্বালাতন পোড়াতন ?

রূপসিংহ। আমি বুঝি তোমাকে জ্বালাতন করি? বেশ ত তুমি!

শোভা।

(গীত)

নিশিদিন কেন কর জ্বালাতন?
কেন উদাস নয়নে মুখপানে চেয়ে
থাক পাগলের মতন?

রূপসিংহ। আমাকে পাগল ব'ল্‌লে শোভা?

শোভা।

(গীত)

কেন এমন কর জ্বালাতন?
কেন বাহু প্রসারিয়া আগুলিয়া থাক
যেন আমি মাণিক না রতন?

রূপসিংহ। আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ? বেশ ত তুমি!

শোভা।

(গীত)

কেন হেন কর জ্বালাতন?
তোমার মুখেরি কথায় প্রেম ভালবাসা
প্রাণের নেই যতন!

রূপসিংহ। সে কি? আমি তোমাকে আন্তরিক যত্ন করিনে শোভা?

শোভা।

(গীত)

ছিঃ ছিঃ কেন কর জ্বালাতন ?
নূতন প্রেমের সোহাগ বেশী
রয়না হ'লে পুরাতন !

রূপসিংহ। থাক্ শোভা, আমার ঘাট হ'য়েছে, আর গান গাহিতে হবে না। আমার প্রাণের বসন্তের হাওয়া এখন থেমে গেছে।

শোভা। তবে চল। গান শোন্‌বার আকাঙ্খা মিটেছে ত? শুধু গানে ত আর পেট ভরবে না, উদর তৃপ্তির চেষ্টা এখন দেখা যাক্, কি বল রূপসি ?

রূপসিংহ। তাই চল, প্রেয়সী !

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আলোর—মন্ত্রণাসভা।

(রাজা দাহির, মন্ত্রী, রতন সিংহ প্রভৃতি আসীন)

দাহির। আর কি সংবাদ ?

মন্ত্রী। সেবারের মত এবারেও মুসলমানেরা অনেক চেষ্টা ক'রেও দেওয়াল বন্দরে অবতরণ ক'রতে সমর্থ হয় নি। রণতরি থেকে তা'রা প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেছিল বটে, কিন্তু শেষে পরাজিত

হ'য়ে এবারেও হতাশ হৃদয়ে ফিরে গেছে, আর সেনাপতি রণমল্ল যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে সসম্মানে ফিরে আস্‌ছেন, এই সংবাদ এসে পৌঁচেছে। সেনাপতি এখনই আস্‌বেন, তাঁর মুখেই সবিশেষ বিবরণ জানতে পারা যাবে।

দাহির। সেনাপতি রণমল্ল আস্‌ছেন, দেশমাতৃকার কৃতী সন্তান শত্রু পরাজিত ক'রে জয়মাল্যে ভূষিত হ'য়ে, বিজয় নিশান উড্ডীন ক'রে সসম্মানে বিজয়গর্ব্বে ফিরে আস্‌ছেন, সেই বহুদর্শী সুবিজ্ঞ বিজয়ী সেনাপতির প্রতি যেন উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সেই অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য এখনও যেন নবযৌবনের মত অমিত শক্তি ধারণ করেন। স্বদেশের প্রতি সে বৃদ্ধ হৃদয়ের এখনও কি প্রগাঢ় অনুরাগ, কি অবিচলিত ভক্তি।

মন্ত্রী। দেশের মঙ্গল কামনায় আমি মস্তকের সমস্ত কেশ শুভ্র ক'রেছি, এ জীবনে অনেক যুদ্ধ দেখেছি, কিন্তু কখনও রণমল্লকে একদিনের জন্যও সাহস হারাতে দেখিনি; কখনও বিচলিত হ'তে লক্ষ্য করিনি। সে বীর হৃদয় সদা নির্ভীক, সদা অবিকম্পিত।

(সেনাপতি রণমল্লর প্রবেশ)

রণমল্ল। (অভিবাদন করিতে করিতে) মহারাজ! অধীনের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

দাহির। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া রণমল্লকে আলিঙ্গন করিয়া) এস বিজয়ী বীর, এস রাজপুত কুলপ্রদীপ, এস মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তান আজ সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ তোমার বিজয়লাভে গৌরব অনুভব ক'রছে, সমস্ত তাতাবংশ আজ তোমার কাছে ঋণে আবদ্ধ হয়েছে।

আজ তুমি সমগ্র সিন্ধু প্রদেশকে যে সম্মানে ভূষিত ক'রেছ, তা'র উপযুক্ত পুরস্কার তোমাকে প্রদান করবার শক্তি সিন্ধুরাজের নেই। আজ বীরের স্পর্শে আমার জীবন ধন্য হ'ল।

রণমল্ল। (অভিবাদন করিয়া) রাজা আমার! প্রতিপালক আমার! অন্নদাতা পিতা আমার! যুদ্ধ জয় ক'রে, শত্রু দমন ক'রে, যে আনন্দ পেয়েছি, আজ প্রভুর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সম্মান লাভ ক'রে তদপেক্ষা বেশী আনন্দ প্রাপ্ত হ'লাম। আজ রাজ্যেশ্বরের কাছ থেকে যে সম্মান লাভ ক'রেছি তা'র তুলনায় অন্য উপযুক্ত পুরস্কার আর আছে ব'লে বিশ্বাস করি না, এর কাছে সকল পুরস্কার অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ। আমরা মার ছেলে, মায়ের সেবা প্রাণপণে ক'রে ধন্য হই, সে সেবার প্রতিদানে সম্মান বা পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা রাখি না। মাতৃসেবাই আমাদের কার্য্য, মাতৃসেবাই আমাদের ধর্ম্ম, আমরা মাতৃসেবায় দীক্ষিত।

মন্ত্রী। তুমি বীর, বীরের উপযুক্ত কথাই বলেছ। তোমার সেবায় পরিতৃপ্ত হ'য়ে সেই মা তোমার প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'রছেন।

রণমল্ল। মন্ত্রিবর! একটা হৃদয়-বিদারক দুঃসংবাদ বহন ক'রে আজ আপনার কাছে এসেছি।

মন্ত্রী। কি সে দুঃসংবাদ?

রণমল্ল। সে দুঃসংবাদ আপনার কাছে প্রকাশ ক'রতে শত বাধা এসে আমাকে নিবৃত্ত ক'রছে, আমার মুখ বন্ধ ক'রে দিচ্ছে।

মন্ত্রী। রণমল্ল! তুমি বীর, আমিও বীরের জাতি। যে দুঃসংবাদ বহন ক'রে এসেছ, তা' যতই কঠোর, যতই মর্ম্মান্তিক

হোক্ না, এ বীর হৃদয়ে তা' সহ্য করবার শক্তি যথেষ্ট আছে। তুমি নির্ভয়ে ব'লতে পার।

দাহির। সেনাপতি! বিজয়ানন্দের মাঝখানে কি অশুভ সংবাদ বহন ক'রে এনেছ?

রণমল্ল। মহারাজ! আমরা উপর্য্যুপরি দুইটি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রেছি বটে, মুসলমানকে পরাজিত ক'রে সিন্ধু প্রদেশের প্রান্ত সীমা হ'তে বিতাড়িত ক'রেছি বটে, বিজয়লক্ষ্মী আমাদের মস্তকে সসম্মানে জয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে বৃদ্ধ মন্ত্রিবরের একমাত্র পুত্র, চির বিশ্বস্ত, দেওয়াল বন্দরের সুযোগ্য অধ্যক্ষ অজিত সিংহকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। আমরা বিজয়লাভের বিনিময়ে আমাদের এই মহা রত্নটি হারিয়েছি। যে অমূল্য রত্ন আজ মাতৃভূমির অঙ্কচ্যুত হ'য়েছে, বিজয়লাভের মূল্য স্বরূপে যে রত্ন আমরা বিশ্বনিয়ন্তাকে প্রদান ক'রতে বাধ্য হ'য়েছি, তা'র অনুরূপ রত্ন আর কখনও মাতৃভূমির অঙ্ক শোভা ক'রবে কিনা সন্দেহ। দেওয়াল বন্দরে অজিত সিংহের মত অতি বিশ্বাসী উপযুক্ত অধ্যক্ষ না থাক্‌লে আজ বিজয়লক্ষ্মী শত্রুপক্ষকে সম্মানিত ক'রতেন, শত্রুশিরে বিজয়মুকুট তুলে দিতেন। দেওয়াল বন্দরের যে মহাক্ষতি হ'য়েছে তাহা কখনও পূরণ হবে না।

দাহির। সে কি? অজিত নেই? দেওয়ালের অতি বিশ্বাসী অজিতকে আমরা হারিয়েছি? কে এমন বড় আনন্দে নিরানন্দ বিধান ক'রলে, এমন এক পাত্র অমৃতের মধ্যে এক ফোঁটা গরল মিশিয়ে দিলে? আমরা এ মহা শোকে বৃদ্ধ মন্ত্রিবরকে কি ব'লে সান্ত্বনা প্রদান ক'রব?

মন্ত্রী। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) হা ভগবান! হা পুত্র অজিত!—মহারাজ, অজিত আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রাণে শেলাঘাত ক'রে কোন্ শান্তি রাজ্যের উদ্দেশে মহাপ্রস্থান ক'রেছে, তজ্জন্য পিতা আমি, একমাত্র পুত্রহারা হ'য়ে অবশ্য হৃদয়ে বিষম আঘাত অনুভব ক'রছি, আমার এ জীর্ণ বক্ষ পঞ্জর যেন বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার প্রভুভক্ত পুত্র, দেশের কার্য্যে, প্রভুর কার্য্যে, স্বজাতির মঙ্গল কামনায় যে তার নশ্বর প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে পেরেছে, সে গৌরবে আমার জীবন আমি গৌরবান্বিত মনে ক'রছি; অজিতের মত পুত্র রত্নের পিতা ব'লে আমি গর্ব্ব অনুভব ক'রছি।

দাহির। আশ্চর্য্য আপনার সহ্যগুণ, মহৎ আপনার হৃদয়।

মন্ত্রী। রণমল্ল! অজিত আমার, যুদ্ধে, যে আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রেছে, সে আঘাত তা'র দেহের কোন্ স্থানে লেগেছিল? বক্ষে, না পৃষ্ঠে?

রণমল্ল। মন্ত্রিবর! সে ভয় আপনার নেই। আপনার পুত্র রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন ক'রতে কখনও শিক্ষা করেনি। অসীম সাহসে, প্রবল পরাক্রমে সে তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রেছিল, সে বিপক্ষের গোলা বক্ষে পেতে নিয়ে সহস্র সৈনিকের প্রাণ রক্ষা ক'রে গেছে। সে বীরের সন্তান, বীরের মতই মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রেছে। কি তাহার ধৈর্য্য, কি তাহার সাহস!

মন্ত্রী। আঃ নিশ্চিন্ত হ'লাম! আমাদের সকলকেই একদিন যেতে হবে, দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে। ধারণা ছিল অজিত এ বৃদ্ধের শেষ কার্য্য একদিন সমাধা ক'রবে, তা না

হ'য়ে আমাকেই তা'র শেষ কার্য্য ক'রতে হবে ! দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে সকলেই সেই কোন্ এক অজ্ঞাত দেশে যেতে হবে, তা' অজিত একটু আগেই চ'লে গেছে ! তা যাক্ ; অজিত দেশের কার্য্যে প্রাণ দিয়ে গেছে, প্রভুর কার্য্যে এসেছিল, প্রভুর কার্য্য শেষ ক'রে চ'লে গেছে ! বেশ ক'রেছে, ঠিকই ক'রেছে, আমাদের মুখ রেখেছে। দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে !

(সাশ্রু লোচনে অধোবদনে রহিলেন)

দাহির। মন্ত্রিবর ! শান্ত হোন্। আজ আপনার বুকে যে আঘাত লেগেছে, সান্ত্বনা-বাক্যে সে ব্যথা মোচন হয় না, জীবনে সে ব্যথা দূর হবে না। অজিত শুধু আপনার ছিল না, অজিত আমার ছিল, অজিত সমগ্র সিন্ধের ছিল, অজিত রাজপুত জাতির ছিল। অজিত আমাদের সকলের বক্ষে শেলাঘাত ক'রে গেছে, অজিতের অভাব আমরা চিরদিন অনুভব ক'রব। দু'দিনের জন্য বিধাতা তা'কে আমাদের কাছে রেখেছিলেন, আবার তাঁর জিনিষ তিনিই ফিরিয়ে নিলেন। বিধাতার বিধান মনে ক'রে আমাদের সবই সহ্য ক'রতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ ! মানব হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতায় ক্ষণিকের জন্য চিত্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েছিল ; এখন শান্ত হ'য়েছি। অজিত তা'র কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক'রে গেছে, দেশের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ ক'রেছে, জাতীয় ইতিহাসে কীর্ত্তি রেখে গেছে, অজিত মরে নি, বেঁচে আছে। "কীর্ত্তির্য্যস্য স জীবতি।" আমরাও যেন অজিতের মত এ তুচ্ছ জীবন দেশের কার্য্যে উৎসর্গ ক'রতে পারি, অজিতের মত যেন হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে সসম্মানে

আলিঙ্গন ক'রতে পারি। অজিত যে পথে গেছে একদিন সকলকেই সেই পথের পথিক হ'তে হবে। দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে!—যাক্, দেওয়াল বন্দর এখন অধ্যক্ষ শূন্য হ'য়ে রয়েছে, এখন প্রধান কর্ত্তব্য দেওয়াল বন্দরের জন্য বিশ্বাসী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা। প্রভুর অনুমতি সাপেক্ষ।

দাহির। মন্ত্রি! আমার ইচ্ছা, যুবক রতন সিংহকে দেওয়াল বন্দরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করি।

রতন। (চমকিত হইয়া) আমাকে?

দাহির। হাঁ রতন, তোমাকেই দেওয়াল বন্দরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'রছি। রতন! তোমাকে আমি তোমার অতি শিশুকালে পিতৃ মাতৃহীন অবস্থায় প্রাপ্ত হ'য়ে পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করেছি, তোমাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা ক'রে স্বহস্তে আহার দিয়ে এত বড়টি ক'রে তুলেছি, তুমি আমার পুত্র স্থানীয়, তোমাকেই অতি বিশ্বাস ক'রে দেওয়াল বন্দরের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ক'রলাম। দেওয়াল বন্দরের পূর্ব্বতন সকল অধ্যক্ষই আজীবন অতি বিশ্বাসের সহিত বন্দর রক্ষা ক'রে গেছেন, অজিত সিংহ সেই দেওয়াল বন্দর রক্ষার জন্য তা'র অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে, দেওয়াল বন্দরই সিন্ধের সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা, সেই প্রধান বন্দর রক্ষার ভার আর কা'রও উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না। তুমি আমার পুত্র স্থানীয়, তোমাকে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, পুত্রের অধিক মনে ক'রে পালন করেছি, তাই সে ভার তোমার উপরেই ন্যস্ত ক'রলাম। তুমি সেই বন্দর প্রাণের অধিক মনে ক'রে দৃঢ়ভাবে অতি সাবধানতার

সহিত রক্ষা ক'রে তোমার প্রতিপালকের মুখ রক্ষা ক'র, তোমার জাতির মুখ রক্ষা ক'র, তোমার দেশের মুখ রক্ষা ক'র।

রতন। (অভিবাদন করিয়া) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

দাহির। সভাসদ্‌গণ! এ নিয়োগে কাহারও আপত্তি আছে?

সকলে। কাহারও আপত্তি নেই, এ নির্ব্বাচন উপযুক্ত হ'য়েছে।

মন্ত্রী। রতন! প্রাণদাতা প্রতিপালকের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উত্তম অবসর তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছে। আশা করি অতি বিশ্বাসের সহিত বন্দর রক্ষা ক'রে প্রভুর ঋণ পরিশোধের আর তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা ক'রবে। বেশী কি ব'ল্‌ব, যদি আবশ্যক হয় ত' প্রভুর কার্য্যে তুচ্ছ জীবন হাস্‌তে হাস্‌তে দান ক'র। এক দিন সকলকেই এ জীবন ত্যাগ ক'রতে হবে। দু'দিন আগে আগে আর দু'দিন পরে!

রতন। (অভিবাদন করিয়া) আপনার উপদেশ চিরদিন আমার হৃদয়ে গাঁথা থাক্‌বে।

দাহির। রতন! দেওয়াল বন্দরের অধ্যক্ষ পদে নব নিয়োগের প্রতিভূস্বরূপ এই লও শিরস্ত্রাণ, আর এই লও তরবারি। যতদিন জীবন থাক্‌বে, এই তরবারির উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা ক'র। অতি বিশ্বাসে সিন্ধের জীবন আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম, সে বিশ্বাস চিরজীবন অক্ষুণ্ণ রেখ।

রতন। (নতজানু হইয়া তরবারি গ্রহণ করিতে উদ্যত) আমার—

(সুপ্রা দেবীর প্রবেশ)

সুপ্রা। সাবধান রতন, ঐ পবিত্র তরবারি অমন কদর্য্য মন নিয়ে, তোমার কলঙ্কিত হস্তে স্পর্শ ক'র না।

(রতন হস্ত অপসারণ করিয়া লইল)

দাহির। তুমি? সুপ্রা? রাজ অন্তঃপুর ছেড়ে এ প্রকাশ্য রাজ সভায় তুমি কেন এলে রাজকুমারী?

সুপ্রা। আমি এসেছি পিতা একটা মস্ত বড় সাম্রাজ্যকে এক বিষাক্ত কীটের দংশন থেকে রক্ষা ক'রতে। আমি এসেছি পিতা একটা নরাকৃতি রাক্ষসের করাল গ্রাস থেকে এক বিকাশমান জাতিকে উদ্ধার ক'রতে। আমি এসেছি মহারাজ আমার পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, আমার পিতৃরাজ্য এক অজ্ঞাত কুলশীল বিশ্বাস-ঘাতকের নির্ম্মম হস্ত থেকে মুক্ত ক'রতে।

দাহির। এ নব নিয়োগ সকলেই অনুমোদন করেছে সুপ্রা, সকলেরই মতে এ নির্ব্বাচন উপযুক্ত হয়েছে।

সুপ্রা। কে অনুমোদন করেছে? কে ব'লেছে নির্ব্বাচন উপযুক্ত হয়েছে? জন কতক চাটুকার সভাসদ? এরা কখনও রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রাজার অভিমতের বিপক্ষে নিজেদের মত প্রকাশ ক'রেছে? নিজেদের স্বাধীন অভিমত রাজার আদেশের প্রতিকূলে বজায় রাখ্‌বার সাহস এদের কখনও আছে? এরা রাজার মনের ভাব রাজার মুখ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারে, আর নিজেদের অভিমত সেই মনের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাহবা নেয়! এদের মতামতের কি কোন মূল্য আছে?

রণমল্ল। মহারাজ! বালিকার কথায়—

সুপ্রা। চুপ করুন সেনাপতি, আপনি প্রাচীন, সুবিজ্ঞ, আপনার মর্য্যাদাহানি যেন আমার দ্বারা না হয়। এ পিতা আর পুত্রীতে কথা হ'চ্ছে, এ রাজা আর রাজকন্যায় কথোপকথন চ'ল্‌ছে, এ কথোপকথনের মধ্যে আপনারা কথা তুলে অনধিকার চর্চ্চা ক'র্‌বেন না।

দাহির। সুপ্রা! রাজকার্য্য নারীর অভিমতে চলে না।

সুপ্রা। কে বলে চলে না? বাবা! আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন যে, নারী জগত প্রসব করে, তাই এখনও সৃষ্টি চ'লছে, নারী জগতকে লালন পালন করে তাই এখনও জগত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে, নারী নিজের বক্ষের সুধাধারা জগতের মুখে ঢেলে দেয়, সেই সুধাধারা আস্বাদন ক'রেই জগতের এত শক্তি! আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন এক মুহূর্ত্ত যদি নারী, হৃদয় থেকে স্নেহ মায়া ত্যাগ করে তা' হ'লে এই সৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হ'য়ে যায়! নারীর প্রভাবে যখন এত বড় জগৎ চ'ল্‌ছে, তখন একটা রাজকার্য্য চলে না?

দাহির। কিন্তু আমরা ত রতনের কখনও কোন দোষ দেখিনি, তবে তুমি অনর্থক কেন রতনের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ ক'রছ?

সুপ্রা। আপনি স্নেহান্ধ হ'য়ে যা দেখ্‌তে পান নি, আমি তা' অন্তর্দৃষ্টিতে ঐ মুখে স্পষ্ট দেখ্‌ছি। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি ঐ মুখের কি বক্র হাসি, ঐ চোখের কি কুটিল চাহনি! আমি ওর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত লক্ষ্য ক'রেছি, সে অন্তরে দেখেছি শুধু হলাহল আর দুরাকাঙ্ক্ষা, শুধু প্রেম পিপাসা আর রাজ্যলিপ্সা।

বাবা! দেওয়াল বন্দরের গুরুভার ঐ হৃদয়হীন অবিশ্বাসী বর্ব্বরের হাতে তুলে দিচ্ছেন, এ ভাল ক'রছেন না। এ যেন নিজেদের অধঃপতন নিজেদের ডেকে আনা হ'চ্ছে, যেন মহা শ্মশানের পথে আপনা হ'তেই এগিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে, যেন সাধ ক'রে নিজের হাতে আকণ্ঠ গরল পান করা হ'চ্ছে! বাবা! দুধ কলা দিয়ে কাল-সাপ পুষ্‌লে সেই সাপ সুযোগমত প্রতিপালকের বক্ষে দংশন ক'রতে ছাড়ে না এ কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখ্‌বেন। আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছিলাম, সাবধান ক'রে দিয়ে চ'ল্লাম, এখন আপনার ভাল মন্দ আপনার হাতে।

(প্রস্থান)

দাহির। উঃ, যেন একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত এসে সমস্ত রাজসভা, সমস্ত মন প্রাণ তোলপাড় ক'রে দিয়ে চ'লে গেল!

রতন। মহারাজ! পিতা! যে গুরুভার আমার উপর ন্যস্ত হ'চ্ছিল, সে দায় থেকে মুক্ত হ'য়ে আমি বড় নিশ্চিন্ত হ'লাম।

দাহির। না রতন, প্রগল্‌ভা বালিকার প্রলাপ বচন তোমার প্রতি আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস বিন্দুমাত্র নষ্ট করেনি। রমণী চিরদিনই বাক্‌পটু! তোমাকে যে সম্মান প্রদান ক'রেছি তাহা বালিকার কথায় প্রত্যাহার ক'রব না। ধর এই তরবারি, এই তরবারির ন্যায় ব্যবহারে তোমার এ অলীক অপবাদ মোচন ক'র।

রতন। (নত জানু হইয়া তরবারি গ্রহণ করিয়া তরবারি চুম্বন করতঃ) আমার জীবন আজ থেকে প্রভুর কার্য্যে উৎসর্গ ক'রলাম।

দাহির। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হও, চিরজয়ী হও।

মন্ত্রী। অদ্যকার মত সভার কার্য্য শেষ করা হোক্। হা ভগবান! হা অজিত! দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বোগদাদ—খালিফের দরবার কক্ষ।

[ওয়ালিদ শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট, নিম্নে উজীর, তোয়াজ খাঁ, মহম্মদ বিনকাশিম, সভাসদগণ আসীন]

খালিফ। এবারেও যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে এলে সেনাপতি? প্রাণের মায়া তোমার এত বেশী?

তোয়াজ। (কুর্ণিশ করিয়া) প্রাণভয়ে পালিয়ে আসিনি জাঁহাপনা। প্রাণের মায়া আমাদের একটুও নাই। যা'র নিজের প্রাণের উপর মায়া আছে, তা'র অপরের প্রাণের উপরেও মায়া থাকে। যা'র নিজের প্রাণের জন্য প্রাণ কাঁদে, তা'র অপরের প্রাণের জন্যও প্রাণ কেঁদে ওঠে। আমাদের নিজের প্রাণের উপর মায়া থাক্‌লে আমরা কখনও এমন হাস্‌তে হাস্‌তে অপরের প্রাণ কেড়ে নিতে পারতাম না। আমাদের নিজের প্রাণে ভয় থাক্‌লে অপরের প্রাণ ছিনিয়ে আন্‌তে আমাদের এত সাহস হ'ত না। হৃদয়হীন না হ'লে নিষ্ঠুর হ'তে পারা যায় না জাঁহাপনা। যোদ্ধা মাত্রই হৃদয়হীন আর যুদ্ধ মাত্রই নিষ্ঠুরতা। হৃদয় হীনের প্রাণের মায়া একটুও নেই খোদাবন্দ্।

খালিফ। তবে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পালিয়ে এলে কেন সেনাপতি?

তোয়াজ। জাঁহাপনা! যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে নসীবের দোষে, আর আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছি নিতান্ত বাধ্য হ'য়ে।

খালিফ। তা হ'লে তোমরা তোমাদের অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়েছ!

তোয়াজ। আমরা জাঁহাপনার কার্য্যে আলস্য বা ঔদাসিন্য প্রকাশ ক'রে অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিইনি, খোদা আমাদের বিপক্ষতা আচরণ ক'রে অকর্ম্মণ্য ক'রে দিয়েছেন। আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেছিলাম কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

খালিফ। বড় গুরুতর লজ্জার কথা যে, এই বিশাল বাগদাদ প্রদেশের প্রধান সেনাপতি এক নগণ্য রাজপুত জাতির কাছে একবার নয়, উপর্য্যুপরি দু'বার যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে হেঁটমুখে ফিরে এসেছে! আমি জান্‌তাম না যে, বাগদাদের সেই সব সিংহের আসন এখন কয়েকটি ভীরু ফেরুপালে দখল ক'রে ব'সে আছে! জনকতক কাপুরুষ কর্ত্তৃক বাগদাদের সেই পূর্ব্ব গৌরব বিনষ্ট হ'চ্ছে!

উজীর। সেনাপতি! তোমরা যে যুদ্ধ যাত্রা ক'রেছিলে, তা'তে কি তোমাদের সৈনিকের অভাব ছিল?

তোয়াজ। না হুজুর।

উজীর। সে যুদ্ধে কি রণ সম্ভারের অকুলান হ'য়েছিল?

তোয়াজ। না হুজুর।

উজীর। সে যুদ্ধে তোমাদের অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, পানীয়ের অভাব হ'য়েছিল কি?

তোয়াজ। না হুজুর।

উজীর। তবে পরাজয় হ'ল কেন? তোমাদের শক্তির অভাব, উদ্যমের অভাব, সাহসের অভাব হ'য়েছিল বুঝ্‌তে হবে।

(সেনাপতি নিস্তব্ধ রহিলেন)

খালিফ। সেনাপতি, চুপ ক'রে রহিলে যে? উজীরের প্রশ্নের উত্তরে তোমার বক্তব্য কি?

তোয়াজ। জাঁহাপনার সম্মুখে বেশী তর্ক বিতর্ক ক'রলে বেয়াদবি করা হবে সেইজন্য নিরুত্তর হ'য়েছিলাম। খোদাবন্দ্‌! আমরা ভীরু নহি, আমরা কাপুরুষ নহি, আমরা অকর্ম্মণ্য নহি। বিগত দু'টি যুদ্ধে আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেছিলাম, আমাদের বহু সৈন্য অকুতোভয়ে মহা বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে চিরদিনের জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হ'য়েছে, আমরা অমিত তেজে শত্রু সৈন্য বিধ্বস্ত ক'রতে চেষ্টা পেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নসীবের দোষে আমরা জয়লাভ ক'রতে সমর্থ হইনি। দেওয়াল বন্দর বড়ই সুরক্ষিত, আমরা বহু চেষ্টা ক'রেও বন্দরের তীরে অবতীর্ণ হ'তে পারি নি, সেই জন্যই আমরা পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছি। রণতরি থেকে মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জ্জনে আমরা বন্দর অধিকার ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলাম, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হ'ল।

খালিফ। একটা সামান্য রাজপুত জাতির কাছ থেকে বন্দরটা অধিকার ক'রে নিতে পারলে না, এই তোমার ক্ষমতা আর এই তোমার সাহস!

তোয়াজ। রাজপুত জাতি বড় সামান্য নয় জাঁহাপনা। রাজপুত একটা জাতির মত জাতি, রাজপুতনা একটা দেশের মত দেশ। রাজপুত জাতির হৃদয়ের শোণিত কখনও শীতল হ'তে

জানেনা, রাজপুতের মাংসপেশী কখনও শিথিল হয় না। রাজপুত কখনও সহজে মরে না, মরে, আবার বেঁচে ওঠে। রাজপুতনা বীর প্রসবিনী, বীরের জন্মভূমি। সে দেশের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পাষাণের মত কঠিন, সে মৃত্তিকার নিম্নে পানী পর্য্যন্তর স্থান নেই জাঁহাপনা, পাছে মৃত্তিকা কোমল হয়! রাজপুতনা শুধু বীর সন্তান প্রসব করে, সেখানকার শিশুরা বীর, যুবকেরা বীর, বৃদ্ধেরা বীর, রাজপুতনার রমণী পর্য্যন্ত বীর। রাজপুত একটা বীরের জাতি, রাজপুতনা একটা বীরের দেশ জাঁহাপনা।

খালিফ। কাফেরের দেশে গিয়ে সেনাপতি কাফেরের ভয়ে কাফের হ'য়ে এসেছে দেখ্‌ছি। বাগদাদের মত একটা বিরাট দেশের প্রধান সেনাপতির মুখে কাফেরের বীরত্বর এত সুখ্যাতি! খালিফের প্রধান সেনাপতি হ'য়ে অগণিত সৈন্য নিয়ে কাফেরের ভয়ে ভীত হ'য়ে তুমি পালিয়ে এসেছ, এখন আবার তা'দের সুখ্যাতি তোমার মুখে ধ'রছে না! ধিক্ তোমার বীরত্বে আর শতধিক তোমার সাহসে! দু'বার তুমি যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছ, রাজপুত জাতির সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করবার আশা আর রাখ সেনাপতি?

তোয়াজ। (কুর্ণিশ করিয়া) না খোদাবন্দ্! দেওয়াল বন্দর যেরূপ সুরক্ষিত, রাজপুত যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহসী বীর, তখন সেখানে জয়লাভের আশা একটুও করিনা জাঁহাপনা।

খালিফ। ভীরু! কাপুরুষ! অপদার্থ! এই সাহস নিয়ে তুমি সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধযাত্রা ক'রেছিলে? এই শঙ্কিত মন নিয়ে তুমি জয়ের আশা হৃদয়ে পোষণ ক'রেছিলে? অকর্ম্মণ্য! তুমি

বাগদাদের প্রধান সেনাপতির পদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রেছ, তোমার দ্বারা সেনাপতির আসন কলুষিত হ'চ্ছে। তুমি বাগদাদের প্রধান সেনাপতি পদের উপযুক্ত একটুও নও।

তোয়াজ। জাঁহাপনার মেহেরবাণী আমার শিরোধার্য্য। (কুর্ণিশ করিয়া খালিফের সম্মুখে নতজানু হইয়া তরবারি রাখিয়া আবার কুর্ণিশ করিয়া উঠিয়া স্বস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন)

উজীর। তোয়াজ! সিন্ধু প্রদেশের বিরুদ্ধে আর একবার যুদ্ধযাত্রার আয়োজন ক'রে রাজপুত জাতিকে পরাজিত করবার চেষ্টা ক'রলে না কেন?

তোয়াজ। উজীর সাহেব! আমি দু'বার চেষ্টা ক'রে বেশ বুঝেছি যে, সে বিকাশমান জাতিকে দমন করবার ক্ষমতা এ বান্দার নেই। সত্যই আমি বাগদাদের প্রধান সেনাপতি পদের অযোগ্য। যে যুদ্ধে দু'বার পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছি, পুনরায় সে যুদ্ধে অগ্রসর হ'য়ে আর কলঙ্ক বহন ক'রে ফিরে আস্‌তে আমার মন স'রছে না। তাই আমি স্বেচ্ছায় জাঁহাপনার আদেশ মাথায় পেতে নিয়ে অবসর গ্রহণ ক'রছি।

খালিফ। রাজপুত জাতিকে দমন করা কি একেবারেই অসম্ভব খাঁ সাহেব?

তোয়াজ। (কুর্ণিশ করিয়া) বান্দার সেইরূপ অনুমান হয় জাঁহাপনা।

খালিফ। (সরোষে চীৎকার করিয়া) আমার এই দরবারে, এই বিশাল বাগদাদ প্রদেশে এমন সাহসী বীর কি কেউ নেই যে এই শক্তি পরায়ণ বিকাশমান রাজপুত জাতিকে ধ্বংসমুখে

প্রেরণ ক'রতে পারে? এই আরব্য পারস্যের মরুপ্রান্তরের অধিবাসীর মধ্যে এমন তেজস্বী কি কেউ নেই, যে এই দুর্দ্দম রাজপুত জাতিকে দমন ক'রে বাগদাদের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার ক'রতে পারে, আর আমাদের এই দারুণ অপমানের হাত থেকে মুক্ত করবার ভার লয়?

(মহম্মদ বিন কাশিম অগ্রসর হইয়া কুর্ণিশ করতঃ)

বিন কাশিম। যদি জাঁহাপনার অনুমতি হয় ত এ বান্দা সেই ভার গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত আছে।

খালিফ। তুমি কাশিম? তুমি রাজপুত জাতিকে দমন করবার, ধ্বংস করবার ভার গ্রহণ ক'রছ?

বিন কাশিম। আজ্ঞে হাঁ, জাঁহাপনা।

খালিফ। পারবে?

বিন কাশিম। জাঁহাপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে এ বান্দার অসাধ্য কিছু হবে না।

খালিফ। এই ত বীরের মত কথা, এই ত প্রভু ভক্তের উচিত উক্তি। এখন বুঝ্‌লাম বাগদাদে সাহসী বীরের এখনও অভাব হয় নি, এখন দেখ্‌ছি বাগদাদে রাজভক্তি, প্রভুভক্তি, দেশভক্তি এখনও আছে, মুসলমানের মনের তেজ এখনও সমানভাবে জ্ব'ল্‌ছে।

বিন কাশিম। এ শুধু জাঁহাপনার নেক্‌নজর।

খালিফ। কাশিম! আজ আমি নিজ হস্তে প্রধান সেনাপতির পবিত্র অসি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, আজ হ'তে বোগদাদের সমগ্র সৈনিকের অধিনায়ক তুমি হ'লে। এই

বিপুল বাহিনী নিয়ে তুমি সেই দুর্দ্দম রাজপুত জাতিকে ধ্বংস ক'রতে রণযাত্রা কর। তুমি এক হাতে তরবারি নিয়ে দেশজয় ক'রবে আর অপর হাতে কোরাণ ধ'রে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার ক'রবে। দেশজয় আর ধর্ম্ম প্রচার তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে জান্‌বে।

বিন কাশিম। (কুর্ণিশ করিয়া তরবারি গ্রহণ করতঃ তরবারি ও খালিফের হস্ত চুম্বন করিয়া) জাঁহাপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

খালিফ। (তোয়াজের প্রতি) খাঁ সাহেব! আজ থেকে তোমার পদে আমার জামাতা কাশিমকে নিযুক্ত ক'রলাম।

তোয়াজ। (কুর্ণিশ করিয়া) জাঁহাপনার মর্জ্জি। এ বান্দা দোস্তর নিয়োগে বড়ই খুসী।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহম্মদ বিন কাশিমের অন্তঃপুর।

(বানু বেগম)

(গীত)

চির জনমের সাধনার ধন
　　সে যে হাসি রাশি অধরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম বিনিময়ে
　　(মোরা) বাঁধা সদা চির তরে।

নয়নে নয়নে রাখিগো যতনে,
আঁখির পলকে এ ধন রতনে,
হারাই গো পাছে সদা ভয় মনে
(তাই) লুকাইয়া রাখি অন্তরে।
সুখের স্বপন ভেঙ্গে যায় পাছে
ঘুচে যায় আশা যেটুকু বা আছে
তাই দিবস রজনী ফিরি কাছে কাছে
(তারে) ধরি গো হৃদয়ে আদরে।

বানু। আমার মত ভাগ্যবতী এ দুনিয়ার মাঝে ত একজনকেও দেখ্‌তে পাই না। আমার মত চিরসুখী কেউ আছে তা'ত আমার বিশ্বাস হয় না। ছেলে বেলায় পিতার আদরে বর্দ্ধিত হ'য়েছি, আর এখন স্বামীর ভালবাসায় আমার হৃদয় ভরপুর। এমন ভালবাসা কেহ কাহাকেও দিতে পারে, আমার স্বামীর মত কেহ কাহাকেও ভালবাস্‌তে পারে, এ কিছুতেই মনে ক'রতে পারি না। না, এ কথা ঠিক নয়, এ কথাটার মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে, আমার স্বামী আমাকে যেমন ভালবাসেন, আর একজনও সেই রকম ভালবাস্‌তে জানে,—সে আমার হৃদয়। আমিও আমার স্বামীকে সেই রকম ভালবাসি। আমরা দু'জনায় সমস্ত ভালবাসাটাকে দখল ক'রে ব'সে আছি, অপরে আর ভালবাসা পাবে কোথায়? একদণ্ড আমি স্বামীর কাছছাড়া হ'লে যেন দুনিয়াটাকে অন্ধকার দেখি, হৃদয়টা যেন শূন্য হ'য়ে যায়, প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে। কেন এমন হয়? চিরজীবন আমরা এমনি প্রাণে প্রাণে মিশে থাকৃতে পারব ত? বিরহ যেন কোন দিন আমাদের এ সুখে প্রতিবাদী না হয়।—আজ আমার মন

এত চঞ্চল হ'চ্ছে কেন? মনের ভিতর থেকে একটা যেন কিসের ব্যথা জেগে উঠ্‌ছে, চোখের জল যেন ছুটে বা'র হ'তে চেষ্টা ক'রছে।—আমি একটু কাঁদি, কেঁদে দেখি প্রাণটা শান্ত হয় কিনা, কেঁদে দেখি চোখের জলে মনের বেদনা ধুয়ে যায় কিনা।

(নীরবে ক্রন্দন)

(ধীরে ধীরে বিন কাশিমের প্রবেশ)

বিনকাশিম। বানু বিবি! অমন বিমর্ষ হ'য়ে ব'সে আছ যে!

বানু। (সজল নয়নে) নাথ!—

বিনকাশিম। ও কি? তুমি কাঁদ্‌ছ?

বানু। প্রভু!—

বিনকাশিম। কি হ'য়েছে প্রিয়তমে, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? কে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছে?

বানু। আমার মনে কেউ ব্যথা দেয়নি, কি জানি কেন প্রাণটা আপনা হ'তে যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। আমার এত সুখ, তবু কেন আজ সে সুখে বিষণ্ণতা আস্‌ছে? আমার ত জীবনে কখনও এমন কান্না পায়নি।

বিনকাশিম। বুঝেছি বানু! পুষ্করিণীর সঙ্গে নদীর যেমন ভিতরে ভিতরে সংযোগ থাকে, জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্যের যেমন একটা আকর্ষণী শক্তি বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, আমার প্রাণের সঙ্গে তোমারও প্রাণের সেইরূপ সংযোগ আছে, আমাদের আত্মায় আত্মায় একটা আকর্ষণী শক্তি আছে! সেই সংযোগের আর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে আজ তোমার প্রাণ অত উতলা

হ'য়েছে। বানু বিবি! বিরহ আমাদের সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে আস্‌ছে, তাই তোমার প্রাণে এমন ব্যথা জেগে উঠেছে।

বানু। সে কি? আমাদের চির মিলনের মাঝখানে বিরহ আস্‌ছে? শুনে যে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল। আমি বিরহটাকে সাপের মত ভয় করি। সারা দুনিয়ায় বিরহ ছাড়া আর কিছুতে আমার অত ভয় হয় না। সাপের মত বিরহ আচম্বিতে এসে দংশন করে আর সারা দেহটা বিষের জ্বালায় জ্বলিয়ে দেয়। বিরহ আস্‌ছে ব'লে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, নয়?

বিনকাশিম। না বানু, তোমাকে ভয় দেখাইনি। সত্যই আমাদের কিছু দিনের জন্য বিরহ ভোগ ক'রতে হবে।

বানু। (ব্যস্তভাবে) কেন?

বিনকাশিম। জাঁহাপনা আজ আমাকে বাগদাদের প্রধান সেনাপতি পদে বরণ ক'রেছেন।

বানু। তুমি প্রধান সেনাপতি হ'য়েছ সে ত' সুখের কথা।

বিনকাশিম। (সহাস্যে) জাঁহাপনা তন্‌খা দিয়ে তাঁর কন্যার সহিত দিন রাত প্রেমালাপ করবার জন্য ত আমাকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন নি বানু!

বানু। তবে?

বিনকাশিম। আমাকে যুদ্ধ যাত্রা ক'রতে হবে, আমাকে কাফের রাজপুত জাতির উচ্ছেদ সাধন ক'রতে হবে, আমাকে দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম প্রচার ক'রতে হবে। এক দুর্দ্দম রাজপুত জাতির কাছে পূর্ব্ব সেনাপতি দু' দু'বার পরাজিত হ'য়ে ফিরে

এসেছেন, বাগদাদের সেই নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার ক'রতে আমি স্বেচ্ছায় এ ভার গ্রহণ ক'রেছি।

বানু। এ যুদ্ধে তোমার যাওয়া হবে না, এ যুদ্ধে তুমি যেতে পাবে না। আমার প্রাণ বড় কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে, চারিদিকে যেন অমঙ্গলের ছায়া দেখ্ছি, তোমার যাওয়া কিছুতেই হবে না।

বিনকাশিম। সে কি হয় বানু ?

বানু। কেন হয় না, খুব হয়। কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছছাড়া ক'রে নিয়ে যায়? আমি প্রাণ থাকতে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না। নাথ! আমার চেয়েও কি তোমার পদ-গৌরব বড় হ'ল ?

বিনকাশিম। না বানু, তোমার কাছে আমার পদ-গৌরব, আত্ম-সম্মান, যশরশ্মি অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষীণ। কিন্তু পদ-গৌরব ছাড়া আরও একটা জিনিষ আছে যা' আমার প্রাণের চেয়েও বড়।

বানু। কি সে জিনিষ ?

বিন কাশিম। সে জিনিষ হ'চ্ছে আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান, আর আমার দেশানুরাগ।

বানু। তোমার কর্ত্তব্য আর দেশ কি আমার চেয়েও বড় ?

বিন কাশিম। বুঝি বা তোমার চেয়েও বড় প্রিয়তমে!

বানু। (সজল নয়নে) নাথ—

বিনকাশিম। বানু! প্রিয়তমে! তোমার প্রাণে কি ব্যথা দিলাম ?

বানু। না প্রভু। তোমার কর্ত্তব্য আর তোমার দেশের

চেয়ে আমি বড় হবার স্পর্দ্ধা করিনা। সে স্পর্দ্ধা ক'রলে নিতান্ত নীচ স্বার্থ পরায়ণতার পরিচয় দেওয়া হবে। নারী ভালবাস্‌তে জানে, ভালবেসে সুখ পায়, প্রতিদানে কিছু আদায়ের প্রত্যাশা রাখে না, প্রেমের বিনিময়ে স্বামীকে অন্তঃসার শূন্য ক'রতে চায় না। নারীর এমন কিছু নেই যাতে সে পুরুষের হৃদয়ের সর্ব্বস্থান জুড়ে ব'সে থাকবার স্পর্দ্ধা ক'রতে পারে। তবে পুরুষের কর্ত্তব্য আছে, দেশ আছে, কর্ম্ম আছে, কিন্তু নারীর কিছু নেই, আছে শুধু একমাত্র পতি-দেবতা। আমার মন যেন এ যুদ্ধে তোমাকে যেতে দিতে বারবার নিষেধ ক'রছে, তাই আমি এ কাল-যুদ্ধে যেতে তোমাকে বিদায় দিতে পারব না। তোমার যাওয়া হবে না।

কাশিম। বানু বিবি! তুমি বাগদাদের খালিফ সাহানশাহ ওয়ালিদ শাহ বাদশাহর কন্যা হ'য়ে, মহাবীর মহম্মদ বিনকাশিমের পত্নী হ'য়ে আমাকে যুদ্ধে যেতে নিবৃত্ত ক'রছ? বীর-কন্যা তুমি, বীর-জায়া তুমি, তোমার পক্ষে এ বড় লজ্জার কথা। আমি জাঁহাপনার আদেশে শত্রু দমন ক'রতে, দেশ জয় ক'রতে, পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার ক'রতে যাচ্ছি, আমার সহধর্ম্মিণী তুমি, খোদার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা কর, যেন আমি সগৌরবে বিজয় লাভ ক'রতে পারি, যেন আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, যেন শত্রু ধ্বংস ক'রে জয়মাল্য প'রে আবার ফিরে আস্‌তে পারি। খোদা না করুন, যদি আবশ্যক হয়, যেন অন্নদাতা, নিমকদাতা প্রভুর কার্য্যে এই অসার জীবনটা হাস্‌তে হাস্‌তে দান ক'রতে পারি। প্রার্থনা কর নিমকহারাম ব'লে এক দিনের জন্যও যেন গণ্য না হই, জীবনে

কখনও যেন প্রভুর বিশ্বাস না হারাই, প্রভুর বিদ্রোহী হ'তে শয়তান যেন কোন দিন আমাকে প্রলুব্ধ না করে।

বানু। নাথ! আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বিনকাশিম। তোমার কোন্ অনুরোধ না রেখেছি বানু!

বানু। তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

কাশিম। কোথায়?

বানু। যেথানে তুমি যাচ্ছ।

কাশিম। ওঃ, (হাস্য) যুদ্ধক্ষেত্রে? (মহাহাস্য) বানু আমার চিরদিনই শিশুর মত সরল রহিল, বুদ্ধি কখনও পাকল না!

বানু। কেন, কার্য্যটা কি একেবারেই অসম্ভব?

কাশিম। (সহাস্যে) সুন্দরী যুবতী পত্নী, ইস্তাম্বুলের সুবাসিত তামাকুভরা ফরসী, আর ভরী কতক আফিম্ এই নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা ক'রলে জগৎ শুদ্ধ তাক্ লেগে যাবে। হাঁ একটা নবাবী ধরণের যুদ্ধ যাত্রা হয় বটে।

বানু। তবে কি হবে? (নীরবে ক্রন্দন)

কাশিম। কেন বানু তুমি অনর্থক মনকে উতলা ক'রছ? সামান্য কাফের দমন ক'রতে বিনকাশিমের ক'দিন লাগবে? আমি শীঘ্রই আবার ফিরে এসে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রব। এখন চল, আমার যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন ক'রে দেবে।

বানু। (সজল নয়নে) আল্লা! প্রভু!

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য।

খালিফের রঙ্গমহাল।

(খালিফ্ ও নর্ত্তকীবৃন্দের নৃত্যগীত)

(গীত)

(বঁধুয়া) পাগল কিয়া তুহার হাসি বয়ান।
তুঁহু মেরা কলিজা, তুঁহু মেরা জান।
কাহে তুম্ আঁখি ঠারি হাম্‌মে কিয়া দিকদারি,
কেয়া মিঠা বাৎ তোরি, কেয়া মিঠা গান।
আঁখ্‌মে তেরি রূপ পিয়া দিল্ হাম্‌কো বিগড় গিয়া,
ধরম্ করম্ লুট্ লিয়া মেরা সরে না জবান্।

খালিফ। কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! বড়িয়া খাপসুরৎ, বড়িয়া খাপসুরৎ! "বঁধুয়া, পাগল কিয়া তুহার হাসি বয়ান," তোফা, তোফা! আচ্ছা গান গেয়েছ বাইজীরা, দিল্‌খানা যেন কেড়ে নিয়েছ। "কাহে তুম্ আঁখি ঠারি, হাম্‌মে কিয়া দিক্‌দারি, কেয়া মিঠা বাৎ তোরি, কেয়া মিঠা গান," তোফা, তোফা, বড়িয়া মিঠা। এই বাঁদি সরাব লে আও, দারু ঢাল্ দেও। (মদ্যপান)

(বেগমের প্রবেশ)

বেগম। আবার সরাব খাচ্ছেন? দিনরাত কামাই নেই! বয়স কালে যা ক'রেছেন শোভা পেয়েছে, এখন কি ভাল দেখায়, না শরীরে সয়?

খালিফ। কে, বেগম সাহেবা! সরাব আর সুন্দরী জীবনের আয়ু দেড়া বাড়িয়ে দেয়। এই দুইটা চিজ্ জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এ দুইই আমার হরদম্ চাই।

বেগম। জনাবের হারেমে সুন্দরীর অভাব নেই, কত সুন্দরী এল, গেল, আবার আসছে, আমি এক দিনের জন্যও হিংসা করিনি বা মনে কষ্ট পাইনি। কিন্তু সরাবে যে জাঁহাপনার শরীর ক্রমশঃই খারাপ ক'রছে। দিনরাত এমন দারু পান ক'রলে কি শরীর টেঁকে?

খালিফ। সরাবে শরীরের তেজ দশগুণ বেড়ে যায় বিবি সাহেব, দশগুণ বাড়ে। সরাবের জোরেই শরীর টেঁকে আছে।

(পুনরায় মদ্যপান)

বেগম। কাশিম নাকি যুদ্ধযাত্রা ক'রছে?

খালিফ। ক'রছে ত, এখন যুদ্ধ জয় ক'রতে পারলে বুঝি।

বেগম। প্রধান সেনাপতি পদচ্যুত হ'য়েছে?

খালিফ। অকর্ম্মণ্য, অকর্ম্মণ্য! সেটা কাপুরুষ, ভীরু!

বেগম। তোয়াজখাঁ যে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছে, সে বিপদের আবর্ত্ত মধ্যে কাশিমকে না পাঠালে হ'ত না?

খালিফ। কেন, কাশিমের কি শেষে প্রাণে ভয় হ'য়েছে নাকি?

বেগম। না, কাশিমের মুখে আমি কোন কথা শুনিনি, বানু ব'ল্‌ছিল।

খালিফ। বুঝেছি, কাশিমের মনে এখন ভয় হ'য়েছে তাই পরিবারকে দিয়ে অনিচ্ছা জানিয়েছে। সব অপদার্থ, কাপুরুষ!

(বানু বিবির প্রবেশ)

বানু। না বাপ্‌জান! তিনি অপদার্থ নন, আমার স্বামী

কাপুরুষ নন। তিনি জাঁহাপনার কার্য্যে জাহান্নমে যেতেও সর্ব্বদা প্রস্তুত।

খালিফ। তবে?

বানু। কি যেন কি অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার প্রাণ বড় কেঁদেছে, তাই আমিই মাকে এ কথা ব'লেছিলাম। আমার স্বামী এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

খালিফ। কুসংস্কার, তোমার মনের কুসংস্কার। কাশিমের মনে সাহস থাকলে রাজপুত জাতিকে দমন ক'রতে তা'র একটুও বেগ পেতে হবে না। তোয়াজখাঁ কাপুরুষ তাই যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছে। কাশিম তোয়াজখাঁ নয়, কাশিম হ'চ্ছে খালিফের জামাতা। (মদ্যপান)

বানু। বাবা!

খালিফ। কি?

বানু। হিন্দুস্থানটা কি রকম বাবা?

খালিফ। হিন্দুস্থানটা শুনেছি একটা খানাপিনার দেশ; খোদা মর্ত্ত্যে যেন বেহেস্ত বানিয়ে রেখেছেন! সেখানে গাছে গাছে শুনেছি খানা তৈরী আছে আর পানীয়ের জন্য শত শত স্রোতস্বতী ব'হে যাচ্ছে। সে দেশের লোক নাকি খাদ্যের অভাবে কখনও কষ্ট পায় না, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরে না; খোদা তাদের জন্য থরে থরে খানা পানি সাজিয়ে রেখেছেন। হিন্দুস্থানের প্রকৃতিভাণ্ডারে শুনেছি যে খাদ্য সঞ্চিত আছে, সে খাদ্যের প্রতি যদি অপরের লুব্ধ দৃষ্টি না পড়ে ত হিন্দুরা সে অফুরন্ত খাদ্য যুগ যুগান্তর ধ'রে খেয়েও কণামাত্র শেষ ক'রতে পারবে না।

হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা কাফের, তা'রা পুতুল পূজা করে, পুতুল পূজাই তা'দের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের প্রতি তা'দের এম্নি অন্ধবিশ্বাস যে, তা'রা জীবনের প্রতি কার্য্যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য ক'রে চলে! এমন কি, শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ ক'রতেও ধর্ম্মের দোহাই মানে, পরম শত্রুকে করতলে পেয়ে ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে ছেড়ে দেয়। তা'রা কেউ কাউকে অবিশ্বাস ক'রতে জানে না, কেউ কাউকে সন্দেহ করে না, সবাই যেন তা'দের আপনার, তা'রা যেন সকলের ভাই ভাই। সে দেশে আমাদের এই পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচার ক'রতে না পারলে কাফেরদের এই অন্ধবিশ্বাস দূর হবে না, তা'রা বুঝ্তে পারবে না যে, নিজের ভাইও শত্রু হ'তে পারে, তা'রা জান্‌বে না যে, শঠের সঙ্গে শাঠ্য করাই ধর্ম্ম। হিন্দুস্থান ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা ঘোর অন্ধকারে প'ড়ে রয়েছে, সেখানে ইস্লাম্ ধর্ম্মের বাতি জ্বালাতে হবে, তবে সে দেশ আলোকে আস্‌বে। সেই আলো জ্বালাতে কাশিমকে পাঠাচ্ছি। (মদ্য পান)

বানু। বাপ্‌জান!

খালিফ। ব'লে ফেল।

বানু। আমার সেই হিন্দুস্থানটা একবার দেখ্তে বড় সাধ হ'য়েছে।

খালিফ। তা' কাশিম হিন্দুস্থান জয় ক'রে ফিরে এলে সেই বিজিত দেশে তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যাবে।

বানু। সে ত' অনেক দেরী বাবা!

খালিফ। বেশী দেরী কি? হিন্দুস্থান জয় ক'রতে বেশী দেরী হবে কেন?

বানু। (মুখ নীচু করিয়া) এই ত এঁরা হিন্দুস্থানে যাচ্ছেন, এই সঙ্গে আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন না বাবা!

খালিফ। এই যুদ্ধ যাত্রার সঙ্গে? হা হা হা হা, (হাস্য) বানু চিরকালই যে ছেলে মানুষ সেই ছেলে মানুষই রহিল!

বানু। (স্বগত) সেই এক কথা! আমি ত এমন কিছু অসম্ভব দেখ্‌ছিনা যে, ছেলে মানুষ ব'লে উড়িয়ে দিতে হবে! আশা দেখ্‌ছি পূর্ণ হ'লনা! (প্রকাশ্যে) তবে এখন যাওয়া হবে না বাবা?

খালিফ। তা কি হয়? এখন কাশিম যুদ্ধ জয় ক'রতে যাচ্ছে, যুদ্ধে কি পত্নী সঙ্গে নিয়ে বিলাস উপভোগ ক'রতে যায়? সেখানে কত বিপদের মুখে পড়তে হবে, অসহনীয় কষ্ট সহ্য ক'রতে হবে, কত শত্রু নিপাত ক'রতে হবে, সেখানে কি তোমার যাওয়া চলে?

বানু। (স্বগত) সেই জন্যই ত আমি যেতে চাই। তিনি যখন বিপদে পড়বেন, আমি বুক পেতে দিয়ে সে বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার ক'রব, তিনি যখন কষ্ট ভোগ ক'রবেন, আমি দু'হাত দিয়ে তাঁর সকল কষ্ট দূর ক'রে দেব, তিনি যখন শত্রুর হাতে পড়বেন, আমি সেই শত্রু নিধন ক'রে তাঁকে মুক্ত ক'রব। তা'তো কেউ বুঝ্‌বে না, সেই এক কথা,—ছেলেমানুষ!

খালিফ। দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছ কি? এখন আর বিরক্ত ক'র না, তোমার ঘরে যাও। যুদ্ধ জয়ের পর তোমার হিন্দুস্থান দেখ্‌তে যাওয়ার সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে।

(সজল নয়নে বানু বিবির প্রস্থান)

বেগম। তখন যা'বার জন্য ত বানুর এখন থেকেই ঘুম হবে না!

খালিফ। কেন? হিন্দুস্থান দেখ্‌বার সাধ হ'য়েছে, এখন আর তখন কি?

বেগম। হায়রে পুরুষের মন! এটা বুঝ্‌তে পারলেন না জাঁহাপনা! নারীর কোন্‌খান্‌টায় ব্যথা, তা' অন্য নারী যেমন বুঝ্‌তে পারে, আপনারা পুরুষ, সে ব্যথা বুঝ্‌বার আপনাদের শক্তি কোথায়? পুরুষ নারীর মনের উপরটা দেখে যা হয় একটা সিদ্ধান্ত করে, সে মনের অভ্যন্তরে কি আছে তা যদি দেখ্‌তে পারবার শক্তি পুরুষের থাকৃত, নারীদের তা হ'লে এত কষ্ট পেতে হ'ত না!

খালিফ। নারীদের উপর খোদার অভিশাপ আছে, তা'দের কষ্ট কখনও দূর হবে না, প্যান্‌প্যানানি ঘ্যান্‌ঘ্যানানি তাদের চিরকাল থাকৃবে। বানুর ব্যথাটা কি বেগম সাহেবা?

বেগম। বিরহ জাঁহাপনা, বিরহ। বানু জামাইকে একা ছেড়ে দিতে চায় না।

খালিফ। ওঃ, বিষম রোগ দেখ্‌ছি।

(মদ্যপান)

চতুর্থ দৃশ্য।

বিনকাশিমের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(বিন কাশিম ও বানুবেগম। বানুবিবি স্বহস্তে বিন কাশিমকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া দিতেছেন)

কাশিম। কাজটা তোমার ভাল হয়নি বানু।

বানু। কেন?

কাশিম। জাঁহাপনা হয়ত আমাকে অপদার্থ, কাপুরুষ মনে করেছেন। তিনি হয়ত মনে ভাব্‌বেন আমি দরবারে সাময়িক উত্তেজনায় যুদ্ধ যাত্রা ক'রতে স্বীকার হ'য়ে শেষে ভয় পেয়েছি।

বানু। জাঁহাপনার মনে সে রকম কোন ধারণা হ'য়ে থাক্‌লেও আমার কথায় তা' দূর হ'য়েছে। আমি তাঁ'কে আমার হিন্দুস্থান দেখ্‌বার সাধ জানিয়েছিলাম, তা'তে তিনি হিন্দুস্থান জয়ের পর আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রবেন বলেছেন। তিনি বেশ বুঝেছেন হিন্দুস্থানে যাওয়ার আমিই অভিপ্রায় করেছি, এ সম্বন্ধে তুমি কিছুই জাননা।

কাশিম। নবাব বাদশাহ রাজা মহারাজার মনের কথা বলা যায় না বানু, তাঁদের মনের ভাব বুঝা বড় শক্ত। একটা ধারণা ঠিক ক'রে ব'স্‌লে সেটাকে বদল ক'রতে তাঁদেরও বেশ বেগ পেতে হয়। সহজ-বিশ্বাস নবাব বাদশাহর মনে স্থান পায় না। সেখানে আছে শুধু সন্দেহ, আর আছে অবিশ্বাস।—যাক্‌, বানু! প্রিয়তমে!

বানু। (সজল নয়নে) নাথ!—

কাশিম। ও কি, আবার তোমার চ'খে জল প্রিয়তমে? বানু, ক'দিন থেকে অনেক কেঁদেছ, এখনও তোমার চোখের জল ফুরাল না! খোদা তোমার ঐ নয়ন কোণে কত জল মজুত ক'রে রেখেছেন প্রাণেশ্বরি?

বানু। নাথ! আমার এ চোখের জল এখনই শেষ হবে? যতদিন তুমি আমার কাছ ছাড়া হ'য়ে থাক্‌বে, যতদিন তোমার এই শ্রীচরণ দর্শনে আমি বঞ্চিত থাক্‌ব, যতদিন দারুণ বিরহ আমাদের ভোগ ক'রতে হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি মর্ম্মান্তিক জ্বালায় আকুল প্রাণে কাঁদ্‌তে থাক্‌ব, দিনরাত কেঁদেও এ পোড়া চোখের জল ত শেষ হবে না প্রিয়তম! এ তো চোখের জল নয় প্রভু, এ যে প্রাণের রক্ত। মর্ম্মান্তিক কষ্টে, দুর্ব্বিসহ বেদনায় হৃদয়ের শোণিত বিকৃত হ'য়ে অশ্রুরূপে নির্গত হ'চ্ছে, অন্তর যে শূন্য হ'য়ে যাচ্ছে। হৃদয় আমার খালি হ'য়ে গেছে প্রিয়তম!

কাশিম। বানু! কেন তুমি অনর্থক একটা অমঙ্গল, একটা দুশ্চিন্তা কল্পনা ক'রে মন প্রাণ বিষাদময় ক'রে তুল্‌ছ?

বানু। কেন জানিনা, মন আমার সর্ব্বদাই কি এক আশঙ্কায় যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। মনের মধ্যে একটা কি বিষম বিপদের, মহা অমঙ্গলের যেন ছায়া পড়েছে। কে যেন আমার কানে কানে তোমাকে ছেড়ে দিতে একান্ত নিষেধ ক'রছে। আমার বুঝি সকল সুখ শেষ হ'য়ে গেল!

কাশিম। না বানু, আমি যেমন হাস্‌তে হাস্‌তে রণজয় ক'রতে যাচ্ছি, তেমনি অল্প দিনের মধ্যেই জয়লাভ ক'রে আবার

হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এসে তোমাকে আমার শ্রান্তিময় বক্ষে তুলে নিয়ে শান্তিলাভ ক'রব। বিরহ-নিশার অবসানে মিলন-রবি উদিত হ'য়ে আমাদের বিষাদাচ্ছন্ন মন প্রাণ আবার আলোকিত ক'রবে। নব-মিলনের সুখস্পর্শে আমাদের মৃতপ্রায় দেহ মন আবার এক নবীন তেজে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌বে। বীরজায়া তুমি, খোদার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা কর যেন আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

বানু। এক দিকে নয়নের অসার অশ্রু, আর এক দিকে জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য। এ শুভ যাত্রাকালে সেই অসার অশ্রু পতন ক'রে তোমার কর্ত্তব্য পথ আর পিছিল ক'রব না, অনর্থক ফোটা কতক তপ্ত আঁখিজল ফেলে তোমার অমঙ্গল ডেকে আন্‌ব না, তোমার চোখের সম্মুখে বিষণ্ণতা উপস্থিত ক'রে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ বীরের হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আর বিচঞ্চল ক'রব না। এস বীর, এস প্রভু, এস দেবতা, আজ আমি স্বহস্তে যে মস্তকে এই উষ্ণীষ বেঁধে দিলাম, সেই মস্তকে জয়ের মুকুট পরিধান ক'রে বিজয়-গর্ব্বে ফিরে এস। (মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করণ) আজ কটিতটে যে তরবারি বেঁধে দিলাম, সেই শাণিত কৃপাণে শত্রুধ্বংস ক'রে তোমার যশের পথ পরিষ্কার ক'র। রণাবসানে শ্রান্ত হৃদয়ে যখন বিশ্রাম ক'রবে, তখন অভাগিনী বানুকে একবার স্মরণ ক'র, স্থির জেনো আমি তখন খোদার কাছে সজল নয়নে আকুল প্রাণে তোমার বিজয় প্রার্থনা জানাচ্ছি।

কাশিম। বানু! হৃদয় সর্ব্বস্ব! তোমার প্রার্থনা যেন সফল হয়। খোদার মর্জ্জি হ'লে নিমকদাতা প্রভুর কার্য্যে এ নশ্বর

জীবন যেন হাস্‌তে হাস্‌তে দান ক'রতে পারি। যেখানে যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন, তুমি আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার ক'রে আমার নয়ন সমক্ষে ভাস্‌তে থাক্‌বে। তোমারই মধুর স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক ক'রে আমি কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হ'লাম। তুমি একটুও মন খারাপ ক'রনা বানু, আমি শীঘ্রই ফিরে এসে তোমাকে আমার হৃদয়ে ধারণ ক'রব। রণযাত্রার সময় অতীত হ'য়ে যাচ্ছে, এখন আসি প্রাণেশ্বরী!

বানু। হাঁ এস। খোদা তোমার মঙ্গল বিধান করুন, তোমাকে শত বিপদ থেকে রক্ষা করুন। উঃ! তোমাকে বিদায় দিতে প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছে।

(গীত)

হৃদয় কমল দল মথিয়া চরণ তলে,
যাও যাও যাও সখা স্নিগ্ধ হ'য়ে আঁখি জলে।
নীরব এ অশ্রু রাশি, অধরের ক্ষীণ হাসি
বিপদে বিপথে তব জাগাইবে স্মৃতি দলে।
অক্ষয় কবচ সম মঙ্গল কামনা মম
রক্ষিবে বিপদে তব, লহ প্রভু ধর গলে।

(গীত হইতে হইতে বিন কাশিম বানু বেগমের প্রতি ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

পঞ্চম দৃশ্য।

গভীর অরণ্য—দূরে ভগ্ন মসজিদ।

(গফুর সেখ)

গফুর। ঐ ত দূরে ভগ্ন মসজিদ দেখা যাচ্ছে। এই নির্জ্জন বনমধ্যে কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ব্ব-সেনাপতি তোয়াজ খাঁ আমাকে একাকী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অনুরোধ করেছেন তা' ত বুঝ্‌তে পারছিনা। নগরের এত স্থান থাক্‌তে, এই গভীর অরণ্য তাঁর এত পছন্দ হ'ল? বুদ্ধির তারিফ ক'রতে হয় বটে! এ দিকে গাটা ত' ছম্ ছম্ ক'রছে! কি গভীর জঙ্গল! এখানে মা ব'লতেও নেই, বাপ ব'লতেও নেই! সাধ্য পক্ষে এখানে আস্‌তে আছে! পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলেন, তাঁবে অনেক দিন কাজ ক'রেছি, এখনও মনিব ব'লে মান্‌তে হয়, কাজেই এই দুর্গম স্থানে একা আস্‌তে স্বীকার ক'রতে হ'য়েছে। কি মতলব তা'তো বুঝ্‌তে পারছিনা। এইখানে এলেই সব জান্‌তে পারব ব'লেছেন, দেখাই যাক্। বড় ভুল হ'য়ে গেছে, নিরস্ত্র হ'য়ে এই গভীর অরণ্যে আসা উচিত হয় নি। তাড়াতাড়িতে এ কথাটা মনে পড়ে নি। কা'র মনে কি আছে কে জানে? নিরস্ত্রভাবে কোন দিন কোন থানে যাইনে, আর আজ হাতিয়ারটা পর্য্যন্ত নিয়ে আস্‌তে ভুল হ'য়ে গেল! কাজটা ঠিক হয় নি, অদৃষ্টে কি ঘট্‌বে কে জানে? হাতে কোন রকম এক খানা অস্ত্র থাক্‌লে গফুর সেখ এ দুনিয়ায় কাউকে বড় একটা ডরায় না। দেখা যাক্ খোদার মর্‌জি কি হয়।

(তোয়াজ খাঁর প্রবেশ)

তোয়াজ। এই যে গফুর, এসেছ? বেশ, তোমার সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে।

গফুর। তা' এই জঙ্গলের বহর দেখে বেশ বুঝ্তে পেরেছি! গোপনীয় কথা নহিলে এমন গভীর অরণ্যে কেউ সাধ ক'রে আসে!

তোয়াজ। প্রাণে ভয় পেয়েছ না কি গফুর?

গফুর। না, ভয় পাইনি, তবে গাটা একটু ছম্ ছম্ ক'রেছিল বটে। মাথার চুলগুলো একটু সোজা হ'য়ে উঠেছিল মাত্র।

তোয়াজ। গফুর, একদিন তুমি আমার অধীনে কার্য্য ক'রেছিলে?

গফুর। ক'রেছিলাম বৈ কি।

তোয়াজ। একদিন আমি তোমার মনিব ছিলাম?

গফুর। আজ্ঞে ছিলেন বৈ কি।

তোয়াজ। একদিন আমার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'রতে প্রস্তুত ছিলে?

গফুর। অস্বীকার ক'রতে পারি না।

তোয়াজ। আজ আমার সেই মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে, তোমার কাছে তা'র প্রতিকার চাই।

গফুর। আজ্ঞা করুন।

তোয়াজ। যদিও আজ আমি আর সেনাপতি নই, যদিও তোমার উপরিতন কর্ম্মচারী ব'লে আজ আর আমার কোন দাবী নেই, তবু একদিন তোমার মনিব ছিলাম, একদিন তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব ক'রেছি, একদিন তুমি আমার অধীন ছিলে, সেই পূর্ব্ব পদ-

গৌরবের খাতিরে, সেই পূর্ব্ব কর্তৃত্বের দাবীতে তোমার কাছে আমার এই নষ্ট গৌরবের প্রতিকার প্রার্থনা ক'রছি। তুমি আমার আজ্ঞাবহ বিশ্বাসী অনুচর ছিলে, তোমার উপর আমার এ দারুণ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের ভার অর্পণ ক'রছি।

গফুর। কা'র উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রতে হবে?

তোয়াজ। যে আমার এই অপমানের নিমিত্ত ভাগী হ'য়েছে।

গফুর। কে সে?

তোয়াজ। বুঝ্‌তে পারলে না? তোমাদের নবীন সেনাপতি বিনকাশিম।

গফুর। নবীন সেনাপতির উপর, কি প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রতে হবে খাঁ সাহেব?

তোয়াজ। বিনকাশিমের উচ্ছেদ সাধন ক'রতে হবে, বিন-কাশিমের অস্তিত্ব লোপ ক'রতে হবে।

গফুর। মাপ ক'রবেন খাঁ সাহেব, আপনি এ গুরুতর ভার অর্পণের উপযুক্ত পাত্র ঠিক বাছাই ক'রতে পারেন নি। আপনার নির্ব্বাচনে একটা মস্ত গলদ হ'য়েছে।

তোয়াজ। কেন, তোমার দ্বারা এ সামান্য কার্য্য, মুনিবের একটা উপকার সাধন কি একেবারেই অসম্ভব?

গফুর। কথনও কি এ বান্দাকে নিমকহারামি ক'রতে দেখেছেন? প্রভুর কার্য্যে প্রাণ দিবার জন্য বান্দা সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়িয়েছে, প্রভুর প্রাণ লওয়ার কথা ত কখনও স্বপ্নেও মনে উদয় হয় নি। আমি মনিবকে প্রাণ দিতে জানি, মনিবের প্রাণ নিতে জানি না।

তোয়াজ। আমি কি তোমার মনিব নহি ?

গফুর। একদিন ছিলেন বটে, তা'র জন্য যদি আবশ্যক হয় ত আমার প্রাণটা হাস্‌তে হাস্‌তে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি। কিন্তু, একদিন মনিব ছিলেন সেই খাতিরে অন্যায় কার্য্যে, মহাপাতকে প্রবৃত্ত হ'তে পারিনে। বিন কাশিম এখন আমার প্রভু, আমার প্রভুর বিরুদ্ধে যে এমন ভীষণ ষড়যন্ত্র ক'রতে পারে, সে যেই হোক্ না, আমার বধ্য।

তোয়াজ। বিন কাশিম মাত্র দু'দিন সেনাপতি হ'য়েছে, আর আমি এতদিন ধ'রে তোমার প্রভু ছিলাম, আজ অদৃষ্ট দোষে পদচ্যুত হ'য়েছি ব'লে বিন কাশিমের সম্মান তোমার কাছে আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হ'ল ?

গফুর। খোদার মর্জ্জি খাঁ সাহেব, খোদার মর্জ্জি। আমরা সাহান শাহ বাদশাহ খালিফের দাসানুদাস, তিনি যখন যা'কে আমাদের মনিব সাজাচ্ছেন, আমরা তাঁকেই মনিব মেনে নিয়ে চল্‌ছি। এখন আর অভিমান ক'রে কি হবে খাঁ সাহেব ? এ পাপ কল্পনা ত্যাগ ক'রে মন খাঁটি করুন। কাজ ত মিটেছে, এখন আস্‌তে পারি খাঁ সাহেব ?

(প্রস্থানোদ্যত)

তোয়াজ। (সবলে গফুরের হস্ত ধারণ করিয়া) যাবে কোথায় ? একদিন তোমার মনিব ছিলাম ত বটে, এখন প্রাণটা আমার হাতে তুলে দিয়ে যেতে হ'চ্ছে। কেমন, রাজী ?

গফুর। না বাবা, এত সহজে রাজী নহি। বিনা আবশ্যকে, শুধু শুধু প্রাণটা দিতে বড় মায়া হ'চ্ছে। ছেড়ে দিন, সোজা চ'লে যাই।

তোয়াজ। তা' হবে না, এখান থেকে তোমার ফিরে যাওয়া হবে না। তুমি ফিরে গেলে আমার এ ষড়যন্ত্রের একজন সজীব সাক্ষী থেকে যাবে। হয় তুমি আমার এ প্রতিহিংসা সাধনের সহায় হবে, না হয়ত, তোমার প্রাণটা এখানে রেখে যাবে। এ দুই প্রস্তাবের কোন্ বিষয়ে তুমি স্বীকার ?

গফুর। একটাতেও স্বীকার নহি।

তোয়াজ। আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার তুমি আশা কর ?

গফুর। খোদার মর্জ্জিতে সবই সম্ভব হয়। আজ আমি নিরস্ত্র ভাবে এসেছি, তাই একটু চিন্তিত হ'তে হ'চ্ছে, নহিলে তোমার মত তোয়াজ খাঁকে আমি থোড়াই তোয়াক্কা করি। নিরস্ত্র হ'লেও তোমাকে রীতিমত আহত ক'রে তবে মরব, এ ক্ষমতা, এ সাহস গফুর সেখের বিলক্ষণ আছে।

তোয়াজ। যদি মরতে এত সাধ হ'য়ে থাকে ত' মর।

(গফুর সেথকে আক্রমণ ও উভয়ের মল্ল যুদ্ধ। সুযোগমত তোয়াজ খাঁ গফুর সেথকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত)

গফুর। তুমি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ ক'রছ, কি ব'লব আজ আমি নিরস্ত্র—

(বেগে বিন কাশিমের প্রবেশ)

কাশিম। ভয় নেই গফুর, আমি তোমাকে অস্ত্র প্রদান ক'রছি। ধর এই কৃপাণ।

(গফুরকে তরবারি প্রদান)

গফুর। খোদা! খোদা! একি তোমার দয়া! দোহাই আল্লা! দোহাই প্রভু!

তোয়াজ। ভালই হ'য়েছে, আজ প্রভু ভৃত্য উভয়কে কবলে পেয়েছি, এক সঙ্গে দু'জনকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছি।

কাশিম। খাঁ সাহেব! আমার এ তুচ্ছ প্রাণের উপর তোমার এত লোভ পড়েছে কেন?

তোয়াজ। তুমি আমার গৌরব নষ্ট করেছ, তুমি আমার মহা অপমানের কারণ হয়েছ, তুমি আমার উন্নত শির অবনত করেছ। আমিও তোমার ঐ উদ্ধত শির মাটীর ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে ফেল্‌তে চাই, আমি তোমার উষ্ণ শোণিতে আমার দারুণ অপমান ধুয়ে ফেল্‌তে চাই।

কাশিম। খাঁ সাহেব, এখন দেশের এই দুর্দ্দিনে মান অপমান ভুলে যাও, সঙ্কীর্ণ হৃদয় প্রশস্ত কর, হিংসা দ্বেষ বিস্মরণ হও। এখন সবাই সবাইকে ভাই ব'লে ডাক, ভাই ভাই এক হ'য়ে দেশের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ কর, ভাই ভাই হাত-ধরাধরি ক'রে একমন একপ্রাণ নিয়ে একই পথে অগ্রসর হও।

তোয়াজ। তুমি আমার দুষমণ। আগে দুষমণকে পথ থেকে সরাই, তারপর তোমার উপদেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে।

(তোয়াজ খাঁ বংশীধ্বনি করিবামাত্র আটজন সশস্ত্র ব্যক্তি বিন কাশিম ও গফুর সেখকে ঘিরিয়া ফেলিল)

কাশিম। বিষম ষড়যন্ত্র দেখ্‌ছি। ভেবেছিলাম রণযাত্রা ক'রেছি, এ শুভ সময়ে স্বজাতি হত্যা ক'রে অশুভ ডেকে আন্‌ব না, স্বজাতি শোণিতে এ পবিত্র অসি কলঙ্কিত ক'রব না, কিন্তু উপায় নাই। অনিচ্ছায় স্বজাতি নিধনে, ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত হ'তে হ'ল। খোদা! আমার এ অনিচ্ছাকৃত পাপ ক্ষমা ক'র। আয়

পাপিষ্ঠগণ, একা বিন কাশিম দেহে কত শক্তি ধরে পরীক্ষা কর্।

(বেগে অসি ঘূর্ণন ও যুদ্ধ)

(বহু রক্ষী সহ খালিফের প্রবেশ)

খালিফ। এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণকে শীঘ্র বন্দী কর। কাশিম! স্থির হও। আমি পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাই স্বচক্ষে দেখেছি ও স্বকর্ণে শুনেছি। তোমার বীরত্বে মহা সন্তুষ্ট হ'লাম। উপযুক্ত পাত্রে বাগদাদের প্রধান সেনাপতিত্বর ভার অর্পণ করা হ'য়েছে। গফুর! তোমার ব্যবহারে, তোমার বীরপনায় বিশেষ মুগ্ধ হ'য়েছি। এ সাধুতার, এ উন্নত হৃদয়ের পুরস্কার তুমি আমার কাছ থেকে শীঘ্রই পাবে। যাও প্রহরী, দুর্ব্বৃত্ত তোয়াজ খাঁ ও তা'র অনুচরদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে আপাততঃ কারাগারে নিক্ষেপ কর গে। পরে বিচারে উহাদের রীতিমত শাস্তি দেওয়া হবে।

(বিন কাশিম, গফুর সেথ প্রভৃতির খালিফকে কুর্ণিশ করণ, তোয়াজ খাঁ ও তৎ অনুচরদিগকে রক্ষীগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দেওয়াল (দেবল) বন্দরের তীরভূমি।

[অন্ধকার রাত্রি, দূরে নদীবক্ষে কয়েকখানা জাহাজ।

তীরে বিনকাশিম ও গফুর সেখ দণ্ডায়মান]

কাশিম। কৈ গফুর, বন্দর তীরের সঙ্কেত স্থান ত' বেশ ক'রে দেখা গেল, কাহাকেও ত দেখ্‌তে পেলুম না।

গফুর। তাইত দেখ্‌ছি হুজুর।

কাশিম। এইখানে এম্‌নি সময়েই ত বন্দর অধ্যক্ষ রতন সিংহ উপস্থিত থাক্‌বেন তোমাকে ব'লেছিলেন ?

গফুর। তাঁর কথার ভাবে ত সেই রকমই বুঝেছিলাম হুজুর।

কাশিম। তা' কৈ কেউ ত নেই। কোন রকম দুরভিসন্ধি নয় ত ? আমাদের কোন রকম বিপদে ফেল্‌বার জন্য বন্দর-অধ্যক্ষ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেনি ত ? এই ঘোর অন্ধকারে, এই নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে, এই সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে, অজ্ঞাতচরিত্র ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে এমন নিঃসহায় ভাবে দু'জনে উপস্থিত হ'য়ে ভাল করেছি কি না বুঝ্‌তে পারছি না। জাহাজ থেকে বন্দরে সৈন্য নামাতে না পারলে আমাদের সকল উদ্দেশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিযানের মত ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। যেমন ক'রেই হোক্ সৈন্যগণকে তীরে নামান চাই। জলযুদ্ধে দেওয়াল বন্দরের

বিন্দুমাত্র ক্ষতি ক'রতে পারা যাবে না। বন্দর অধ্যক্ষর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হ'লে তাঁ'র মনের ভাব বুঝ্‌তে পারতাম।

গফুর। বন্দর অধ্যক্ষ রতন সিংহর সঙ্গে যে কথা হ'য়েছে, তা'তে ত আমাদের প্রতি তাঁর কোন রকম অসদভিপ্রায় বুঝ্‌তে পারলাম না। কথার ভাবে এই পর্য্যন্ত বুঝেছি যে, তাঁর মনে কি একটা প্রতিহিংসা জাগৃছে, তারই উত্তেজনায় তিনি সবই করতে পারেন। একটা কি দুরাকাঙ্খা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যা'তে তিনি রাজ্যটা জাহান্নমে পাঠাতেও কুণ্ঠিত নন।

কাশিম। দৈব যতক্ষণ দেশের অধিবাসীর মনে অসন্তোষ না জাগাচ্ছেন, শয়তান যতক্ষণ সেই অসন্তুষ্ট চিত্তে আশ্রয় গ্রহণ না ক'রছে, দুরাকাঙ্খা যতক্ষণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত মিলিত না হ'চ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে দেশ শত্রু-করতলগত হবার আশা নেই। যেখানে রাজ্য শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে, তা'র মূলে বিশ্বাসঘাতক আছে ; যেখানে দেশ শত্রু হস্তে নিপীড়িত হ'য়েছে, তা'র অভ্যন্তরে অকৃতজ্ঞের দুরাশা নিহিত আছে ; যেখানে দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল পরেছে, সেখানেই স্বদেশদ্রোহী, রাজদ্রোহীর কলঙ্কিত হস্তের কৃতীত্ব বিদ্যমান আছে।

গফুর। রতন সিংহর মনে দেশের উপর সেই রকম একটা বীতরাগ জন্মেছে তাঁ'র কথাতেই বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। তাঁর আবাসে সকল কথাবার্ত্তার সুবিধা হবে না ব'লে এই নিস্তব্ধ নিশীথে এই নির্জ্জন বন্দর তীরে সাক্ষাৎ ক'রবেন বলেছেন। তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন, একটু অপেক্ষা ক'রে দেখা যাক্।— কে ও ?

(রতন সিংহের প্রবেশ)

রতন। আস্তে, অত জোরে কথা ক'য়ো না। ভয় নেই গফুর, আমি বন্দর অধ্যক্ষ রতন সিংহ।

গফুর। সেলাম সিংহজী, সেলাম। ইনিই আমাদের প্রধান সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিম।

কাশিম। সেলাম বন্দেগী, সেলাম আলেকম্। আপনার সাক্ষাৎ লাভ ক'রে জীবন ধন্য হ'ল।

রতন। সেলাম সেনাপতি।

(পরস্পর পরস্পরকে সেলাম করণ)

কাশিম। আমরা অনেকক্ষণ ধ'রে আপনার আগমন প্রতীক্ষায় এখানে অপেক্ষা ক'রছি, অপনার আস্‌তে বোধ হয় কিছু বিলম্ব ঘটেছে।

রতন। বড় গুরুতর দায়ীত্ব মাথায় ক'রে, নিজের জীবনকে মহা বিপন্ন ক'রে এখানে এসেছি, কাজেই সকল দিক বেশ ক'রে দেখে, বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন ক'রে তবে আস্‌তে হয়েছে, তা'তে একটু বিলম্ব হ'য়ে থাকৃতে পারে। যে কার্য্যে অগ্রসর হ'য়েছি তা'তে বিপদের অন্ত নেই।

কাশিম। আপনি আমাদের সহায় হ'লে আপনার কোন ভয় নেই, আমরা আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ক'রব।

রতন। আপনারা আমার কাছ থেকে, কি সাহায্য চান?

কাশিম। দূরে ঐ জাহাজে আমাদের যে সমস্ত সৈন্য আছে তা'রা যা'তে নির্ব্বিঘ্নে বন্দরে অবতীর্ণ হ'তে পারে এই সাহায্য আপনার কাছে আমরা প্রার্থনা করি।

রতন। বিনিময়ে আমাকে কি প্রদান করবেন?

কাশিম। এই উপকারের জন্য আপনাকে হাজার আসরফি পুরস্কার দেব।

রতন। দুরাশা সেনাপতি! রাজপুত জাতি সামান্য অর্থ লোভে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা আজ পর্য্যন্ত কখনও করেনি, সামান্য উৎকোচের লোভে ক্ষত্রবীর এতবড় মহাপাতকে মগ্ন হ'য়েছে ব'লে কখনও শোনা যায়নি। জীবনে অর্থ অনেক উপার্জ্জন ক'রতে পারব, তা'র জন্য এমন বিষম ব্যাপারে লিপ্ত হব কেন?

কাশিম। তবে আপনি কি চান?

রতন। কি চাই? যা'র জন্য আমার জীবন মরুময় হ'য়ে আছে, যে আমার সুখ শান্তি, আশা ভরসা সকলই বিনষ্ট করেছে, যা'র জন্য আমি স্বদেশ, স্বজাতি সবই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছি, যা'র জন্য আমি ধর্ম্মকে পদদলিত ক'রে অনন্ত নরকে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করেছি, আমার সেই চিরদিনের অভীষ্ট দেবীকে আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপে চাই। শুনুন সেনাপতি, আলোর-রাজকন্যা সুপ্রাদেবীকে আমি আমার মন প্রাণ সমর্পণ ক'রেছিলাম, তা'কে আমার হৃদয়-রাজ্যের অধিরাণী ক'রতে চেয়েছিলাম, তা'কে আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ দান প্রেম অর্ঘ্য উপহার দিতে গিয়েছিলাম, আমি দরিদ্র ব'লে সেই গর্ব্বিতা রমণী ঘৃণাভরে আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রেছে, আমাকে বিষম অপমান বিষে জর্জ্জরিত করেছে, আমার হৃদয়খানা ভেঙ্গেচুরে শতখান ক'রে দিয়েছে। আমি সেই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা, প্রগল্‌ভা নারীকে আমার ক্রীতদাসী রূপে পরিণত ক'রতে চাই। আপনাদের দেশ জয়

সম্বন্ধে আমি যথাসাধ্য সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য ক'রব, যদি আপনারা জয়লাভ ক'রতে পারেন, প্রত্যুপকার স্বরূপে আলোর-রাজদুহিতা সুপ্রাদেবীকে আমার করে সমর্পণ ক'রতে হবে, আর খালিফের অধীন করপ্রদ নৃপতিরূপে আলোরের সিংহাসনে আমাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। এই দুই সর্ত্তে আপনারা স্বীকৃত হ'লে আমি আপনাদের সৈন্যগণকে বন্দরে অবতরণ ক'রতে কোন রকম আপত্তি ক'রব না, আর সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার ক'রতে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রব।

কাশিম। আপনার এই উভয় সর্ত্তে আমাদের কোন আপত্তি নেই, এ সরল যুক্তিপূর্ণ সর্ত্তে আমরা সম্পূর্ণ স্বীকৃত।

রতন। আপনারা কার্য্য সিদ্ধির পর যে সর্ত্ত ভঙ্গ ক'রবেন না তা'র প্রমাণ ?

কাশিম। আপনি বীর, বীরের তরবারির মর্য্যাদা আপনি অবশ্যই ভাল রকম বোঝেন। এই তরবারি স্পর্শে প্রতিশ্রুতি বোধ করি আমার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রতন। বেশ, আপনার অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট হ'লাম। এখন আপনারা সৈন্যগণকে বন্দরে আনয়ন ক'রতে পারেন।

কাশিম। আজ থেকে আপনি আমাদের দোস্ত। আপনার কৃত এ উপকারের জন্য আমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

(বিনকাশিম ভেরী নিনাদ করিবামাত্র দলে দলে
সৈন্যগণ জাহাজ হইতে বোটে করিয়া বন্দরে
অবতীর্ণ হইতে লাগিল)

২য় দৃশ্য।

(দেবল) দেওয়াল বন্দরের দুর্গতোরণের একপার্শ্ব।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও মুসলমানদিগের জয়োন্মাদের শব্দ শ্রুত হইতেছিল। একজন রক্ষী ও দুর্গের জমাদারের হাই তুলিতে তুলিতে ও আড়মোড়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে প্রবেশ]

রক্ষী। বাহিরে অত কামান গর্জ্জন আর মহা কোলাহল হ'চ্ছে কিসের বল দেখি জমাদার সাহেব ?

জমাদার। কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছিনা ভাইয়া। দিব্যি আরামে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম, এই ভয়ানক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমে ভাব্‌লুম বুঝি স্বপ্ন দেখ ছি, কিন্তু আর একটা কামানের শব্দে স্বপ্নর ঘোরটা কেটে গেল, ধড়মড় ক'রে উঠে পাহারা দিতে আরম্ভ ক'রেছি।

(আবার হাই তুলিল)

রক্ষী। গতিক ত ভাল বুঝ্‌ছিনা জমাদার সাহেব। শব্দ যেন ক্রমশঃই কাছে আস্‌ছে। ব্যাপারটা কি ?

জমাদার। কে জানে ভাইয়া! ওঃ, ভারী আরামের ঘুমটা নষ্ট হ'য়ে গেল হে! ঘুমুলে এত সুখ, না জানি, ম'লে কত সুখ!

(আবার হাই তুলিয়া আলস্য ত্যাগ)

রক্ষী। যা ব'লেছ জমাদার সাহেব, আমারও সিদ্ধির নেশাটা মোটে জমে এসেছিল, এই এক বিদ্‌ঘুটে আওয়াজে নেশাটা একেবারে ছুটে গেছে। ওহে জমাদার সাহেব, গতিক ভাল বোধ হ'চ্ছে না, শব্দ যে একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

জমাদার। আমার মালুম হ'চ্ছে ও কিছু নয়। বোধ হয় কেউ সাদী ক'রতে যাচ্ছে, এ সাদীর শোভাযাত্রার রোশনাইয়ের বাজী পুড়ছে, আর তা'রা আমোদে চীৎকার করছে।

রক্ষী। কোলাহল যে ক্রমে দুর্গের দিকে আসছে। এই এত রাত্তিরে দুর্গের ভিতরে সাদী ক'রতে আস্‌ছে, তোমার আন্দাজটা ত খুব। জমাদার সাহেবের স্বপ্নর ঘোরটা এখনও বেশ কাটেনি দেখ্‌ছি!

(রক্তাক্ত কলেবরে জনৈক রাজপুত সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, মুসলমানেরা বন্দর অধিকার ক'রেছে। তা'রা দুর্গের একদিকের প্রাচীর একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছে। শিগ্‌গির বন্দর অধ্যক্ষকে সংবাদ দাও।

জমাদার। (কাঁপিতে কাঁপিতে) তবে সাদী নয়? শত্রুর কামানের আওয়াজ? এখন উপায়? তোমরা বাধা দিতে পারলে না?

সৈনিক। শত্রু অতর্কিত ভাবে আক্রমণ ক'রেছে। আমরা প্রস্তুত হ'তে পারিনি, আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে। অধিকাংশ সৈনিক শত্রুহস্তে বন্দী হ'য়েছে। আমি বিষম আহত। শিগ্‌গির বন্দর অধ্যক্ষকে সংবাদ দাও।

রক্ষী। আমি খবর দিচ্ছি।

(রক্ষীর ছুটিয়া প্রস্থান)

(বাহিরে ভীষণ কামান গর্জ্জন ও মুসলমানদিগের আল্লা আল্লা রবে বিজয়োল্লাসের চীৎকার ধ্বনি)

সৈনিক। যাঃ, সব গেল, সর্ব্বনাশ হ'ল। দেওয়াল বন্দর

যখন শত্রু-হস্তে পড়েছে, তখন সিন্ধের আর বড় আশা নেই। আমরা বল বুদ্ধি সব হারিয়েছি। ঐ শত্রু এল, বন্দর অধ্যক্ষ বুঝি আর এসে পৌঁছাতে পারলেন না। আর কোন উপায় নেই!

(মুসলমানগণের প্রবেশ)

গফুর। এই সেই যোদ্ধা। সাহসী বীর বটে।

কাশিম। সৈনিক! তুমি অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছ। রাজপুত জাতির বীরত্বের খ্যাতি কাণে শুনেছিলাম, আজ চোখে দেখ্‌লাম। আমরা বন্দর অধিকার করেছি, দুর্গদ্বার উন্মুক্ত কর, আমরা দুর্গে প্রবেশ করি।

সৈনিক। এখনও দেহে প্রাণ রয়েছে, এখনও শিরায় রক্ত বচ্ছে, তরবারি ধরবার শক্তি এখনও এ দুর্ব্বল হস্তে কিঞ্চিৎ আছে, এটুকু নিঃশেষ যতক্ষণ না হ'চ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুর্গে একটি প্রাণীকেও প্রবেশ ক'রতে দিচ্ছি না। (স্বগত) এখন একটু বাধা দিতে চেষ্টা করি, তা'র মধ্যে বন্দর অধ্যক্ষ সংবাদ পেয়ে যদি কিছু উপায় ক'রতে পারেন।

কাশিম। শুধু শুধু প্রাণটা কেন নষ্ট ক'রবে সাহেব? একা তুমি, আমাদের সঙ্গে কতক্ষণ লড়বে? তুমি একা, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে ত হবে না, তোমাকে ধ'রে বন্দী ক'রলেই চল্‌বে।

সৈনিক। প্রাণ থাকৃতে ত বন্দী ক'রতে পারবে না। মরি যদি, একা মরব না, তোমাদের দু'একজনকে মেরে তবে মরব।

কাশিম। সৈন্যগণ, এই উন্মাদটাকে বন্দী কর।

সৈনিক। সাবধান! যদি মরতে সাধ হ'য়ে থাকে তবে আমার কাছে এস।

(বেগে অসিঘূর্ণন ও যুদ্ধ)

কাশিম। অদ্ভুত বীর বটে।

(রাজপুত সৈনিক একজন মুসলমান সৈনিককে নিহত করিয়া ভূপতিত হইল)

সৈনিক। আর শক্তি নেই। বন্দর অধ্যক্ষ এখনও এসে পৌঁছাতে পারলেন না। সব আশা ভরসা ঘুচে গেল। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লাম, আর রাখ্‌তে পারলাম না। সিন্ধু রাজ্য! জননী আমার! তোমাকে বড় বিপন্ন দেখে চল্‌লাম, বড় অশান্তি হৃদয়ে ধ'রে তোমার কাছ ছাড়া হ'য়ে যাচ্ছি। মা গো!—

(মৃত্যু)

কাশিম। রাজপুতনার একটা উজ্জ্বল জ্যোতি আজ নিবে গেল। সৈন্যগণ! তোমরা এই মৃত বীরের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। প্রকৃত বীর শত্রু হ'লেও সম্মানের যোগ্য। তোমরা কয়েক জন এই পবিত্র দেহ উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাও। অবশিষ্ট তোমরা এখন দুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'রে দুর্গশিখরে ইসলাম পতাকা উড্ডীন কর। আমাদের অতি প্রত্যুষেই সিন্ধুর রাজধানী আলোর অভিমুখে যাত্রা ক'রতে হবে।

(আল্লা আল্লা রবে সকলের দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ। চারিজন মুসলমান সৈনিকের রাজপুত সৈন্যর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

আলোর রাজ অন্তঃপুর।

(একখানি খট্টাঙ্গে রাজা দাহির গভীর নিদ্রায় মগ্ন; রাণী চন্দ্রাদেবী পতির পদ সেবায় নিযুক্তা)

চন্দ্রা। এতক্ষণে আরামদায়িনী শান্তিময়ী নিদ্রাদেবী তাঁর স্নেহময় অঙ্কে তুলে নিয়ে সকল শ্রান্তি, সকল চিন্তা সুকোমল হস্ত সঞ্চালনে যেন একেবারে মুছিয়ে দিলেন, সর্ব্ব দুঃখহরা নিদ্রাদেবী ক্ষণকালের জন্য মনের সকল অশান্তি, সকল উদ্বেগ যেন একেবারে দূর ক'রে দিয়েছেন। স্নেহময়ী নিদ্রাদেবীর এই কৃপাটুকু না থাকলে মানুষ একদণ্ড এ জ্বালাময় সংসারে টিঁকে থাক্‌তে পারত না। এই কৃপাটুকুর জোরে মানুষ একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়ান্ পেয়ে আবার নূতন ক'রে দুশ্চিন্তা ভোগ করবার জন্য নববলে হৃদয় বেঁধে নেয়। মাতৃরূপিণী নিদ্রাদেবীর একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে যা'তে অবসাদ গ্রস্ত চিত্তে একটা নূতন তেজ আনয়ন করে।—আচ্ছা, পতি সেবায় যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, এমন আর কিছুতে আছে কি? পতিপদে হিন্দু রমণী যে স্বর্গীয় সুধার আস্বাদন লাভ করেছে, এমন মধুর আস্বাদ জগতের কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না, এ যে বড় মিষ্ট, বড় মধুর। পতিপদে হিন্দু রমণী সুধার আস্বাদ পেয়েছে ব'লেই সতী সাধ্বী পতিপদ ছেড়ে স্বর্গে পর্য্যন্ত যেতে চায় না, সুখে দুঃখে সেই পতিপদেই লুটিয়ে থাক্‌তে চায়। স্বামী-দেবতার চরণ সেবা ক'রে হিন্দু রমণী নিজেদের যে রকম সৌভাগ্যবতী ব'লে জ্ঞান

করে, পতিপদ সেবায় সতী সাধ্বীর প্রাণে যে স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব জেগে ওঠে জগতের আর কোন জাতির রমণীগণের সে সৌভাগ্য-লাভের শক্তি নাই, সে ধর্ম্মভাবে আর কোন রমণীর হৃদয় এমন প্রণোদিত হয় না। পতিপদই হিন্দু নারীর একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি। জন্ম জন্মান্তর যেন এই চরণে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রতে পারি।

নেপথ্যে প্রহরিণী। রাণী মা, মন্ত্রী মহাশয় একটা জরুরী সংবাদ মহারাজকে জানাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

চন্দ্রা। আচ্ছা, তুই ভিতরে আয়।

(চন্দ্রদেবী কর্ত্তৃক মহারাজকে জাগরিত করণ ও প্রহরিণীর ভিতরে প্রবেশ)

দাহির। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) কি খবর ?

প্রহরিণী। বড় দুঃসংবাদ। মন্ত্রী মহাশয় মহারাজকে জানাতে বলেছেন যে, মুসলমানেরা দেওয়াল বন্দর অধিকার ক'রে আলোরের দিকে ছুটে আস্‌ছে। এখনই এক দরবার আহ্বান করার দরকার হয়েছে, মন্ত্রণা-কক্ষে সকলে মহারাজের জন্য অপেক্ষা ক'রছেন।

চন্দ্রা। কি দুর্দ্দৈব, কি নিদারুণ দুঃসংবাদ !

দাহির। (প্রহরিণীর প্রতি) আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

(প্রহরিণীর প্রস্থান)

চন্দ্রা। এই গভীর নিশীথে কোথায় একটু বিশ্রাম লাভ ক'রবে, তা' নয়, একি অভাবনীয় ঘটনা।

দাহির। বোঝ রাণী, রাজ-জীবন কত দায়ীত্বপূর্ণ। বাহ্

দৃশ্যে রাজার জীবন বড় সুখের, বড় আরামের ব'লে মনে হয়, কিন্তু রাজা মহারাজার চেয়ে একটা সামান্য গৃহস্থও বড় সুখে, বড় শান্তিতে দিন অতিবাহিত করে। নরপতির ভাবনার অন্ত নাই, আহারে সুখ নাই, বিহারে তৃপ্তি নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই। আছে শুধু সমস্ত রাজ্যের স্তূপীকৃত চিন্তা, আর একটা বিরাট উদ্বেগ ও আশঙ্কা। এই গভীর নিশীথে রাজ্যের সকল লোকই আরাম দায়িনী নিদ্রাদেবীর কোমল অঙ্কে বিশ্রাম লাভ ক'রছে, শুধু সেই রাজ্যের অধিপতিরই সে বিশ্রাম লাভের অধিকার নেই। রাজ্যের সমস্ত প্রজা, তা'দের যত ভয় ভাবনা, যত আপদ বিপদ, রাজার স্কন্ধে তুলে দিয়ে দিব্য আরামে বাস ক'রছে, আর রাজা তা'দের ভাবনা ভেবে, তা'দের আপদ বিপদ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভার বহন ক'রে অহর্নিশি ঘোর অশান্তি ভোগ ক'রছেন। এখন চল্‌লুম রাণী, দেশ বড় বিপন্ন, দেওয়াল বন্দর যখন শত্রু-করতলগত হ'য়েছে, তখন বুঝ্‌তে হবে আমরা দক্ষিণ হস্ত হারিয়েছি। এখন শুধু বামহস্ত নিয়ে আমাদের দেশ রক্ষা ক'রতে হবে। দেবাদিদেব ভবানীপতির মনে কি আছে কে জানে? এখন তবে আসি রাণী।

(রাজা দাহিরের প্রস্থান)

চন্দ্রা। (যুক্ত করে) হে শঙ্কর দেব, হে ভবানীপতি, এ কি ক'রলে প্রভু? মা রণচণ্ডী! আমাদের এ শান্তি রাজ্যে এ কি দানবী লীলা আরম্ভ করেছ মা? দুর্গতিনাশিনী! আমাদের এ মহাশঙ্কট থেকে উদ্ধার কর মা।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিব মন্দির।

(ফুলের সাজি হস্তে সুপ্রাদেবী ও বারি দেবী)

(গীত)

জয় জয় শিব শঙ্কর প্রভু, বোম্ বোম্ হর হর।
জয় জয় প্রভু গৌরীপতি, জয় জয় যোগীবর।
বব বম্ বম্ ডমরু বাজে, নীল-কণ্ঠ গলে গরল রাজে,
বাঘাম্বর অঙ্গে, কণ্ঠে ফণী সাজে, জয় জয় মহেশ্বর॥
গলে হাড়মালা বিভূতি অঙ্গে শিরে শোভে ঐ ত্রিনয়নী গঙ্গে,
বোম্ বোম্ বোম্, হর হর হর, জয় জয় গঙ্গাধর॥

সুপ্রা দেবী। (এক লিঙ্গের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশনান্তে করযোড়ে) "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ, নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিনাকহস্তায়, বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ। নমস্ত্রিশূলহস্তায়, দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায়, ভূতানাংপতয়ে নমঃ। নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে, নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।"

(যুক্ত কর ললাটে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করণ)

হে দেবাদিদেব বিশ্বদেব! হে শ্মশান বিহারী প্রমথনাথ শঙ্করদেব! হে ভবানীপতি ভগবান একলিঙ্গ! আমি অতি শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত শুধু তোমাকে ডেকে এসেছি,

তোমারই আরাধনায় মন প্রাণ নিয়োজিত ক'রেছি, তোমাকে পরিতুষ্ট ক'রতে শুদ্ধচিত্তে তোমারই স্তবগান গেয়েছি, তবে কি অপরাধে আজ ভক্তাধীনার প্রতি এমন বিমুখ হ'য়েছ প্রভু? তোমার কণামাত্র কৃপালাভ করবার জন্য আমি প্রতিদিন শতাষ্টক বিল্বদলে তোমার পূজা ক'রে এসেছি, তবে তোমার করুণালাভে আজ কেন বঞ্চিত হ'য়েছি দেব? আমাদের কোন্ অজ্ঞানকৃত অপরাধে এই শান্তিরাজ্যে এমন অশান্তি বিধান ক'রলে প্রভু? হে মৃত্যুঞ্জয়, এ বিষম যুদ্ধ বিগ্রহর দরুণ অকাল মৃত্যু থেকে দেশকে রক্ষা কর। তোমার ঐ রুদ্রমূর্ত্তি পরিহার ক'রে, রাজ্যের এ ঘোর অশান্তি দূর কর, এ যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ ক'রে দাও, রাজ্যে আবার পূর্ব্বের মত শান্তি আন প্রভু। তোমার এই বিশ্বগ্রাসী সংহার লীলা সংবরণ কর দয়াময়। একবার আমাদের মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করবার শক্তি দাও ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

(উভয়ের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

বারি। দিদি! কেন এমন হ'ল? আমরা এতদিন বড় সুখে, বড় শান্তিতে ছিলাম, দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে জান্‌তাম না, অকস্মাৎ এ নিরানন্দ কোথা থেকে এল দিদি? বাবার মুখ বিষণ্ণ, মার চোখে জল, রাজপুরীর সকলেই উদ্বিগ্ন, এমন অতর্কিত ভাবে কোথা থেকে বিপদের ছায়া এসে প'ড়ল দিদি?

সুপ্রা। মুসলমানেরা দু'বার আমাদের কাছে পরাজিত হ'য়ে ফিরে গিয়েছিল, আবার তা'রা হঠাৎ এসে দেশ আক্রমণ

ক'রেছে, কাল রাত্রে সংবাদ এসে পৌঁচেছে। তা'তেই সকলে এমন বিমর্ষভাবে রয়েছেন।

বারি। শত্রু দেশ আক্রমণ করেছে, কি উপায় হবে দিদি ?

সুপ্রা। উপায় এই ভবানীপতি শঙ্করদেব বিধান ক'রবেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় দুইই আছে। ভবানীপতির কৃপায় এ যুদ্ধে আমরা অবশ্যই জয়ী হব। ন্যায়ের জয় সর্ব্বত্র, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। ভগবান একলিঙ্গ ধর্ম্মপক্ষ অবলম্বন করেন। আমাদের কোন অপরাধ বা অধর্ম্ম যখন নেই তখন যুদ্ধে অবশ্যই আমরা জয়লাভ ক'রতে পারব। অত্যাচারী বিধর্ম্মী মুসলমান তা'র কৃতকার্য্যের ফলভোগ ক'রবে।

বারি। দেবাদিদেব না করুন যদি যুদ্ধে আমরা পরাজিত হই ?

সুপ্রা। যদি সত্যই সে দুর্দ্দিন আসে, যদি সত্যই শত্রু দেশ অধিকার করে, সত্যই যদি দেবাদিদেব শঙ্কর দেবের ইচ্ছায় আমাদের পরাজয় ঘটে, তবে এ সোণার রাজ্য শ্মশানে পরিণত হবে, এ সাজান বাগান দেখতে দেখতে মরুভূমি হ'য়ে যাবে। বিজয়লক্ষ্মী যদি আমাদের প্রতি সত্যই বিমুখ হন, তা' হ'লে রাজপুত-নারীর একমাত্র সম্বল জহরব্রত অবলম্বন ক'রে আমাদের হৃদয় জ্বালা নির্ব্বাণ ক'রতে হবে।

বারি। জহরব্রত কি রকম দিদি ?

সুপ্রা। তুমি রাজপুত-বালিকা, জহরব্রত কা'কে বলে জান না বোন্ ? জান্‌বেই বা কি ক'রে ? বহুদিন ধ'রে দেশ আমাদের পরম শান্তিতে রয়েছে, যুদ্ধ বিদ্রোহ এ শান্তি রাজ্যে কোন কালে

ছিল না, চিরানন্দর আবরণে এতদিন জহর ব্রতর কথা এক রকম ঢাকা প'ড়ে ছিল, তাই তুমি জহরব্রতর বিষয় শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পাওনি। যুদ্ধে যখন জয় লাভের আশা একেবারে দূর হ'য়ে যায়, দেশ যখন শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয়, রাজপুত রমণী যখন দেখে যে শত্রুতে পুরী অবরোধ ক'রে দখল ক'রেছে, সকল আশা সকল ভরসা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, রাজপুত মহিলা যখন বোঝে যে নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষা ভা'র হ'য়ে উঠেছে, তখন নিজ নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজপুতনারী স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত করে। যখন সেই জ্বলন্ত চিতার আগুন লক্ষ লক্ষ শিখা বিস্তার ক'রে ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, সেই প্রজ্বলিত চিতা বহ্নির প্রধূমিত ধূমরাশি শূন্য হ'তে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রাজপুত রমণী রক্তাম্বরে ভূষিতা হ'য়ে জন্মভূমির জয়গাথা গাহিতে গাহিতে নির্ভয় চিত্তে সহাস্য বদনে একে একে সেই জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ ক'রে অমূল্য সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করে, সকল জ্বালা, সকল অশান্তি থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়। শত্রু সেই শ্মশান পুরীতে প্রবেশ ক'রে রাজপুত-সতীর ধর্ম্ম রক্ষার পুণ্য অনুষ্ঠানের শেষ চিহ্ন নির্ব্বাণ-প্রায় চিতাবহ্নির জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রতি বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বারি। কি শুভ অনুষ্ঠান! কি পুণ্য মহাব্রত!

সুপ্রা। জয় শঙ্কর দেব! জয় ভবানীপতি!

(উভয়ের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও নিষ্ক্রমণ।)

পঞ্চম দৃশ্য।

আলোর রাজসভা।

[সিংহাসনে রাজা দাহির উপবিষ্ট। নিম্নে মন্ত্রী, রতন সিংহ, পাত্রমিত্র প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ, সামন্তগণ, নাগরিকগণ, দৌবারিকগণ প্রভৃতি]

দাহির। সেনাপতি কত সৈন্য নিয়ে শত্রু পক্ষের গতিরোধ করবার জন্য যাত্রা ক'রেছেন?

মন্ত্রী। আপাততঃ তিন সহস্র পদাতিক আর সার্দ্ধ দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ তিনি বহির্গত হয়েছেন।

দাহির। গত রজনীর মন্ত্রণা-সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পর কত ক্ষণের মধ্যে তিনি যাত্রা ক'রতে পেরেছিলেন?

মন্ত্রী। এক প্রহরের মধ্যে।

দাহির। তা' হ'লে এতক্ষণে তিনি কালান্তরের প্রান্তর অতিক্রম ক'রে থাকবেন।

মন্ত্রী। তাহাই সম্ভব।

দাহির। শত্রুসংখ্যা কত, কিছু সংবাদ পেয়েছেন?

মন্ত্রী। বন্দর অধ্যক্ষ রতন সিংহ সঠিক সংবাদ অবগত থাক্‌তে পারে।

রতন। আমি?—শত্রুসংখ্যা?—রাত্রির অন্ধকারে শত্রুসংখ্যা কত বেশ বুঝে উঠ্‌তে পারি নি।

মন্ত্রী। তবু ঘটনাস্থলে তুমি উপস্থিত ছিলে, একটা অনুমানও ত হ'তে পারে।

রতন। অনুমান?—অনুমান?—তা'—তা'—অনুমান সাত আট হাজারের কম হবে না।

মন্ত্রী। বন্দর অধ্যক্ষ রতন সিংহ! তোমার নামে মহারাজের নিকট গুরু অভিযোগ উপস্থিত ক'রছি, এ অভিযোগের সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ মহারাজের নিকট প্রদান কর।

রতন। (বিশুষ্ক মুখে) আজ্ঞা করুন।

মন্ত্রী। তুমি দেওয়াল বন্দরের অধ্যক্ষ, বন্দর রক্ষার ভার মহারাজ তোমার উপর সমর্পণ ক'রেছেন। দেওয়াল বন্দরই সমগ্র সিন্ধু প্রদেশের জীবাত্মা, সেই বন্দর সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করাই তোমার প্রধান কার্য্য, তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। বন্দরের বিন্দুমাত্র ক্ষতির জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী। এই সিন্ধু প্রদেশ কতবার কত শত্রু কর্ত্তৃক কত রকমে আক্রান্ত হ'য়েছে, এ রাজ্যের সুখ সম্পদ ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি কত নীচান্তঃকরণের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে, এক দেওয়াল বন্দরই সেই সকল শত্রুর প্রবল আক্রমণ থেকে, সেই সমস্ত নীচাশয়ের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে রাজ্য দেশ রক্ষা করেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যক্ষগণের সাহস ও বিক্রমে, সুশৃঙ্খলা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের গুণে সকল শত্রুই পরাজিত হ'য়ে পলায়ন ক'রতে বাধ্য হয়েছে। আর সেই দেওয়াল বন্দরে তুমি নব নিযুক্ত হ'য়ে যেতে না যেতেই মুসলমান শত্রু নির্ব্বিবাদে বন্দর অধিকার ক'রে রাজধানী আক্রমণ ক'রতে ছুটে আস্‌ছে! এই মুসলমান শত্রুই সামান্য দিন পূর্ব্বে মৃত অধ্যক্ষর শৌর্য্যে বীর্য্যে দু' দু'বার লাঞ্ছিত হ'য়ে পরাজয় স্বীকার ক'রে পলায়ন ক'রেছিল। এতে তোমার অসাবধানতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগীতা, অকর্ম্মণ্যতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কি

জন্য তুমি এমন পরাজিত হয়েছ, কি কারণে তুমি দেওয়াল বন্দরের কর্তৃত্ব হারিয়েছ, মহারাজের নিকট তা'র সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে সামরিক বিধান অনুসারে তুমি দণ্ড ভোগ ক'রবে।

রতন। (সভয়ে ও বিশুষ্ক বদনে) আমার কোন অপরাধ ছিল না। মহারাজের কার্য্যে, দেশের কার্য্যে আমি একদিনের জন্য অমনোযোগীতা বা শৈথিল্য প্রকাশ করিনি। যে গুরু কর্ত্তব্য ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল, তা' পালন ক'রতে আমি যথাসাধ্য প্রাণ-পণে চেষ্টা ক'রে এসেছি। মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রমণের আপাততঃ কোন সম্ভাবনা ছিল না। তা'রা পূর্ব্বে দু'দু'বার যে রকম পরাজিত ও লাঞ্ছিত হ'য়ে হতাশভাবে পলায়ন ক'রেছিল, তা'তে তা'রা এত শীঘ্র আবার যে আস্‌বে আমাদের ধারণা ছিল না। আমরা বন্দর খুব দৃঢ়ভাবে সাবধানতার সহিত সুরক্ষা করেছিলাম। সেদিন বাসন্তী পঞ্চমী উৎসবে সৈন্যগণ ও বন্দর রক্ষকগণ সমস্ত দিন উৎসবে মেতে শ্রান্ত হ'য়ে রাত্রে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। শত্রু-আক্রমণের কোন রকম সম্ভাবনা ছিল না ব'লে তা'রা নিশ্চিন্তভাবে উৎসবে এরূপ মত্ত হয়েছিল। সেই অবকাশে দুর্ব্বৃত্তেরা বন্দরে অবতরণ ক'রে বন্দর ও দুর্গ অধিকার করে। এমন অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হ'য়ে আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হই। যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, তবু বিনা রক্তপাতে শত্রুপক্ষ বন্দর অধিকার ক'রতে সমর্থ হয় নি। যখনি আমরা সম্যকরূপে পরাজিত হ'লাম, তখনই আমি ছুটে এসে সে সংবাদ এখানে জ্ঞাপন ক'রেছি। জগদীশ্বর জানেন আমি নিরপরাধ।

মহারাজের বিচারে দাসের প্রতি যে শাস্তি বিধান হবে তা' আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ ক'রব।

দাহির। মন্ত্রিবর, রতনের কৈফিয়তে রতনের কোন দোষ দেখ্‌ছিনা। এ কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক ব'লেই মনে হ'চ্ছে। বাসন্তী পঞ্চমী রাজপুতজাতির একটা প্রধান উৎসব, সে উৎসবে যোগদান ক'রতে না পারলে সারা বৎসরের জন্য প্রাণে একটা ক্ষোভ থেকে যায়। বাস্তবিক মুসলমানেরা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই দিনই এসে উপস্থিত হবে, এই উৎসবের সুযোগে এমন অতর্কিত ভাবে বন্দর আক্রমণ ক'রবে, এ কেমন ক'রে জানা যাবে। তা'ছাড়া, রতন বালক মাত্র, এখনও সংসারের কূটনীতি এ সরল হৃদয়ে স্থান পায়নি। গ্রহ বৈগুণ্যে, অদৃষ্টদোষে এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটেছে। এখনও অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনের সময় নষ্ট হয় নি, এখনও এ বিপদ জাল ছিন্ন ক'রে মুক্ত হবার যথেষ্ট অবসর রয়েছে। আমি এ রাজ্যের রাজা সত্য, কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের প্রত্যেক নরনারী দেশ-জননীর সন্তান। আজ আমাদের মাতৃভূমি মহাবিপন্না, বিধর্ম্মী শত্রু আজ দেশ-জননীর অবমাননা ক'রতে এসেছে, মতৃদেবীর চরণকমলে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাতে উদ্যত হয়েছে। যদি তাঁর একটি সন্তানও জীবিত থাক্‌তে কোনরূপ অপমানিত হ'তে হয়, তবে তিনি বৃথায় আমাদের স্তন্যদানে বর্দ্ধিত করেছেন, বৃথায় আমরা দেশের সন্তানরূপে জন্মেছি, বৃথায় আমরা জন্মভূমিকে মাতৃ সম্বোধন ক'রে গর্ব্ব অনুভব করি। শুধু মুখে মাতৃভূমিকে মা! মা! ব'লে ডাক্‌লে চল্‌বেনা, কার্য্যে সন্তান ব'লে পরিচয় দিতে হবে, নিজের বক্ষের রক্ত দিয়ে মায়ের

কলঙ্ক কালিমা মুছিয়ে ফেল্‌তে হবে। এখন প্রত্যেকের সমবেত শক্তি দ্বারা মুসলমান শত্রুকে সিন্ধু প্রদেশের প্রান্ত সীমা হ'তে বিতাড়িত ক'রতে হবে, শত্রু অধিকৃত দেওয়াল বন্দর আবার পুনরুদ্ধার করা চাই। এস ভ্রাতৃগণ, এস বন্ধুগণ, এস পুত্রগণ, সিন্ধুরাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসী শাণিত কৃপাণ হস্তে দেশ উদ্ধারের জন্য ছুটে এস। আজ বিধর্ম্মী শত্রুকে দেখাও রাজপুত-বীর-ক্ষীণ হস্তে তরবারি ধারণ করে না, রাজপুতজাতির দুগ্ধ-পোষ্য বালক পর্য্যন্ত শত্রু আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ ক'রতে শিক্ষা করেছে, রাজপুত-মহিলা, দেবী রণচণ্ডীর মত বামহস্তে অসি ধারণ ক'রে সমরাঙ্গনে রাজপুত বীরের সাহায্য ক'রে থাকে।

সকলে। (সমস্বরে) জয় সিন্ধু অধিপতির জয়, জয় আলোরের মহারাজের জয়!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রূপসিংহের কুটীর।

(শোভাদেবী)

(গীত)

তুমিগো আমার প্রাণের প্রভু,
তুমিগো আমার হৃদয়-রাজ,
হৃদয়-আসনে ব'সগো দেবতা
পরাই যতনে মোহন-সাজ।

নিবেদিব পদে প্রাণের কামনা,
জলাঞ্জলি দিব অসার বাসনা,
(আমি) পরাণে পরাণে একত্রে মিলিতে
তেয়াগিব পদে সকল লাজ।

শোভা। একটুও অসম্ভব নয়। গাধা পিটিয়েও ঘোড়া ক'রতে পারা যায়, চেষ্টা ক'রলেই অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে। আমি তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। শোনা কথা নয়, নিজের হাতে প্রমাণ, অবিশ্বাস করবার জো-টি নেই। আমার রূপসীও—স্ত্রী হ'য়ে মুখে আর ব'লব না—তাই ছিলেন, পিটিয়ে-সিটিয়ে এক রকম ঘোড়া গ'ড়ে তুলেছি। প্রথমে যখন আমার হাতে পড়লেন, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার চেয়ে দেখেই বুঝ্‌লুম মানুষটিতে পদার্থ কিছু নেই, একটি আস্ত গোবরগণেশ। মেজে ঘ'সে মানুষ ক'রে নিতে হবে। দিন রাত খেটে, গায়ের রক্ত জল ক'রে, ব'কে-ঝ'কে, মুখ ব্যথা ক'রে তবে এখন এক রকম চলনসই ক'রে নিইছি। পূরো মানুষ ক'রে তুল্‌তে এখনও কিছুদিন লাগ্‌বে। তবে পুরুষমানুষ কখনও হ'তে পারবেন না, এ জীবনটা ঐ এক রকম মেয়েমানুষেরই ধরণে থেকে যাবেন। আহা নেহাৎ গোবেচারী। বক-ঝক মুখে কথাটি নেই, সাত চড়েও একটা রা বেরুবে না। কেউ দু' ঘা মারলেও ফিরে ব'লবেন না, যে, কেন মারলে? ভাগ্যে আমার মত মেয়ের হাতে পড়েছিলেন, তাই এক রকম ত'রে গেলেন, নহিলে, যে গোবরগণেশ সেই 'গোবরগণেশই থেকে যেতে হ'ত।—এই যে আমার রূপসী আস্‌ছেন দেখ্‌ছি।

(রূপসিংহের প্রবেশ)

এস রূপসী, ওকি, রূপসীর মুখ অমন শুক্‌ন কেন? কি হ’য়েছে রূপসী?

রূপসিংহ। বলে মুখ শুক্‌ন! প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। মুখই দেখ্‌তে পেয়েছ, প্রাণের ভিতরটা ত আর দেখ্‌তে পাওনি শোভা!

শোভা। তবে না কি রূপসী কথা কহিতে জানে না! তা’ প্রাণটা অমন শুকিয়ে উঠ্‌ল কেন?

রূপসিংহ। বড় বিপদ শোভা, এ দেশে আমাদের আর থাকা চল্‌বে না, এখনই পালাতে হবে।

শোভা। কেন রূপসী, বিপদ কিসের?

রূপসিংহ। উঃ ভারী বিপদ!

শোভা। কি শুনিই না?

রূপসিংহ। ব’ল্‌ছি দাঁড়াও, আগে হাঁফ ছাড়ি। উঃ লড়াই শোভা, লড়াই।

শোভা। তা’ত শুনেছি, লড়াই তা কি হয়েছে?

রূপসিংহ। সবাইকে এখনই লড়াই করবার জন্য বেরুতে হবে হুকুম হ’য়েছে। এই বেলা দেশ ছেড়ে পালাই চল শোভা।

শোভা। সে কি? লড়াই ক’রতে যা’বে, তা’ দেশ ছেড়ে পালাবে কেন?

রূপসিংহ। আমার ও লড়াই করা পোষাবে না। রাজ আইন অনুসারে যুদ্ধ ক’রতে শিক্ষা করেছি বটে, কিন্তু আমার তা’

ভাল লাগে না। কোথায় দু’দণ্ড আমোদ উপভোগ ক’রব, তা’ নয়, এ কি বিপদ!

শোভা। তবে তুমি এক কাজ কর, আমার এই আঁচলে ঢাকা থাক। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আঁচলে কি ঢাকা রয়েছে? আমি উত্তর দেব একটা সজারু পুষেছি।—ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! সাধে তোমাকে রূপসী ব’লে ডাকি! বিধাতা তোমাকে পুরুষ কেন গড়েছিলেন? রাজপুত রমণীও তোমার মত অকর্ম্মণ্য, তোমার মত ভীরু নয়! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! তুমি না রাজপুতের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ? তুমি না বীরের সন্তান? ক্ষত্রিয় তুমি, যুদ্ধ না তোমার কুলগত ধর্ম্ম? ধিক্ তোমার জীবনে যে, সেই যুদ্ধের ভয়ে তুমি দেশত্যাগী হবার কল্পনা করেছ! ক্ষত্রবীর তুমি, যে কথা স্বচ্ছন্দে ব’ল্‌তে পারলে, নারী আমি, সে কথা শুনে ঘৃণায় লজ্জায় যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে!

রূপসিংহ। আমাকে কি ক’রতে বল শোভা?

শোভা। কি ক’রতে বলি তা’ জিজ্ঞাসা ক’রছ? নিজের মনের মধ্যে তা’র উত্তর খুঁজে পেলে না? দেশ আজি বিপন্ন, মাতৃভূমি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্তা, আর তুমি দেশ ছেড়ে দেশান্তরে গিয়ে বিধর্ম্মী শত্রু কর্ত্তৃক দেশটা নিপীড়িত হচ্ছে, নির্লজ্জ ভাবে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌তে চাও? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! ক্ষত্রিয় তুমি, রাজপুত তুমি, তোমার মুখে এ কথা ত শোভা পায় না! যদি তোমার শিরায় এক ফোঁটাও রাজপুত শোণিত চলাচল ক’রতে থাকে, যদি তোমার হৃদয় ক্ষত্রিয় উপাদানে গঠিত হয়,

রাজপুতনার ধূলিকণা যদি তোমার অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তা হ'লে ক্ষত্রবীরের কার্য্য কর, রাজপুত ব'লে নিজেকে পরিচয় দাও; সন্তানের কর্ত্তব্য সাধন কর। সাহসে হৃদয় বেঁধে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে শত্রু দমনে প্রবৃত্ত হও, শত্রুর করাল গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত কর। যদি রণচণ্ডীর রণতৃষ্ণা নিবারণের আবশ্যক হয় ত হৃদয়ের রক্ত দানে সে প্রবল পিপাসা নিবারণ ক'রে দেশে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠার সাহায্য কর।

রূপসিংহ। তাই হোক্ শোভা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

শোভা। এস বীর, তোমাকে স্বহস্তে রণ সাজে সজ্জিত ক'রে সমর ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেই।

(রূপসিংহকে রণ সাজে সজ্জিত করণ)

রূপসিংহ। শোভা, তবে চ'ল্লাম। একবার সেই পূর্ব্বের মত চির পরিচিত স্নেহার্দ্র স্বরে রূপসী ব'লে ডাক।

শোভা। রূপসি! ভবানীপতির চরণে প্রার্থনা করি সমরে বিজয়ী হ'য়ে বিজয় গর্ব্বে ফিরে এস।

রূপসিংহ। তবে বিদায় শোভা।

(রূপসিংহর প্রস্থান)

শোভা। আমিও তোমার সহযাত্রী হ'চ্ছি। তুমি আমার রূপসী, তোমাকে একা ছেড়ে দিয়ে একটুও ভরসা নেই। সংসারাবর্ত্তনে গৃহিণীরূপে চিরদিন তোমাকে আগ্‌লে নিয়ে বেড়িয়েছি, এ মহা সমরপ্রাঙ্গণেও, বীরাঙ্গনারূপে, তোমাকে আগ্‌লে নিয়ে বেড়াব। তুমি জানতে পারবেনা, কিন্তু আমি তোমার

ছায়ার মত সদাসর্ব্বদা পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াব। আমরা রাজপুতানী, ভয় কা'কে বলে জানিনে, প্রাণের মায়া আমরা করিনে। সেবা শুশ্রূষা ক'রতে রাজপুত রমণীর যে হস্ত মমতায় কুসুমের মত কোমল, শত্রু নিধনের জন্য সেই হস্ত অসি ধারণ ক'রতে বজ্রের মত কঠিন। (নিজে ছদ্ম সৈনিকের বেশে সজ্জিতা হইয়া মুকুরে নিজ প্রতিকৃতি দর্শনে) বাঃ, বেশ হয়েছে, শোভা দেবী মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে নবীন সৈনিক। নিজের চেহারা দেখে নিজেই চিন্‌তে পারছি না, অপরে ত পারবেই না। আমার স্থান সর্ব্বদাই আমার স্বামীর পার্শ্বে ; যাই আমি।

(দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া নিষ্ক্রান্ত)

সপ্তম দৃশ্য।

যুদ্ধ স্থল।

[নেপথ্যে রণকোলাহল ও কামানগর্জ্জনের শব্দ।

বিনকাশিম ও কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ]

বিনকাশিম। সৈন্যগণ! এখন তোমরা জীবন মরণের সন্ধি-স্থলে এসে উপস্থিত হয়েছ। চেয়ে দেখ অগণিত রাজপুত বীর তোমাদিগকে সংহার করবার উদ্দেশ্যে উন্মত্ত ভাবে ছুটে আস্‌ছে, অসংখ্য কামানশ্রেণী তোমাদিগকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য বিষম আক্রোশে গর্জ্জন ক'রছে। এ শঙ্কট সময়ে যদি তোমরা মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হও তা' হ'লে ঐ সারিবদ্ধ রাজপুত সৈন্য তোমাদিগকে

সামান্য পতঙ্গের মত দ'লে পিষে চ'লে যাবে। হিন্দুস্থানের গিরি নদী অতিক্রম ক'রে একটি প্রাণীও বাগদাদে ফিরে যেতে জীবিত থাকৃবে না। আমরা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেই সুদূর আরব্যের মরুপ্রান্তর থেকে এই কাফেরের দেশে এসেছি, সে উদ্দেশ্য সফল করা চাই ; এই ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ শস্যশ্যামলা হিন্দুস্থান অধিকার ক'রতে হবে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাফেরদের এমন দেশ মহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে, এখানে আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিতে সেই ঘন অন্ধকার দূর ক'রতে হবে। পবিত্র ইসলামধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমরা এই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি ; যদি তোমরা প্রকৃত মুসলমান হও, পবিত্র ইসলামধর্ম্মের প্রতি যদি তোমাদের যথার্থ ভক্তি থাকে, কোরাণের প্রতি যদি কোন দিন ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন ক'রে থাক, তা' হ'লে এই ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। হৃদয়ের সমস্ত সাহস একত্র ক'রে বিষম বিক্রমে শত্রু দমনে প্রবৃত্ত হও, একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত শত্রু আক্রমণে ছুটে চল, মনে স্থির ক'রে রাখ, হয় জয়, না হয় মৃত্যু। ঐ শোন শত্রুর কামানের গভীর গর্জ্জন। আমাদেরও অসম সাহসী গোলন্দাজ সৈন্যগণ, কি ভীষণ কামান গর্জ্জনে শত্রু পক্ষকে প্রত্যুত্তর প্রদান ক'রছে। তোমরা দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে দুইদিক থেকে শত্রুগণকে আক্রমণ কর।

সৈন্যগণ। আল্লা হো আকবর। জয় বাগদাদের খালিফ সাহান শাহ ওয়ালিদ শার জয়! জয় সেনাপতি মহম্মদ বিনকাশিমের জয়! আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর!

(সকলের উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ছুটিয়া আক্রমণের জন্য বেগে প্রস্থান)

(রণমল্ল ও রাজপুত সৈন্যগণের প্রবেশ)

রণমল্ল। ঐ দেখ মুসলমান সৈন্যগণ দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে দু'দিক থেকে আমাদের আক্রমণ ক'রেছে, তোমরা এখনই চতুরঙ্গ ব্যূহ গঠন কর। এক একজন রাজপুত অন্ততঃ চারিজন শত্রু নিধন ক'রে তবে আহত হবে। আর দেরী ক'র না, এখনই ব্যূহ রচনা ক'রে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ কর।

সৈন্যগণ। হর হর হর, বোম্ বোম্ বোম্। জয় আলোরের মহারাজের জয়, জয় সিন্ধু অধিপতির জয়!

(সকলের বেগে প্রস্থান)

(ছদ্ম সৈনিকের বেশে শোভাদেবীর প্রবেশ)

শোভা। উঃ, কি ভীষণ যুদ্ধ। ওদিকে আমার স্বামী দেবতা মুসলমানের অগণিত সৈন্য ও পরাক্রম দেখে মহা ভীত হ'য়ে আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চল হ'য়ে গেছেন। তাঁকে উত্তেজনা বাক্যে উৎসাহিত ক'রে প্রাণপণে যুদ্ধ করবার জন্য উপদেশ দেওয়ার দরকার হয়েছে, নতুবা শীঘ্রই শত্রুহস্তে পতিত হ'য়ে বন্দী হওয়ার সম্ভব। এদিকে দেখ্ছি, দেশের নৃপতি অশ্ববল্গা সংযত ক'রতে পারছেন না; কামানের ভীষণ গর্জ্জনে অশ্ব মহা বিচলিত হ'য়ে পড়েছে, তাঁর প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়েছে। এখন আমি কোন্ দিকে যাই? আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য কোন্‌টা?—স্বামীকে দেখা, না, রাজাকে উদ্ধার করা?—মহারাজকে উদ্ধার করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামী আমার প্রভু, কিন্তু রাজা আমার প্রভুর প্রভু, এ সসাগরা রাজ্যের প্রভু! আমাদের সকলের জীবনের চেয়ে মহারাজের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। সুতরাং আগে

তাঁকেই রক্ষা ক'রতে হবে। আর দেরী ক'রব না ; ঐ গেল, গেল, সব বুঝি শেষ হ'য়ে যায়। মা রণচণ্ডী! আর একটু সময় দাও মা, আমার এ অনভ্যস্ত চরণে একবার ছুটে যাবার মত শক্তি এনে দাও।

(শোভাদেবীর মহাবেগে প্রস্থান)

(চারণী বেশে ভীমা দেবী ও তৎশিষ্যাগণের প্রবেশ ও গীত)

(গীত)

শস্য শ্যামল হিন্দুস্থান।
চঞ্চল চরণে, রক্তিম বরণে
নেমে এসে ঊষা রাণী
করে হেথা সুধা দান।
বিহগ কাকলী তানে
নবসুর বাজে প্রাণে,
নেচে ওঠে প্রতি শিরা
শুনে সেই জয় গান।
বসন্ত-মলয়-স্পর্শে
সোনার ভারতবর্ষে
জেগে ওঠে সুপ্ত জীব
মৃতদেহে পায় প্রাণ।

(চারণীগণের প্রস্থান)

(অশ্বপৃষ্ঠে রাজা দাহির ও অশ্ব বল্‌গা ধরিয়া
শোভা দেবীর প্রবেশ)

দাহির। কে তুমি যুবক এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে, অসীম সাহসে ও বিপুল বিক্রমে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে

উন্মত্ত অশ্বের বল্‌গা ধ'রে আজ আমার প্রাণ রক্ষা ক'রলে ? তুমি জান কি যুবক আজ তুমি কা'র প্রাণ রক্ষা করেছ ?

শোভা। (অভিবাদন করিয়া) আজ আমি সমস্ত তাতা বংশকে, সমগ্র সিন্ধু প্রদেশকে পিতৃহীন হ'তে রক্ষা করেছি। মা রণচণ্ডীকে শত শত ধন্যবাদ যে আজ এ অধম হ'তে একটি অমূল্য জীবন রক্ষা পেয়েছে।

দাহির। আমার প্রাণ দিয়েও তোমার এ ঋণ কখনও পরিশোধ ক'রতে পারব না। তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই, সিন্ধু রাজ্যের রাজ ভাণ্ডার আজ তোমার জন্য উন্মুক্ত, তুমি কি পুরস্কার চাও ?

শোভা। (অভিবাদন করিয়া) আমি আপনারই একজন সামান্য সৈনিক, সামান্য প্রজা। আপনারই অন্নে এ জীবন গঠিত। আজ আমার প্রভুর, আমার জাতির প্রভুর, আমার দেশের প্রভুর, প্রাণ রক্ষা ক'রতে পেরেছি, এই আমার পরম পুরস্কার হয়েছে। অন্য কোন পুরস্কার গ্রহণে অধীনের হস্ত আর হৃদয় কলুষিত ক'রতে আজ্ঞা ক'রবেন না মহারাজ।

দাহির। তোমার কার্য্যে তোমার কাছে চিরঋণে আবদ্ধ হয়েছি। তোমার কথায় মুগ্ধ হ'য়ে আমার হৃদয় তোমাকে দান ক'রলাম। যুদ্ধ শেষ হোক, এ অশান্তি ঘুচে যাক, তখন যদি বেঁচে থাকি এ ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের চেষ্টা ক'রব। তোমার নাম কি যুবক ?

শোভা। এ অধীনের নাম শোভন সিংহ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মুসলমান শিবির।

(মহম্মদ বিনকাশিম ও রতন সিংহ আসীন)

কাশিম। আপনার কৃত এ উপকার আমরা কখনও ভুল্‌তে পারব না সিংহজী।

রতন। আপনাদের অনুগ্রহ, আপনাদের অনুগ্রহ।

কাশিম। না সিংহজী, আপনার মত মহাশয় ব্যক্তির সাহায্য না পেলে আমরা এখানে একদণ্ডও টিকৃতে পারতাম না, হিন্দুস্থানের মৃত্তিকায় আমরা পদস্পর্শ ক'রতেই সমর্থ হ'তাম না, যুদ্ধ করা ত দূরের কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত অপমানিত, লাঞ্ছিত হ'য়ে অবনত মস্তকে বাগদাদে ফিরে যেতে হ'ত, স্বদেশে প্রতিপক্ষের ব্যঙ্গোক্তি, কুটিল কটাক্ষ, বক্র হাসি নীরবে সহ্য ক'রতে বাধ্য হ'তাম। আপনিই আমাদের সে দারুণ অপমানের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন। আপনার কাছে আমরা চিরঋণে আবদ্ধ হয়েছি।

রতন। মহাশয়ের উদারতা, মহাশয়ের মহানুভবতা।

কাশিম। আপনাদের সৈন্য সংখ্যা কত সিংহজী?

রতন। আমাদের সৈন্যসংখ্যা কেন ব'ল্‌ছেন সেনাপতি? আমার শত্রু সংখ্যা কত বরং তাই জিজ্ঞাসা করুন। আমি

রাজপুত সৈন্যদলে আছি মাত্র, কিন্তু আমি রাজপুত সৈন্যর এক-জন প্রধান শত্রু। শত্রুর মাঝে মিত্র সেজে আছি, সুযোগ পেলে শত্রুপক্ষ নির্ম্মূল ক'রতে ক্রুটী ক'রব না। আমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমি স্বজাতির শত্রু, স্বজাতি আমার শত্রু।

কাশিম। তা বটে, তা বটে, সে কথা ঠিক। তা' রাজপুত সৈন্য কত হবে সিংহজী ?

রতন। অনুমান দশ সহস্র থেকে দ্বাদশ সহস্রের মধ্যে হ'তে পারে। তবে জেনে রাখ্‌বেন সেনাপতি, তা'রা সকলেই যোদ্ধা। রাজ আইন অনুসারে রাজপুতনার সকল ব্যক্তিকেই রণকৌশল শিক্ষা ক'রে রাখ্‌তে হয়। তাই রাজপুতনার সকলেই এমন সাহসী বীর, এমন অদ্ভুত যোদ্ধা। দেখুন সেনাপতি, মন্ত্রী আমাকে মুসলমান সৈন্য সংখ্যা কত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, রাত্রির অন্ধকারে ঠিক অনুমান ক'রতে পারিনি, সম্ভবতঃ সাত আট সহস্রের কম হবে না। আসল অনুমান গোপন ক'রে আপনাদের সংখ্যা অনেক কম ব'লে জানিয়েছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস হয়ে থাকে, আর যদি আপনাদের সংখ্যা কত তদন্ত না ক'রে থাকেন, তা হ'লে সুবিধাই হবে, শত্রু সংখ্যা কম জেনে নিশ্চিন্ত থাক্‌লে আমাদের জয়লাভে বেশী কষ্ট হবে না।

কাশিম। আপনার এ দয়াও আমাদের মনে থাক্‌বে। রাজপুত সৈন্য কি ভাবে সজ্জিত হ'য়েছে সিংহজী ?

রতন। সিন্ধু প্রদেশের সমগ্র অধিবাসী রণসাজে সজ্জিত হ'য়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সমগ্র যোদ্ধার এক চতুর্থাংশ

রাজধানী ও রাজপুরী রক্ষার্থ আলোরে অবস্থান ক'রছে, বাকী সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে, একদল সেনাপতি রণমল্লর অধীনে আর একদল স্বয়ং মহারাজা দাহিরের নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। রণমল্ল চতুরঙ্গ ব্যূহ গঠিত করেছে, আপনারা খুব সাবধানে থাক্‌বেন, আপনাদের এক সঙ্গে চারদিক থেকে আক্রমণ ক'রবে। রাজা দাহিরের অধীনে সৈনগণ পরিপার্শ্ব ব্যূহ রচনা দ্বারা রণমল্লর ব্যূহ-পার্শ্ব রক্ষা ক'রে আপনাদের একেবারে গতি-রোধ ক'রবে। আপনারা এই ব্যূহ ভেদের জন্য পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত থাক্‌বেন। রাজপুতজাতি ন্যায়-যুদ্ধের একান্ত পক্ষপাতী, অন্যায় যুদ্ধ রাজপুত বীরের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য। আপনারা প্রত্যক্ষে ন্যায় যুদ্ধ দেখাবেন, কিন্তু পরোক্ষে অন্যায় যুদ্ধের সাহায্য বিশেষ-ভাবে গ্রহণ ক'রবেন; তবে খুব বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য সমাধা ক'রতে হবে, যা'তে তা'রা কোন রকমে সন্দেহ না করে।

কাশিম। আপনার উপদেশ অনুসারে সৈন্যগণকে শিক্ষা দেওয়া হবে।

রতন। আর এক কথা! রাজপুতজাতি তা'দের দেশের রাজাকে সাক্ষাৎ দেবতা ব'লে জ্ঞান করে। তাঁর একটা সামান্য কথা তা'রা দেবতার আদেশের চেয়েও বেশী মানে। রণক্ষেত্রে সেই রাজা নিজে উপস্থিত থাকলে, যুদ্ধের সময় সেই দেবতাকে অষ্টপ্রহর চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেলে, তাঁর জলদগম্ভীর উৎসাহ বাক্য শুন্‌লে, রাজপুত সৈন্যের হৃদয়ে দ্বিগুণ সাহস বাড়বে, রাজপুত বীর চতুর্গুণ শক্তি লাভ ক'রবে। তখন সেই দুর্দ্দমনীয় রাজপুত জাতিকে পরাজিত করা একেবারেই অসম্ভব হবে। রাজা

দাহিরের উপর আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ্‌বেন। কোন রকমে রাজা দাহিরকে বিনষ্ট ক'রতে পারলেই জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। যেমন ক'রেই হোক সর্ব্বাগ্রে মহারাজকে নিহত করা চাই। প্রভুকে হারালে রাজপুত সৈন্য ক্ষণকালের জন্য সাহস, বুদ্ধি, সকলই হারাবে, রাজার মৃত্যুতে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে সাময়িক অবসাদে তা'রা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়বে, সেই অবসরে আমরা সহজেই জয়লাভ ক'রতে পারব।

কাশিম। রাজা দাহিরকে আমরা চিন্‌তে পারব কি প্রকারে সিংহজী ?

রতন। যাঁর গর্ব্বোন্নত মস্তকে ফিরোজা রংয়ের উষ্ণীষের মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একখান সুবৃহৎ হিরকখণ্ড নবোদিত প্রভাত অরুণের রশ্মির মত চারিদিকে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ ক'রবে, তাঁ'কেই সিন্ধুপ্রদেশের অধিপতি রাজা দাহির ব'লে জান্‌বেন।

কাশিম। আপনার অনন্ত দয়া সিংহজী, আমাদের প্রতি আপনার অপার করুণা। সমগ্র মুসলমান জাতিকে আপনি সহৃদয়তাগুণে, অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করেছেন। খোদা আপনার মঙ্গল ক'র্‌বেন। যতদিন মুসলমান জাতির অস্তিত্ব থাক্‌বে, ততদিন তা'রা আপনার কৃত এই পরম উপকার স্মরণ ক'রে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রবে। এ প্রত্যুপকার ঋণ আমরা কখনও শোধ ক'রতে পারব কিনা সন্দেহ।

রতন। আপনার কৃপা থাক্‌লেই শোধ হবে সেনাপতি। আপনার সেই প্রতিজ্ঞা যেন স্মরণ থাকে, যুদ্ধে জয়লাভ হ'লে

আলোর-রাজদুহিতা সুপ্রা দেবী আর আলোরের সিংহাসন আমার হস্তে সমর্পণ করার কথা যেন বিস্মরণ হবেন না।

কাশিম। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন সিংহজী, সর্ত্তের কথা আমাদের বেশ স্মরণ আছে।

রতন। দেখ্‌বেন সেনাপতি, কার্য্য উদ্ধার হ'লে শেষে যেন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবেন না।

কাশিম। না, না, সে ভয় নেই। বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যে হিন্দুস্থানের অধিবাসী যেমন পটু এমন আর কোন দেশের অধিবাসী নয়। বিশ্বাসঘাতকতা হিন্দুস্থানের নিজস্ব। হিন্দুস্থানের মাটীর দোষ সিংহজী, মাটীর দোষ, সেই মাটীতে যখন পা দিয়েছি তখন নিজেকেও বড় বিশ্বাস নেই, শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াবে ব'ল্‌তে পারিনে।

রতন। হা হা হা, যা ব'লেছেন সেনাপতি, মাটীর দোষই বটে। হা হা হা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রূপ সিংহর কুটীর।

(ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ। রূপসিংহর গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ)

রূপসিংহ। (রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া) শোভা! শোভা! অ শোভা! দুয়ার খোল, আমি এসেছি।—এ কি? কারও সাড়া পাইনে কেন? (পুনরায় দ্বারে করাঘাত করিয়া) দুয়ার

খোল শোভা, আমি অনেকক্ষণ থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি :—আশ্চর্য্য! দুয়ার ভিতর থেকে বন্ধ, অথচ এত ডাক্‌ছি, তবু শোভার সাড়া নেই, ব্যাপার কি? কোন অসুখ বিসুখ হ'য়ে প'ড়ে নেই ত? হয় ত উঠ্‌তে পারছে না, কথা কহিবারও শক্তি নেই; তা' যদি হ'য়ে থাকে ত সর্ব্বনাশ! জানালা শুদ্ধ বন্ধ, ভিতরের কিছু ত দেখ্‌বারও জো নেই। (দ্বারে পুনরায় আঘাত করিয়া) শুন্‌তে পাচ্ছ শোভা? আমি এসেছি, শিগ্‌গির দুয়ার খোল। শোভা, অ শোভা!—গলায় দড়ি দিয়ে মরে নি ত? শোভা আমাকে খুব ভালবাসে, তা'র রূপসী অন্ত প্রাণ। রূপসিংহ থেকে কেটে ছেঁটে কেমন সোহাগের নামটি বা'র করেছে 'রূপসী'। আমার বিরহ সহিতে না পেরে শোভা শেষকালে গলায় দড়ি দিয়ে আড়াকাঠে ঝুল্‌ছে না ত? নহিলে এত ডাকাতেও সাড়া নেই! একি হ'ল? এ যে আমার যুদ্ধ-ক্ষেত্র ছিল ভাল দেখ ছি, প্রাণের ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে এ কি বিপদে প'ড়লাম! দেখি একটু জোরে ঘা মেরে আর একটু বেশী ক'রে ডেকে।—শোভা, শোভা, দুয়ার খোল, আমার শরীর বড় অবসন্ন, আর দাঁড়া'তে পারছিনে, শিগ্‌গির দুয়ার খোল।

(শোভা দেবী কর্তৃক বাতায়ন উদ্ঘাটন)

শোভা। বাহিরে ডাকে কে?

রূপসিংহ। শোভা! আমি, আমি, শিগ্‌গির দুয়ার খোল।

শোভা। আমি কে?

রূপসিংহ। আমার গলার স্বরে চিন্‌তে পারছ না শোভা? আমি রূপসিংহ।

শোভা। কেন, আমার স্বামী কি রণ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন? তুমি কি তাঁর প্রেতাত্মা?

রূপসিংহ। ভয় নেই শোভা, আমি মরিনি, বেঁচে আছি। সশরীরে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

শোভা। ভয় আমার আরও বেড়ে গেল। তুমি মরনি, বেঁচে আছ, সশরীরে ফিরে এসেছ, তা'তে আমার যত ভয় হচ্ছে, এতক্ষণ তোমার প্রেতাত্মা এসেছে ভেবে, মনে এত ভয় হয় নি।

রূপসিংহ। এ কথা কেন শোভা?

শোভা। তুমি রাজপুত হ'য়ে একথা কেন, জান্‌তে চাচ্ছ? কাপুরুষ! এ কেনর উত্তর তোমার নিজের মনকে স্থির হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, সেই মনই সঠিক উত্তর দেবে। তুমি রণক্ষেত্র থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে রমণীর অঞ্চলের আবরণে লুকিয়ে থাক্‌বার জন্য গৃহ কোণে ছুটে এসেছ, জাননা কি রণ-ক্ষেত্র হ'তে পলায়ে আসিলে গৃহের দ্বার রাজপুত সৈনিকের নিকট চিরদিন রুদ্ধ হ'য়ে থাকে? রাজপুত নারী সধবা হয়েও বিধবার সাজ ধারণ ক'রে জগতকে জানাতে চায় যে, তা'র স্বামী রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসেনি, রণক্ষেত্রেই তা'র অন্তিম শয্যা রচনা করেছে। জাননা কি যে, রাজপুত মহিলা রণক্ষেত্র হ'তে পলায়িত স্বামীর মুখ দর্শন ক'রতেও ঘৃণা বোধ করে, ভীরু কাপুরুষ স্বামী রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে জেনে অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত ক'রে সেই চিতায় নিজের জীবন আহুতি দিয়ে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে? আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার স্বামী এখনও জীবিত আছেন, প্রাণ ভয়ে

রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছেন। যখন তোমার আকৃতি স্বচক্ষে দেখ্ছি, নিজের চক্ষুকে যখন অবিশ্বাস ক'রতে পারছিনা, তখন বুঝ্তে হবে, আমার স্বামী বীরের মত স্বদেশের জন্য তাঁর প্রাণ উৎসর্গ ক'রেছেন, বীরের মত রণক্ষেত্রকে অনন্ত শয্যা ক'রে মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। আমার ধারণা তুমি আমার স্বামী নও, আমার মৃত স্বামীর দুষ্ট প্রেতাত্মা। তুমি ফিরে যাও, প্রেতাত্মার এ গৃহে প্রবেশের অধিকার নেই, আমার এ দেহ স্পর্শ করবার শক্তি নেই, এ গৃহের দ্বার তোমার পক্ষে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ।

রূপসিংহ। (ব্যথিত স্বরে) নিষ্ঠুর শোভা, তবে চ'ল্লাম। বড় আশায় শান্তি লাভের জন্য তোমার স্নিগ্ধ প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হ'তে তৃষিত পরাণে ছুটে এসেছিলাম, লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হ'য়ে রণক্ষেত্রে ফিরে চ'ল্লাম। যদি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রতে পারি, তবেই আবার তোমার কাছে আস্ব, নহিলে এই শেষ দেখা। রণক্ষেত্রেই আমার অন্তিম শয্যা পাতব, শত্রুশোণিত পান ক'রে অন্তিম তৃষ্ণা নিবারণ ক'রব, মৃতদেহ উপাধান ক'রে চির নিদ্রায় অভিভূত হব। স্নেহময়ী পত্নীর সুন্দর মুখের পরিবর্ত্তে শবরাশির বিকট মুখ ভঙ্গিমা দর্শন ক'রতে ক'রতে শেষ আঁখি-পল্লব পড়বে, সুভাষিণী সহধর্ম্মিণীর স্নেহমাখা মধুর সান্ত্বনা বাক্যের পরিবর্ত্তে মুমূর্ষু সৈনিকের যন্ত্রণা-কাতর আর্ত্তনাদ শুন্তে শুন্তে আমার কাছে জগতের সকল শব্দ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে যাবে। তবে চল্লাম। শোভা, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর শোভা, বোধ হয় এই আমাদের শেষ দেখা হ'ল।

(প্রস্থান)

শোভা। শেষ দেখা কেন হবে প্রভু? আমি অর্দ্ধাঙ্গিনী তোমার, সম্পদে বিপদে তোমার ছায়া আমি, ছায়ার মতই সদা সর্ব্বদা তোমার আশে পাশে, সম্মুখে পিছনে থাকৃব, ছায়ার মত তোমার পিছনে পিছনে চল্‌ব। রণাবসানে শ্রান্ত হ'য়ে যখন তুমি বিশ্রাম ক'রবে, তখন তোমার মস্তক ক্রোড়ে ল'য়ে ব'সব; অঞ্চলের বাতাসে তোমার শ্রান্তি অপনোদন ক'রব। স্ত্রী বিলাসের দ্রব্য নয়, স্ত্রী শুধু সোহাগের পাত্রী নয়, স্ত্রী বিপদের সহায়, স্ত্রী ধর্ম্মের সাহায্য কারিণী। কর্ত্তব্যের কঠোর শাসনে তোমাকে যে অপ্রিয় বাক্য ব'ল্‌তে হ'ল, তোমার প্রাণ রক্ষা করতে তোমার উদ্দেশে শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ তীর নিজের বক্ষে বিঁধে নিয়ে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব। আর দেরী করা হবে না, সর্ব্বদাই ভয় আমার রূপসী কখন অসাবধানে শত্রুর সম্মুখে প'ড়ে যান। এতক্ষণ কি ক'রে ফেল্লেন তাই বা কে জানে? মা রণচণ্ডী, তুমিই তাঁকে রক্ষা ক'র। তবে চ'ল্লাম।

(দ্বারে চাবিবন্ধ করিয়া নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য।

[স্থান—রাজপুত শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

রাজা দাহির, সেনাপতি রণমল্ল প্রভৃতি আসীন। বাহিরে সঙ্গীত শ্রুত হইতেছিল]

(নেপথ্যে গীত)

কেন কেন মন　　প্রাণের এমন
কর মায়া অকারণে।
শমনেরে তুমি　　মিত্র ব'লে জেনো
অরি নাহি ভেব মরণে।

*　　*　　*　　*

রণমল্ল। (জনৈক প্রহরীর প্রতি) কে এমন বেয়াদব, মহারাজের শিবিরের এত সন্নিকটে গান গেয়ে প্রভুর বিশ্রামে ব্যাঘাত ক'রছে? দেখত হে। ভারী বেয়াদবী। এখনই গান বন্ধ ক'রে দাও।

(গীত চলিতেছে)

*　　*　　*　　*

সে যে ছুটে এসে মায়ার বাঁধনে,
বেঁধে নিয়ে যায় মঙ্গল সাধনে,

*　　*　　*　　*

দাহির। (প্রহরীকে যাইতে দেখিয়া) না, না, সঙ্গীত বন্ধ ক'রে দেবে কেন? কোন সৈনিক সারা দিনের রণশ্রান্তে কাতর হ'য়ে এখন সেই শ্রান্তি বিনোদনের জন্য তন্ময়চিত্তে গান গাচ্ছে, সে গান কি বন্ধ ক'রতে আছে? সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে

প্রাণের সকল জ্বালা, সকল অশান্তি নিমেষে ভুলিয়ে দেয়। সঙ্গীতে যার প্রাণ আকর্ষণ না করে, সে একেবারে হৃদয়হীন। সঙ্গীত ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের আরাধনায় বাধা দিতে যাওয়া মহা পাষণ্ডের কার্য্য।

(গীত চলিতেছে)

*　　*　　*　　*

সে যে জননীর মত　　শান্তি দেয় কত
শোক তাপ জ্বালা হরণে।

*　　*　　*　　*

প্রহরী। মহারাজ! এ কোন রণশ্রান্ত সৈনিকের সঙ্গীত নয়। যে বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ সৈনিক হুজুরালির শির লক্ষ্য ক'রে তীর নিক্ষেপ ক'রেছিল, দৈবক্রমে নিক্ষিপ্ত তীর উষ্ণীষে বিদ্ধ হ'য়ে মহারাজের মস্তক থেকে উষ্ণীষ ভুলুণ্ঠিত হওয়ায় দারুণ আঘাত থেকে মহারাজ রক্ষা পেয়েছেন, যে স্বদেশ-দ্রোহী রাজপুত কুলাঙ্গার হুজুরালির প্রাণ বিনাশের চেষ্টায় ছিল, সেই বন্দী যুবক এই গান গাচ্ছে।

(গীত চলিতেছিল)

*　　*　　*　　*

ভালবাস তুমি অসার বাসনা,
সার যাহা তা ত' ভাল ত' বাসনা,

*　　*　　*　　*

রণমল্ল। মহারাজ! সেই রাজ-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের বিচার এই সন্ধ্যার সময় ক'রবেন আজ্ঞা ক'রেছিলেন, তা'কে এখন আনান হবে কি?

(গীত চলিতেছিল)

* * * *

শুধু আমি আমি করি' দিবা বিভাবরী
যাপ' সবি ভুলি' স্মরণে।

* * * *

দাহির। না রণমল্ল, সে এখন মন খুলে গীত গাচ্ছে, সে গানে বাধা দিয়ে কাজ নেই। তা'র গান শেষ হোক্, তারপর সে যুবকের বিচার হবে।

(গীত চলিতেছে)

* * * *

কেন কেন মন প্রাণের এমন
কর মায়া অকারণে।
শমনেরে তুমি মিত্র ব'লে জেনো
অরি নাহি ভেব মরণে।
সে যে ছুটে এসে মায়ার বাঁধনে,
বেঁধে নিয়ে যায় মঙ্গল সাধনে,
(সে যে) জননীর মত শান্তি দেয় কত
শোক তাপ জ্বালা হরণে।
ভালবাস তুমি অসার বাসনা,
সার যাহা তা' ত' ভাল ত' বাসনা,
(শুধু) আমি আমি করি' দিবা বিভাবরী
যাপ' সবই ভুলি' স্মরণে।

দাহির। আহা, কি মধুর সঙ্গীত! যে এমন প্রাণ খুলে তন্ময় হ'য়ে মধুর কণ্ঠে গান ক'রতে পারে, যে এমন গান গেয়ে

অপরের পাষাণ প্রাণ গলিয়ে দিতে পারে, যা'র গান শুনে এমন নীরস নয়ন কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দেয়, সে কখনও বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে না। বিশ্বাসঘাতকের কণ্ঠে এমন মধুর সঙ্গীত কখনও স্থান পায় না। আচ্ছা, সে বন্দীকে এখন আনতে পার।

(জনৈক প্রহরীর প্রস্থান)

রণমল্ল। মহারাজ! রাজদ্রোহী যুবক সম্ভবতঃ শত্রুপক্ষের নিকট হ'তে উৎকোচ গ্রহণ ক'রে এই ঘৃণিত কার্য্য ক'রে থাক্‌বে। অপরাধীকে উচিত শাস্তি দেওয়াই রাজধর্ম্ম।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ শোভাদেবীকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

দাহির। এই অল্প বয়স্ক প্রিয়দর্শন যুবক আমার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করেছিল? এ যুবককে যেন কোথায় দেখেছি। এই সুন্দর ও সরল মুখ যে আমার পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে। তোমায় কোথায় দেখেছি যুবক?

শোভা। (অভিবাদন করিয়া) এই রণক্ষেত্রেই অধীনকে দেখে থাকবেন প্রভু।

দাহির। এ মধুর কণ্ঠস্বরও যেন আমার পরিচিত। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে। এ যে আমার সেই প্রাণদাতা। এই যুবকই একদিন অসীম সাহসে অসংযত অশ্বের রশ্মি অমিত তেজে ধারণ ক'রে আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছিল। যুবক! যে প্রাণ সেদিন মৃত্যুর করাল কবল থেকে স্বেচ্ছায় রক্ষা ক'রেছিলে, সেই প্রাণ আজ স্বহস্তে গ্রহণ করবার জন্য তোমার এত আকিঞ্চন কেন? তোমার মুখ দেখে ত বিশ্বাস হয় না যে, তুমি রাজদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক!

শোভা। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ! আমি এখন বন্দী,

বন্দীর কথায় কেউ কখনও সহজে বিশ্বাস করে না। বিশেষতঃ আমার দোষ ক্ষালনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে আমি অসমর্থ। আমি সত্যকথা ব'ল্‌লে কি আপনার বিশ্বাস হবে?

দাহির। হাঁ হবে, আমার প্রাণদাতার কথা, সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, সহজে অবিশ্বাস ক'রতে পারব না। যে, একদিন এই প্রাণ স্বেচ্ছায় রক্ষা করেছিল, সে যে বিনা কারণে আজ সেই প্রাণ নিতে চেষ্টা করেছে, তা' আমার বিশ্বাস হয় না।

শোভা। (রাজার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া) তবে শুনুন মহারাজ, আপনি আমার পিতা, আপনি আমার প্রভু, আপনি আমার দেবতা। আমি রাজদ্রোহী নই, আমি বিশ্বাস-ঘাতক নই। আমি আপনার শির লক্ষ্য ক'রে তীর নিক্ষেপ করিনি, আমার লক্ষ্যভূত ছিল, আপনার শিরস্ত্রাণ। শত্রুপক্ষ আপনাকে বিনষ্ট করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ক'রছে, আর তা'দের একমাত্র লক্ষ্য আপনার হিরকমণ্ডিত উষ্ণীষ, এ আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। তাই, আপনার সন্নিকটে যেতে সক্ষম না হ'য়ে অগত্যা ধনুর্ব্বাণের সাহায্যে তীর নিক্ষেপে আপনার সেই উষ্ণীষ অপসারিত ক'রে সাধারণের সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে দিয়ে বিপক্ষের বিভ্রম জন্মিয়েছিলাম। দোহাই মহারাজ, আর কখনও বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন না, যা'তে ক'রে শত্রুপক্ষ সহজেই রাজা ব'লে চিনে ফেল্‌তে পারে। রাজার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হ'লে প্রজার দাঁড়াবার আর স্থান থাকবে না। রাজার স্নিগ্ধ বক্ষই প্রজার একমাত্র আশ্রয়।

দাহির। বালক! এ আশ্চর্য্য রকম অব্যর্থ শরসন্ধান তুমি কি প্রকারে শিখ্‌লে?

শোভা। (অভিবাদন করিয়া) একমাত্র সাধনা বলে মহারাজ।

দাহির। এস আমার প্রাণদাতা, আমি স্বহস্তে তোমার শৃঙ্খল বন্ধন উন্মোচন ক'রে দেই।

(রাজা দাহির কর্ত্তৃক শোভা দেবীর শৃঙ্খল মোচন)

তুমি আমার কাছে নতজানু হ'য়ে তোমার দোষ প্রক্ষালন ক'রছিলে, আর আমার প্রাণদাতা তুমি, বিনাপরাধে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে কষ্টভোগ করেছ, আমার সেই অপরাধের জন্য আমি তোমার কাছে নতজানু হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি।

(রাজা দাহিরের নতজানু হওন; শোভা দেবীর সসব্যস্তে দাহিরের হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

শোভা। মহারাজ! আমরা আপনার সন্তান। সন্তানের নিকট নতজানু হ'য়ে সন্তানকে মহাপাতকে নিমগ্ন ক'রবেন না।

দাহির। যুবক! তুমি আমার সন্তান নও, তুমি আমার প্রাণদাতা পিতা।

শোভা। জয় আলোরের মহারাজের জয়।

সকলে। (সমস্বরে) জয় আলোরের মহারাজের জয়, জয় সিন্ধু অধিপতির জয়।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

(ভীষণ কামান গর্জ্জনের শব্দ। কয়েকজন মুসলমান সৈন্যসহ মহম্মদ বিন কাশিমের প্রবেশ)

কাশিম। ঐ, ঐদিকে রাজপুত সৈন্য পালাচ্ছে, মার, মার, যা'কে হাতিয়ারের মধ্যে পাবে, তা'কেই কেটে দু'খণ্ড ক'রে ফেল। চারদিক থেকে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ কর, বিপক্ষ হীন-বল হ'য়ে পড়েছে, একটু চেষ্টা ক'রলেই জয়লাভ হবে। শত্রু পক্ষ ঐ হ'টতে আরম্ভ করেছে, একটি প্রাণীকেও পালাতে দিও না, সম্মুখে যে প'ড়বে তা'কেই কেটে দু'খানা ক'রে ফেল্‌বে। শিগ্‌গির রাজপুত সৈন্যর পশ্চাদ্ধাবন কর।

সৈন্যগণ। আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর। মার, মার; কাট, কাট।

(সকলের বরশা সোজা করিয়া ধরিয়া বেগে প্রস্থান)

(রাজপুত সৈন্যগণের প্রবেশ)

জনৈক সৈন্য। আর রক্ষা নেই, সেনাপতি নিহত হ'য়েছেন। সেনাপতি যে পথে গিয়েছেন আমাদেরও দেখছি সকলকে সেই পথের পথিক হ'তে হবে। আর কোন আশা ভরসা নেই। আমাদের অধিকাংশ সৈন্যই বিনষ্ট হয়েছে, এখন যুদ্ধ অসম্ভব। প্রাণ নিয়ে না পালাতে পারলে শুধু শুধু প্রাণটা নষ্ট করা হবে। চল এখনই পালাই, এখানে আর একদণ্ড থাকলে সিন্ধু দেশে পুরুষ কেউ থাকবে না।

(বেগে শোভা দেবীর প্রবেশ)

শোভা। তোমাদের মত পুরুষ সিন্ধু দেশে থাক্‌লেই বা দেশের কি উপকার সাধন হবে? তোমরা নিজেদের পুরুষ ব'লে মনে ক'রছ, আর আমি ব'ল্‌ছি তোমরা পুরুষ কেউ নও, তোমরা সব কাপুরুষ। কাপুরুষের বেঁচে থেকে মাতৃভূমির কোন লাভ নেই, শুধু তাঁকে অনর্থক তোমাদের পদভার সহ্য ক'রতে হবে। রাজপুত-কলঙ্ক! ভেবেছ প্রাণভয়ে পালিয়ে গৃহ কোণে আশ্রয় নিলেই বুঝি প্রাণটা রক্ষা পাবে? এখানে ম'রলে বীরের মত ম'রতে পারতে, এই পুণ্যক্ষেত্রে জীবন দিলে আত্মার একটা সদ্গতি হ'ত, দেবদূত স্বর্গ থেকে দুন্দুভি বাজিয়ে, বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে, তোমাদের পরমাত্মাকে কোন্ পুণ্যময় স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যেত, তা' তোমাদের মত মহাপাপীর অদৃষ্টে সে পুণ্য সহিবে কেন? ঐ ম্লেচ্ছ যবনের দল বিতাড়িত কুক্কুরের মত তোমাদিগকে কোণ ঠাসা ক'রে ঠেঙ্গিয়ে মারবে, লেলিহান কুক্কুরের মত যবনের পদতলে লুণ্ঠিত হ'য়ে প্রহারের জ্বালায় আর্ত্তনাদ ক'রতে ক'রতে জীবলীলা সাঙ্গ ক'রবে, শৃগাল গৃধিনীতে তোমাদের দুর্গন্ধ গলিত মাংস টেনে ছিঁড়ে খাবে, তোমাদের অদৃষ্টে এই বিধান রয়েছে। নির্ব্বোধ, কাপুরুষ, প্রাণভয়ে পালালেই কি যবনের হাতে রক্ষা পাবে? এখনও ফের', এখনও আশা ভরসা নষ্ট হয় নি, এখনও চেষ্টা ক'রলে রাহুগ্রস্ত রবিকে রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা ক'রতে পারবে।

অপর সৈন্য। সবই বুঝ্‌ছি যুবক, কিন্তু সেনাপতি নিহত হয়েছেন, আমরা নায়ক হীন হ'য়ে পড়েছি। এখন আমরা কা'র উপদেশে চালিত হব?

(রক্তাক্ত কলেবরে রাজা দাহিরের প্রবেশ)

দাহির। তোমাদের রাজা ত এখনও মরে নি, শত্রুর অস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, অজস্র শোণিত পাতে হৃদয় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, তবু এখনও ত প্রাণে বেঁচে আছি। তোমরা সব রাজপুতবীর, তোমরা সব মাতৃভূমির যোগ্য সন্তান, তোমরা জীবিত থাক্‌তে ম্লেচ্ছ যবন কর্ত্তৃক দেশ-জননী নিপীড়িতা হবেন ? তোমাদের দেহে প্রাণ থাক্‌তে বিধর্ম্মী মুসলমান মাতৃ অঙ্গে কলঙ্ক কালিমা লেপন ক'রবে ? রাজপুত কখনও তা' সহ্য করেনি, এখনও সহ্য ক'রতে পারবে আমার তা' বিশ্বাস হয় না। তবে কেন এমন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে প্রাণভয়ে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রছ ? রাজপুত-বীরের বক্ষে শত আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু রাজপুতের পৃষ্ঠ চিরদিন অক্ষত ; সে সত্যের আজ তোমরা অপলাপ ক'রতে উদ্যত হয়েছ কেন ? সেনাপতি রণমল্ল দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, সেনাপতির আসন শূন্য হয়েছে, এ রাজ্যের রাজা আমি, সেই দেশ রক্ষার জন্য আজ রাজার আসন শূন্য ক'রে তোমাদের সেনাপতির পদে নিজেকে বরণ ক'রছি, আজ আর আমি তোমাদের রাজা নহি, আজ আমি তোমাদের সেনাপতি। আমিই তোমাদের এ বিষম যুদ্ধে চালিত ক'রব। ফের' বীর, দেশ আজ মহা বিপন্ন, তোমাদের বিপুল বিক্রমে সেই দেশকে বিপদ থেকে মুক্ত কর, অসীম সাহসে শত্রু নিধনে প্রবৃত্ত হও, শত্রুর শোণিতে মাতৃভূমির কলঙ্ক কালিমা ধুয়ে মুছে ফেল। চল বীর, আমি তোমাদের অগ্রণী হ'য়ে শত্রুর মাঝে প'ড়ে শত্রু ধ্বংসে প্রবৃত্ত হই।

সৈন্যগণ। (সমস্বরে) জয় আলোরের মহারাজের জয়, জয় সিন্ধু অধিপতি মহারাজ দাহিরের জয়। হর হর হর, বোম্ বোম্ বোম্।

(সকলের মহাবেগে প্রস্থান)

(কাশিম ও মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ)

কাশিম। উঃ, কি ভীষণ বিক্রম! সৈন্যগণ, খুব সাবধানে শত্রুপক্ষের গতিরোধ কর। ভীষণ বিষধরের লাঙ্গুলে আঘাত করা হয়েছে, বিষাক্ত সর্প আহত হ'য়ে ফণা বিস্তার ক'রে দংশন করবার জন্য গ'র্জ্জে উঠেছে, সুপ্তসিংহ তরবারির আঘাত পেয়ে জাগরিত হয়েছে, এখন রীতিমত সাহসের সঙ্গে শত্রুর মস্তকে দারুণ আঘাত ক'রতে না পারলে মরণ অবশ্যম্ভাবী। চেয়ে দেখ রাজপুত বীরের কি অতুল সাহস, কি ভীষণ বিক্রম! রাজপুত সৈন্য এখন শেষ সময়ে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে, বিশেষ সাবধানে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ কর, শত্রু পক্ষ নির্ম্মূল কর। ঐ মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য বিনষ্ট ক'রতে, বীর তোমরা, তোমাদের বেশী কষ্ট পেতে হবে না। ঐ, ঐ রাজপুত সৈন্য, একসঙ্গে সকলকে আক্রমণ কর।

সৈন্যগণ। আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর!

(সকলের বেগে প্রস্থান)

(শোভা দেবীর প্রবেশ)

শোভা। যাঃ, সর্ব্বনাশ হয়েছে, মহারাজ নিহত হয়েছেন; মহাকাশের নবগ্রহের একটা গ্রহ যেন খ'সে পড়েছে, একটা দিক্‌পালের যেন পতন হয়েছে। আমি কাছে থাক্‌তে পারলে আর

এটুকু ঘ'টতে পারত না, শত্রুর নিক্ষিপ্ত বর্শা নিজ বক্ষে পেতে নিয়ে মহারাজকে রক্ষা ক'রতাম। একটু দেরী হ'য়ে, চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে সব শেষ হ'য়ে গেল। সিন্ধু প্রদেশ! আর তোমাকে রক্ষা ক'রতে পারা গেল না! এতদিন তুমি হিন্দুর পূজিতা ছিলে, এখন ম্লেচ্ছের পদদলিতা হবে! তুমি সাধ ক'রে হিন্দুর মস্তক থেকে নেমে যবনের পদে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে! হে আমার স্বদেশ, চিরদিন তোমাকে ভক্তিপুষ্পে পূজা ক'রে এসেছি, কোমল পুষ্প অর্ঘ্যর চেয়ে সুকঠিন লৌহনিগড় তোমার প্রিয় হল? বুঝেছি মা, তুমি পাষাণময়ী, পাষাণের অঙ্গে কোমল জিনিষের স্থান হয় না, কঠিন পাষাণে কঠিন লৌহ শৃঙ্খলই মিশ খায় ভাল!

(বহু রাজপুত সৈন্যগণের প্রবেশ)

জনৈক সৈন্য। যাঃ, সব শেষ হ'য়ে গেছে; সেনাপতি গেছেন, মহারাজ পর্য্যন্ত নিহত হয়েছেন, প্রায় সকল সৈন্য ধ্বংস হয়েছে। ঐ মুসলমানের বিজয় উল্লাসের রব উঠেছে, আর আমরা কা'র সঙ্গে যুদ্ধ ক'রব, কা'র উপদেশে চল্‌ব? যুদ্ধ ক'রে আর কোন ফল নেই। তবু মহারাজ এতক্ষণ আমাদের চালিত ক'রেছিলেন, এখন তাও শেষ হ'য়ে গেছে। আর না পালালে উপায় নেই, শুধু শুধু প্রাণ নষ্ট ক'রে লাভ কি হবে?

শোভা। সৈন্যগণ, পালিয়েও ত কোন লাভ নেই, তবে শুধু শুধু পালাবে কেন? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এখনও আমরা যে কয়জন আছি, সে কয়জনেও মিলে ত খানিকক্ষণ যুদ্ধ চালাতে

পারব, তা'র মধ্যে কত কি অসম্ভব কাণ্ড ঘ'টে যেতে পারে, অন্য প্রদেশ থেকেও রাজপুত সৈন্য এসে আমাদের সাহায্য ক'রতে পারে। অন্ততঃ আমরা এই কয়জনে বিপক্ষের অনেক সৈন্যও ত নষ্ট ক'রতে পারব, শেষে বীরের আকাঙ্ক্ষিত এই রণক্ষেত্রে সকলে মিলে চির আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে।

অপর সৈন্য। তোমারই উত্তেজনা বাক্যে আমরা একবার যুদ্ধে নেমেছিলাম, তখনও একটু আশা ছিল, এখন সে আশাটুকুও নেই। তখনও জয় লাভের আশা ছিল, প্রাণের মায়াও ভুলে গিয়েছিলাম, এখন নিরাশ হ'য়ে আবার প্রাণের মায়া ফিরে এসেছে। যখন বুঝ্‌ছি আমাদের প্রাণ দিয়েও দেশের কোন উপকার হবে না, তখন ম'রতে কেমন ভয় হ'চ্ছে। জয়াশা আমাদের নেশায় মত্ত ক'রে রাখে, তখন কোন রকম প্রাণের দিকে নজর থাকে না।

(ভীমা দেবী ও তৎসহচরী চারণীগণের প্রবেশ)

ভীমা। ম'রতে ত' একদিন সকলকেই হবে, শত্রুর হস্তে নিপীড়িত হবার জন্য বেঁচে থেকে ত কোন লাভ নেই। রাজপুত বীরের ত প্রাণের মায়া কোন দিন ছিল না, তবে তোমাদের এত প্রাণের মায়া হ'ল কেন? তোমরা সব রাজপুত বীর, তোমাদের এক এক জনার শক্তি, বিপক্ষের চারজনার শক্তির সঙ্গে সমান, তা' হ'লে ত তোমরা এখনও হীনবল হওনি, এখনও যে কয়জন আছ, চেষ্টা ক'রলে অনায়াসেই শত্রুপক্ষকে বিতাড়িত ক'রতে পারবে। রাজপুত বীর! যে প্রাণ একদিন অবশ্যই ত্যাগ ক'র্‌তে হবে, সেই প্রাণের মায়ায় মাতৃভূমিকে এমন বিপন্ন ক'রে, রণভূমি ছেড়ে

পালিও না। সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হও, বিজয়লক্ষ্মী অবশ্যই তোমাদের সাহায্য ক'রবেন।

সৈনিক। কে তুমি মা, শম্ভু নিশম্ভু নিধনের মত স্বয়ং রণরঙ্গিণী হ'য়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হ'লে?

ভীমা। গাও চারণীগণ, মুক্তকণ্ঠে সেই জয়গাথা গাও, যে গাথা শুনে বীরের শিরা উপশিরায় শীতল শোণিত আবার সতেজে বহিতে থাকে, বীরের অবসাদ চিত্ত আবার জয়ের আশায় নেচে ওঠে।

(চারণীগণের গীত)

গাও গাও সবে মুক্ত কণ্ঠে, গাও গাও আজি বীরের জয়,
জন্মেছ যখন মরণ নিশ্চয়, কেন তবে এত প্রাণের ভয়।
এক দিন হেথা বাপ্পাদিত্য ক'রেছিল কিবা ভীষণ রণ,
জিনিতে সমরে নিজ ভুজবলে ক'রেছিল বীর সর্ব্বস্ব পণ।
সে অতুল সাহস শৌর্য্য বীর্য্য হেরি' বিজয়লক্ষ্মী আপন করে.
জয়ের মুকুট বীরের মাথায় তুলে দিল দেবী যতন ভরে।
সে বীরত্ব গাথা আজও গায় সবে, পথে ঘাটে এই বিশ্বময়,
গাও সমস্বরে সেই জয়গাথা, গাও গাও আজি বীরের জয়।
রাজপুতনা বীর-প্রসবিনী, তোমরা যে সেই প্রসূতি-তনয়,
বীরের সন্তান, বীর জাতি ব'লে, তোমাদের সারা জগৎ কয়।
তবে কেন হেন শৌর্য্য বীর্য্য হীন হইয়াছ আজি তোমরা সবে,
অরাতি নিধনে নিবৃত্ত কেনগো হেরিগো সবারে এ মহা আহবে।
ছাড় ছাড় বীর প্রাণের মমতা, ধর ধর বীর শাণিত অসি,
অরাতি নিধনে মাতগো তোমরা বিপুল বিক্রমে সমরে পশি'।
অবশ্য জিনিবে এ মহা সংগ্রামে, বিন্দুমাত্র ইথে নাহিক সংশয়,
চারণী চারণী গাও সমকণ্ঠে, জয় জয় ক্ষত্র বীরের জয়।

(ভীমা দেবী ও চারণীগণের প্রস্থান)

সৈনিক। তাই হবে, আমরা আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। হয় দেশকে শত্রুর হস্ত থেকে মুক্ত ক'রব, না হয়, শত্রুর সেই হস্তে আমরা এ কলঙ্ক থেকে মুক্ত হব। আমাদের এখন চালিত ক'রবে কে?

শোভা। রাজপুত বীর, যদি মনে কিছু না কর ত আমিই তোমাদের চালিত ক'রব!

সৈন্যগণ। তাই হোক্ যুবক, তোমারই আদেশ মেনে আমরা চ'ল্‌ব, তোমাকেই আমরা এ যুদ্ধের সেনাপতি ক'রলাম। হর হর হর, বোম্ বোম্ বোম্।

(উন্মুক্তকৃপাণ হস্তে সকলের বেগে প্রস্থান)

(ক্ষণপরে যুদ্ধ করিতে করিতে রূপসিংহ প্রবেশ করিয়া কয়েক-জন মুসলমান সৈনিকের অস্ত্রে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন)

মুসলমান সৈনিক। উঃ, অনেক কষ্টে বীরকে আহত করা গেছে। হাঁ, একজন প্রকৃত বীর বটে, আমরা কয়জনে এই একজন রাজপুতকে আহত ক'রতে, কি বিষম বেগ পেয়েছি।

অপর সৈনিক। রাজপুতের কে কম তা'ত' বুঝ্‌ছিনে। এই জন্যই রাজপুত জাতির এত বীরত্বর খ্যাতি। রাজপুত সৈন্য ত সব নির্ম্মূল হ'য়ে গেল, এখন চল, সেনাপতি কি আদেশ করেন দেখিগে।

সৈন্যগণ। চল, আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর! জয় বাগদাদের খালিফ সাহান শাহ ওয়ালিদ শাহের জয়, জয় সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিমের জয়।

(মুসলমান সৈন্যগণের প্রস্থান)

রূপসিংহ। আর দেখা—হ'ল না, শেষ সময়ে—একবার—শেষ দেখা—দেখ্‌তে—পেলাম না। ভেবেছিলাম—যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে—হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে—তা'র কাছে—ফিরে যাব,—এত চেষ্টা ক'রেও—কিছুতে কিছু—ক'রতে পারলাম না।—যতক্ষণ শিরায় —শেষ রক্তবিন্দু ছিল—ততক্ষণ পর্য্যন্ত—যুঝেছিলাম—তবু কিছু ক'রতে পারলাম না।—সিন্ধু জননী যবনের—অঙ্কলক্ষ্মী—হবেন—তাই বুঝি—বিধাতার ইচ্ছা।—বিধির ইচ্ছাই—বুঝি পূর্ণ হ'ল। —একটি যুবক—যেন ছায়ার মত—সর্ব্বদাই—আমার কাছে কাছে—থাক্‌ত,—আত্মীয়ের মত—কত যত্ন ক'রত,—বন্ধুর মত—কত দিন—নিজেকে বিপন্ন ক'রে—কত বিপদের হাত থেকে—আমাকে—রক্ষা করেছে,—এই শেষ সময়ে,—যদি তা'কেও একবার—দেখ্‌তে পেতাম—তা হ'লে—আমার দু'টো প্রাণের কথা—শোভাকে জানাবার জন্য—তা'কে—অনুরোধ ক'রে যেতাম।—সে যুবকও—হয়ত—আমার আগেই—চ'লে গেছে,—কেউ ত' আর—বাকী নেই।—সব শেষ—হ'য়ে গেছে।—উঃ, বড় তৃষ্ণা,—তৃষ্ণায়—ছাতি যেন—ফেটে যাচ্ছে,—আমার মুখে —একটু জল দিতে—কেউ কি অবশিষ্ট নেই?—শোভা—শোভা—

(শোভা দেবীর প্রবেশ)

শোভা। এই যে রূপসী, আমি তোমাকে জল দিচ্ছি।

(রূপসিংহর মুখে জল প্রদান)

রূপসিংহ। এসেছ যুবক?—তবে এখনও মরনি?—তা' তুমি—তুমি—আমার—এ নাম—কি ক'রে জানলে যুবক?

শোভা। (সজল নয়নে) রূপসি, হৃদয়েশ্বর, তুমি এখনও আমাকে চিনতে পারছ না ? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি ?

রূপসিংহ। (বাহুতে ভর দিয়া উপুর হইয়া একটু উঠিয়া শোভাকে ভাল করিয়া দেখিয়া) এ যে আমারই—শোভা দেখ্‌ছি।—শোভা,—শোভা—তুমিই যুবক বেশে—সদা সর্ব্বদা—ছায়ার মত—আমার পাশে থেকে— আমাকে শত বিপদ হ'তে—রক্ষা ক'রেছিলে ?—বীরবালা—তুমিই—ঐ কোমল করে—কঠিন অস্ত্র ধ'রে—অমন বিষম বিক্রমে—শত্রু নিধন ক'রছিলে ?—রূপসীর শোভার—এত সাহস—এত বিক্রম ?

(শোভা সজল নয়নে রূপসিংহর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া অধোমুখে রহিলেন)

রূপসিংহ। শোভা,—শোভা—তবে আমি—পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে—যেতে পারব,—তুমি বীরবালা—তোমার ভাবনা—আর আমাকে বেশী—ভাব্‌তে হবে না।—এখন বড় শান্তিতে চ'ল্‌লাম।

শোভা। আমার ভাবনা ভাব্‌তে হবে কেন রূপসী ! আমি সংসারের পথে ছায়ার মত তোমার পাশে থেকেছি, এখন মরণের পথে ছায়ার মতই তোমার অনুসরণ ক'রব ! পতিপদ ছাড়া হিন্দু নারীর ত আর অপর আশ্রয় নেই, সেই আশ্রয় ছেড়ে আমি এখানে কোথায় থাকৃব রূপসী ?

রূপসিংহ। আমি ত—দিন কতকের জন্য—তোমাকে একা—রেখে চ'লে যাচ্ছি—তবে তুমি—কি ক'রবে—শোভা ?

শোভা। আমি একই চিতায় তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধারণ ক'রে সহমরণে যাব।

রূপসিংহ। না শোভা—অন্য সময় হ'লে—তোমাকে নিষেধ—ক'রতাম না—কিন্তু—এখন—অন্তিম অনুরোধ—করছি—সহমৃতা হ'য়ো না।—দেশ এখন শত্রুপূর্ণ,—তুমি এই যুদ্ধে—অপূর্ব্ব সাহস—বিষম বিক্রম—দেখিয়েছ,—আরও দিন কতক থেকে—শত্রুর গ্রাস হ'তে—দেশকে উদ্ধার করবার—চেষ্টা কর।—যদি তুমি দুই হস্তে—দু'জন শত্রুকেও—নিহত ক'রতে পার—তা হ'লেও—শত্রু-পক্ষের সংখ্যায়—দু'জন সৈন্য—হ্রাস হবে।—শত্রু-শোণিতে—তর্পণ ক'রে—আমাদের মৃত আত্মার—তৃপ্তি সাধন ক'র,—তুমি আর দিন কতক—থেকে এস,—যদি তোমাকে দিয়ে—দেশের—কোন উপকারও—সাধিত হয়।—এ শঙ্কট সময়ে—একটি প্রাণের দ্বারাও—অনেক উপকার হ'তে পারে।—দেশের জন্য—বল আমার—এ অনুরোধ—রাখ্‌বে?

শোভা। (সজল নয়নে) রাখ্‌ব।

রূপসিংহ। আঃ, নিশ্চিন্ত—হ'লাম।—বিপক্ষ—এখন কি ক'রছে শোভা?

শোভা। তা'রা এই যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে রাজধানী আলোর অভিমুখে ছুটেছে।

রূপসিংহ। তবে তুমি—আর এক দণ্ডও—বিলম্ব ক'র না,—এখনই রাজপুরীতে—আশ্রয় নাও গে।—শোভা—শোভা—তবে চ'ল্‌লাম,—দু'দিন আগে যাচ্ছি—প্রদীপ হস্তে—পথ দেখাবার—জন্য—স্বর্গের সোপানে—তোমার অপেক্ষায়—দাঁড়িয়ে থাক্‌ব,—যাই আমি,—শোভা—শো—

(মৃত্যু)

শোভা। (উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রূপসিংহর চরণ-যুগল বক্ষে ধারণ করিয়া) রূপসি! রূপসি! প্রাণেশ্বর! গেলে? চ'লে গেলে? আমার হৃদয় আঁধার ক'রে দিয়ে এরই মধ্যে চ'লে গেলে? আমার তিরস্কারে মনে ব্যথা পেয়ে আমার উপর অভিমান ক'রে চ'লে গেলে? এই দুঃখ জ্বালাপূর্ণ সংসার ক্ষেত্র তোমার মত সরল হৃদয় নিরীহ লোকের উপযুক্ত স্থান নয় বুঝে কোন্ চির-সুখশান্তি ভরা প্রেমরাজ্যে আমাকে ফাঁকী দিয়ে চ'লে গেলে? চল বীর, আমিও দু'দিন পরেই তোমার কাছে গিয়ে মিলিত হ'চ্ছি।

পঞ্চম দৃশ্য।

আলোর দুর্গ।

(রাণী চন্দ্রা দেবী)

চন্দ্রা। শুনছি নাকি সব শেষ হ'য়ে গেছে। কেউ আমার কাছে স্পষ্ট এখনও কিছু বলে নি, কিন্তু সকলের মুখের ভাব, সকলের গতিবিধি দেখে সেই রকমই বোধ হচ্ছে। হা বিধাতঃ, হা শঙ্করদেব, ভবানীপতি! সিন্ধুর অদৃষ্টে এ কি বিধান ক'রলে প্রভু! আমরা তোমার পায়ে ত কোন রকম অপরাধ করিনি, তবে আমাদের এমন ভাগ্য বিপর্য্যয় কেন হ'ল দেব? দুর্গরক্ষার ভার

মহারাজ আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন, যদি তিনি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ক'রে থাকেন, তা' হ'লে তাঁর মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার এখন আমার হাতে, আমাকেই এই দুর্গ রক্ষা ক'রতে হবে। নারীর কোমল হৃদয় পাষাণে গঠিত ক'রে, পতিশোক ঠেলে ফেলে রেখে, নয়নের জল দু'হাতে মুছে ফেলে এই রাজ্য শত্রুর গ্রাস থেকে মুক্ত ক'রতে হবে। একি কঠোর শাস্তি আমার!

(জনৈকা পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : রাণী মা, বিশেষ জরুরী কার্য্যের জন্য মন্ত্রী মহাশয় আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

চন্দ্রা। আচ্ছা, তাঁকে নিয়ে এসো।

(পরিচারিকার প্রস্থান ও মন্ত্রীর সহিত পুন প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাণীর জয় হোক্।

চন্দ্রা। সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

মন্ত্রী। মা, বড় নিদারুণ দুঃসংবাদ জানাবার জন্য আজ আপনার কাছে এই অসময়ে আস্তে হয়েছে। রাজ্যের বড়ই বিপদ মা।

চন্দ্রা। সবই বুঝ্তে পারছি বাবা।

মন্ত্রী। মা, যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে, রণক্ষেত্র থেকে একটি রাজপুত সৈন্যও ফিরে আস্তে পারে নি। আর—আর—কি ব'লব মা—

চন্দ্রা। (সজল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে) আপনাকে ব'ল্তে হবে কেন বাবা, আমি সবই ত প্রাণের মধ্যে জান্তে পারছি। আমার অদৃষ্ট যে পুড়েছে, আমার সৌভাগ্যরবি যে চিরদিনের জন্য

অস্তমিত হয়েছে, আমার সীমন্তের সিন্দূর বিন্দু যে ইহজীবনের মত মুছে গেছে, তা' ত' অনেক আগেই মন আপনা হ'তে জান্‌তে পেরেছে। কিন্তু রাজা রাণীর শোক করবারও অবসর নেই, বুঝি অধিকারও নেই। আর কি সংবাদ মন্ত্রিবর?

মন্ত্রী। মা, ম্লেচ্ছ যবন যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বিজয়োল্লাসে রাজধানী আক্রমণ ক'রতে ছুটে আস্‌ছে, পথে তা'রা সকল গ্রাম, সকল পল্লী লুণ্ঠন ক'রে, গ্রাম, পল্লী, নগর অগ্নি প্রদানে ভস্মসাৎ ক'রে ফেল্‌ছে। সুখের মধ্যে সেই সকল গ্রামে মানুষ কেউ নেই, পুরুষেরা যুদ্ধের জন্য বা'র হয়ে এসেছে, রমণীগণ সকলে রাজধানীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। শত্রু এখনই এখানে এসে উপস্থিত হবে। মহারাজ নাই, এখন আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কে উপদেশ প্রদান ক'রবেন মা?

চন্দ্রা। মন্ত্রিবর, এ রাজ্যের রাজা আজ নাই, কিন্তু রাণী এখনও বর্ত্তমান আছে। মহারাজ আমার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ ক'রে গেছেন, আমারই উপদেশে সে রাজ্য এখন শাসিত হবে। স্বর্গীয় মহারাজের প্রতিনিধিরূপে আমিই এ রাজ্য আজ থেকে পরিচালনা ক'রব। আমি আদেশ প্রদান ক'রছি যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজন রাজপুতও জীবিত থাক্‌বে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন এই দুর্গ প্রাণপণে রক্ষা করা হয়। যবনের করে আত্মসমর্পণ কিছুতেই করা হবে না। মুসলমানগণ এসে উপস্থিত হ'তে না হ'তে সমস্ত রাজপুত পুরুষ ও নারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলকে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য আদেশ প্রচার করুন, দুর্গের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য ও রণসম্ভার একস্থানে মজুত করা হোক্। এই কয়টি

আয়োজন শেষ হ'লে দুর্গদ্বার একেবারে দৃঢ়ভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়ার আদেশ ক'রবেন।

মন্ত্রী। যো হুকুম মহারাণী।

চন্দ্রা। আর রাজপুতের মধ্যে কে এমন সাহসী বীর আছে, যে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে দুর্গপরিখার সেতু বাহির হ'তে কামানের সাহায্যে ভঙ্গ ক'রে সন্তরণ দ্বারা দুর্গ প্রবেশের চেষ্টা ক'রতে পারে, সেই সময়ের মধ্যে যদি মুসলমানেরা এসে পড়ে ত জীবন উৎসর্গ ক'রতেও ভীত বা বিচলিত হবে না? কে এ ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রতে রাজী আছে?

(শোভা দেবীর প্রবেশ)

শোভা। (অভিবাদন করিয়া) সে ভার গ্রহণ ক'রতে আমি প্রস্তুত আছি মা।

চন্দ্রা। তুমি অল্পবয়স্ক যুবক, এ গুরুভার সম্পন্ন ক'রতে তোমার প্রাণে বিন্দুমাত্র ভয় হবে না?

শোভা। রাজপুত ভয় কা'কে বলে আজও শিক্ষা করে নি মা। রাজপুতের কাছে দেশের চেয়ে প্রাণ বড় নয়। রাজপুত মা'র পেট থেকে প'ড়েই দেশের জন্য প্রাণ দিতে শিক্ষা পায়, সেই শিক্ষানুসারে কার্য্য ক'রতে তা'দের বয়সের জন্য কিছু যায় আসেনা।

চন্দ্রা। যুবক! তোমার কথায়, তোমার সাহসে বড়ই প্রীতিলাভ ক'রলাম। বেশ, তোমারই প্রতি এ গুরুভার অর্পিত হ'ল। সমগ্র সিন্ধু অধিবাসীর জীবন মরণের ভার এখন তোমার হাতে রহিল। তুমি এখনই দুর্গের বাহিরে একটা কামান স্থাপন ক'রে প্রস্তুত থাক গে। যখন সকল রাজপুত পুরুষ ও নারী, বালক

বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, দুর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে, যখন দুর্গের বাহিরে আর একটি প্রাণীও অবশিষ্ট থাক্‌বে না, তখন সেই কামান দেগে সেতু ভঙ্গ ক'রে পরিখার জলে ঝাঁপ দেবে। সাবধান যুবক, প্রাণ দিও তবু শত্রু হস্তে বন্দী হ'য়ো না।

শোভা। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

(শোভা দেবীর প্রস্থান)

চন্দ্রা। মন্ত্রিবর! আপনি এখনই এই সকল ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে গমন করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

(অভিবাদন করিয়া মন্ত্রীর প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আলোর দুর্গের সম্মুখ।

(দূরে মুসলমানদিগের তূর্য্য নিনাদ ও রণকোলাহল শ্রুত হইতেছিল। শোভাদেবী কামানে আগুন দিতেছিলেন)

শোভা। ঐ বুঝি মুসলমানগণ এসে প'ড়ল। হে দেবাদিদেব শঙ্করদেব, আমাকে আর একটু সময় দাও, যে ভার গ্রহণ করেছি তা' সম্পন্ন করবার সময়টুকুর জন্য মুসলমানের গতি রোধ কর প্রভু।

(মহা গর্জ্জনে কামান হইতে গোলা ছুটিয়া দুর্গপরিখার সেতু ভঙ্গ হইয়া পরিখার জলে নিমজ্জিত হইল)

যাক্, আমার কার্য্য শেষ হ'য়েছে, এখন আমি দুর্গে পৌঁছাতে

না পেরে ম'রলেও আর কোন ক্ষতি বা দুঃখ নেই। ঐ শত্রু এসেছে, জয় মা ভবানী, এ দুর্ব্বল দেহে ক্ষণিক শক্তি এনে দাও মা। জয় শঙ্কর দেব।

(পরিখার জলে ঝম্প প্রদান)

(বিন কাশিম ও মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ)

কাশিম। দুর্গ পরিখার সেতু ভঙ্গ ক'রে ঐ রাজপুত সৈনিক পরিখার জলে সন্তরণ দিচ্ছে ; আর একটু আগে এসে প'ড়তে পারলে সেতুটা ভাঙ্গ্‌তে পারত না। ঐ সৈনিককে দুর্গে প্রবেশ ক'রতে দিও না। সৈনিক! যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে এখনও তুমি আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। আত্মসমর্পণ না ক'রলে এই কামানের গোলাতে ঐ পরিখার অতল জলে ডুবে ম'রবে।

শোভা। (সন্তরণ দিতে দিতে) প্রাণের মমতায় ম্লেচ্ছ যবনের করে আত্মসমর্পণ ক'রে কলঙ্ক পাথারে ডোবার চেয়ে এই দুর্গ পরিখার স্বচ্ছ সলিলে ডুবে মরা যে বড় আরামের, বড় তৃপ্তির খাঁ সাহেব।

কাশিম। রাজপুতের জীবন মরণ যেন খেলার জিনিষ, এটা বরাবরই দেখে আস্‌ছি।

শোভা। সে টা বেশ বুঝেছ ত খাঁ সাহেব? যদি বুঝে থাক ত আর কষ্ট না ক'রে ফিরে গেলে হ'ত না?

কাশিম। (সৈন্যগণের প্রতি) দেখো, যেন ঐ সৈনিক পরিখার অপর পারে না উঠ্‌তে পারে। সৈনিকের উপর আর ঐ দুর্গের প্রতি কামান দাগ।

(মুসলমান সৈনিকগণ পরিখার জলে ও দুর্গের প্রতি কামান দাগিতে লাগিল, ও দিকে দুর্গ হইতেও কামান গর্জ্জন করিতেছিল, শোভা দেবী সন্তরণ দিয়া ডুবিয়া, ভাসিয়া, আবার সন্তরণ দিয়া যাইতে লাগিলেন)

গফুর। রাজপুতনার সমস্ত দুর্গই দুর্ভেদ্য, কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত, কামানের গোলায় ঐ দুর্গ-প্রাচীরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি ক'রতে পারা যাবে না।

কাশিম। ঐ সৈনিক, প্রায় পরিখার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হয়েছে, এখনও উহাকে নিমজ্জিত ক'রতে চেষ্টা কর।

শোভা। (সন্তরণ দিতে দিতে) এখন আমার মরণে শান্তি বৈ দুঃখের কারণ নেই। এখন ম'রতে পারলে আমার হৃদয়েশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার পথ পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। আমার রূপসী যে উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে র'য়েছেন। মরণ যে আমার বড় সুখের, বড় আকাঙ্ক্ষার ধন।

(সঙ্গে সঙ্গে একবার কামান গর্জ্জন হইবামাত্র শোভা দেবী পরিখার অতল জলে নিমজ্জিতা হইলেন)

কাশিম। যাক্, আপদটা ডুবেছে। বড় কৌশল ক'রে, আমাদের দুর্গ প্রবেশের পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়ে গেছে। এখন দুর্গ প্রবেশের আর কোন উপায় নেই। দুর্গ দ্বার বন্ধ রয়েছে, পরিখার জলে সন্তরণ দিয়ে অপর পারে যেতে চেষ্টা ক'রলে বিপক্ষের গোলাতে সকলকেই ঐ অতল জলে নিমজ্জিত হ'তে হবে। দুর্গ প্রাকারে সারি সারি কামান সাজান রয়েছে, কোন উপায় নেই। একটু বিলম্বের জন্য সমস্ত আয়োজন নষ্ট হ'য়ে

গেছে। এখন দুর্গ অবরোধ ক'রে এখানে অপেক্ষা ক'রে থাকা যাক্। রাজপুতগণ যখন খাদ্যের অভাবে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়তে থাক্‌বে, যখন আর তা'দের যুদ্ধ করবার শক্তি মোটেই থাক্‌বে না, সেই সময়ে আমরা পুনর্যুদ্ধে লিপ্ত হব। রাজপুতগণ তখন অগত্যা আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হবে। এখন সকলে এস, এইখানে শিবির সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা যাক্।

সৈন্যগণ। আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর!

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

সপ্তম দৃশ্য।

মুসলমান শিবিরাভ্যন্তর।

(মহম্মদ বিন কাশিম)

কাশিম। একে একে কয়টি মাস অতীত হ'ল, কিছুই ত সুবিধা বোধ ক'রছিনে। সারা নদী তরি বেয়ে এসে তীরের কাছে বুঝি তরি ডুবে যায়। সকল শ্রম দেখ্‌ছি পণ্ড হ'ল। যদি হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হয় তা' হ'লে স্বদেশে এ মুখ দেখান ভার হ'য়ে উঠ্‌বে। বাদশাহ খালিফের কাছে জবাবদিহি করবার কিছু থাক্‌বে না। যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে যদি বরাবর আমরা ছুটে আস্‌তাম তা' হ'লে এ দুর্দ্দশাটুকু ভোগ ক'রতে হ'ত না। বিজয়োন্মত্ত সৈনিকগণ গ্রাম লুণ্ঠন ক'রে আসার জন্যই বিলম্ব হ'য়ে গেল, এই

নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই সমস্ত পরিশ্রম, সকল উদ্যোগ বুঝি বা ব্যর্থ হয়। এখন কি করি? এখানে এমন ভাবে আর কতদিন অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব? রাজপুত জাতির যে রকম কঠিন জান তা'তে হয়ত তা'রা দু' দশ বৎসরই এরূপভাবে দুর্গের মধ্যে ব'সে থাক্‌বে। কত খাদ্যই না জানি তা'রা দুর্গমধ্যে সংগ্রহ ক'রে রেখেছে, আমরা ত তা'র কোন সন্ধানই জানিনে। এমন অনিশ্চিতভাবে এখানে আর কতদিন ব'সে থাক্‌ব? এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আরও কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে দেখ্‌ব, না, স্বদেশে ফিরে যাব?

(আবদুল আজিজের প্রবেশ)

আবদুল। (কুর্ণিশ করিয়া) হুজুর, বিপক্ষের একজন গুপ্তচর পরিখার জলে সন্তরণ দিয়ে এপারে এসে উঠেছিল, তা'কে ধৃত করা হয়েছে।

কাশিম। আচ্ছা, সে গুপ্তচরকে আমার কাছে নিয়ে এস।

আবদুল। যো হুকুম হুজুর।

(আবদুলের প্রস্থান)

কাশিম। গুপ্তচর? বিপক্ষের গুপ্তচর? আমাদের হাতার মধ্যে এসেছে? মৎলব বড় ভাল নয়!

(রতন সিংহকে ধরিয়া আবদুল আজিজ ও তিন চার জন সৈনিকের প্রবেশ)

আবদুল। হুজুর, এই সেই বিপক্ষের গুপ্তচর।

কাশিম। (সাশ্চর্য্যে) য়্যাঁ একি?—আচ্ছা, বন্দীকে এখানে রেখে তোমরা সব বাহিরে যাও।

সৈন্যগণ। (সেলাম করিয়া) যো হুকুম হুজুর।

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

কাশিম। সিংহজী, আপনি? সেলাম বন্দেগী সেলাম। আপনার তবিয়ৎ আচ্ছা আছে সিংহজী?

রতন। সেলাম, সেনাপতি সেলাম। আপনার মেহেরবাণীতে একরকম বেঁচে আছি।

কাশিম। তারপর সিংহজী, আপনি এখানে এত রাত্রে সিং বেশে উপস্থিত কেন? কি খবর?

রতন। আপনাকে একটা অতি গোপনীয় সংবাদ জানাতে এসেছি। দুর্গের মধ্যে খাদ্যাভাব হ'য়ে আস্‌ছে; যে রসদ মজুত আছে তা'তে আর অল্পদিনই চ'ল্‌বে। কাজেই রাজপুত সৈন্য মরিয়া হ'য়ে শীঘ্রই দুর্গের পশ্চাদ্বার উদ্ঘাটন ক'রে, নব উদ্যমে, অমিত তেজে, অতর্কিতভাবে আপনাদের আক্রমণ ক'রবে। সে হঠাৎ আক্রমণের বেগ সহ্য করা বড় কঠিন; সে ক্ষিপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতের ভীষণ রণের সম্মুখে তিষ্ঠান ভার হবে।

কাশিম। তা হ'লে এখন আমরা কি ক'রব?

রতন। সেই কথাই জানাতে আমি চুপি চুপি এই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পরিখা সন্তরণে পার হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি। অনেক কৌশলে দুর্গদ্বার খুলে আমাকে আস্‌তে হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ দুর্গের শেষদ্বার রক্ষার ভার আজ আমার উপর পড়েছে। যদি কেউ জান্‌তে পারে তা' হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে না। যেমন সন্তর্পণে এসেছি, আবার এই রাত্রিতে সেই রকম সন্তর্পণে ফিরে যেতে হবে।

কাশিম। আমাদের জন্য আপনাকে বড়ই কষ্টভোগ ক'রতে হ'চ্ছে।

রতন। কিছু না, কিছু না, এ আমার কর্ত্তব্য।

কাশিম। তা' হ'লে আমাদের এখন কি করা উচিত?

রতন। আপনারা কাল হোক্, পরশু হোক্, হতাশ হ'য়ে ফিরে যাবার ভান ক'রে এখান থেকে কিছু দূরে গিয়ে আত্মগোপন ক'রে থাকুন। আপনারা হতাশ হ'য়ে ফিরে গেছেন মনে ক'রে রাজপুতগণ দু'চার দিনের মধ্যেই দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন ক'রবে, সেই অবসরে আপনারা গুপ্তস্থান হ'তে ফিরে সহসা আক্রমণ ক'রবেন। আপনারা ফিরে গেছেন মনে ক'রে রাজপুত অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকবে, তা'রা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে না হ'তে আপনারা দুর্গ অধিকার ক'রে ফেল্‌তে পারবেন। এই উপায় অবলম্বন ক'রলেই আপনারা সহজে জয়ী হবেন।

কাশিম। দুর্গের মধ্যে রাজপুত সৈন্য কত আছে সিংহজী?

রতন। প্রায় তিন সহস্র হবে। তা' ছাড়া বিস্তর রাজপুত রমণী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আছে। রাজপুত নারীকেও কম মনে ক'রবেন না।

কাশিম। শোনা আছে বটে, তা ছাড়া রাজপুতনায় এসে বেশ বুঝেছি যে, রাজপুতনা শুধু রাজস্থান নয়, রাজপুতনা একটা বীর-স্থান। এমন কঠিন জান কোন দেশে কখনও কা'রও দেখিনি। যে জননী এমন বীর সন্তান সব প্রসব করেন, তাঁ'রা কখনও অবলা নারী হ'তে পারেন না, রাজপুত রমণীগণ নিজেরা বীরাঙ্গনা না হ'লে তাঁদের সন্ততি এমন এক এক অদ্ভুত বীর হ'য়ে কখনও জন্ম-

গ্রহণ ক'রত না। রাজপুত রমণীর স্তন-দুগ্ধ অতি উগ্র, অতি তেজস্কর। সেই দুগ্ধ পান ক'রেই রাজপুতের এত সাহস, এত বিক্রম।

রতন। তা' হ'লে আপনি ঠিক বুঝেছেন। রাজপুত মহিলাও যুদ্ধের সময় অসি হস্তে রণরঙ্গিণী রূপে শত্রু নিধন ক'রতে থাকে। তা'দের সাহস পুরুষের সাহসের চেয়েও বেশী। মনে জান্‌বেন সেনাপতি সর্প অপেক্ষা সর্পীর বিষের তেজ বেশী প্রখর।

কাশিম। সে কথা যথার্থ। দুর্গে যে রসদ আছে, তা'তে আপনাদের কতদিন চ'ল্‌তে পারে ?

রতন। বড় জোর তিনমাস মাত্র চ'ল্‌বে, তারপর সকলকে হয় রণে, না হয় অনশনে ম'রতে হবে। ততদিন কষ্ট ক'রে আপনাদের অপেক্ষা করবার আবশ্যক নেই, যে উপায় বলেছি সেই অনুসারে কার্য্য ক'রলেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

কাশিম। আপনার উপদেশমতই কার্য্য হবে সিংহজী। আপনি নানা রকমে আমাদের চির ঋণে আবদ্ধ ক'রছেন।

রতন। কিছু না, কিছু না, আমার কর্ত্তব্যমাত্র ক'রছি। আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলবেন না সেনাপতি, কার্য্য উদ্ধার হ'লে আলোর-রাজ-দুহিতা সুপ্রা দেবী আর সিংহাসন আমার চাই, যেন স্মরণ থাকে।

কাশিম। অবশ্য, অবশ্য, প্রতিজ্ঞার বিষয় খুব স্মরণ আছে।

রতন। এখন আসি সেনাপতি, আর দেরী ক'রলে সকল রহস্য প্রকাশ হ'য়ে প'ড়তে পারে। এই অন্ধকারে সন্তরণে পরিখা পার হ'য়ে দুর্গে অতি গোপনে প্রবেশ ক'রতে হবে।

সময়ে আবার দেখা হবে; এখন আসি। আপনার সৈন্যদের একটু নিষেধ ক'রে দিন, আর আমাকে গুঁতো গাঁতা না দেয়। আস্‌বার সময় ভারী গুঁতো গাঁতা খেতে হয়েছে, গা টা সব টাটিয়ে উঠেছে।

কাশিম। সত্য না কি? ভারী দুঃখিত হ'লাম। চলুন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

অষ্টম দৃশ্য।

আলোর দুর্গ।

[দুর্গ প্রাকারে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বীরাঙ্গনা বেশে রাণী চন্দ্রাদেবী। দুর্গের বাহিরে রাজপুত সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতেছে। উভয় পক্ষের মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জ্জন ও ভীষণ রণকোলাহল শ্রুত হইতেছে]

চন্দ্রা। রাজপুত বীর, সিন্ধু জননীর সুসন্তান, মাতৃভূমির কুল-প্রদীপ, এখনও তোমরা আশা ছেড় না, এখনও উদ্যম শূন্য হ'য়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ো না, এখনও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে বিপুল বিক্রমে শত্রু নিধন ক'রতে থাক। ক্ষত্রবীর! তোমরা কখনও প্রাণের মমতা কর নি, আজও প্রাণের মায়া ছেড়ে মাতৃভূমির জন্য তোমাদের জীবন উৎসর্গ কর, জীবন ইতিহাসে একটা

কীর্ত্তি রেখে যাও। শত্রু পক্ষ চেয়ে দেখুক রাজপুত বীর কেমন নির্ভীক ভাবে ম'রতে জানে। তোমাদের দেশ শত্রু কর্ত্তৃক পদদলিত হ'চ্ছে, মুসলমান তোমাদের নিপীড়িত করবার জন্য হিংস্র ব্যাঘ্রের মত দ্বারে এসে ব'সেছে, ম্লেচ্ছ যবন তোমাদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী, জননীর প্রতি অত্যাচার করবার জন্য সুযোগ খুঁজছে, যবনের এ স্পর্দ্ধার প্রতিফল দিতে বিরত হ'য়ো না। মুসলমান বড় কৌশল ক'রে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাটিয়ে, ভীম পরাক্রমে আমাদের আক্রমণ ক'রেছে, এ আক্রমণ প্রাণপণে প্রতিরোধ কর, অসীম সাহসে যুদ্ধ ক'রে দেশকে আবার শত্রুর অধিকার থেকে মুক্ত ক'রতে চেষ্টা কর। যখন বুঝ্‌বে জয়-লাভের আর কোন আশা নেই, যখন জান্‌বে বিজয়লক্ষ্মী একান্তই আমাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন, যখন দেখ্‌বে শত্রু একেবারে তোমাদের বুকের উপর এসে পড়েছে, তখন শত্রুর অস্ত্রে প্রাণ দিও, তবু শত্রুর হস্তে বন্দী হ'য়ো না। তোমাদের কুলমহিলাদিগের জন্য একটুও ভাববার দরকার নেই। রাজ-পুত রমণী ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে বেশ জানে, নিজেদের ধর্ম্ম তা'রা নিজেরাই রক্ষা ক'রবে।

জনৈক রাজপুত সৈন্য। জয় আলোরের মহারাণীর জয়। মা! আমরা ম'রতে একটুও কাতর হব না। আমরা হয় শত্রুর হাত থেকে আমাদের দেশটাকে ফের কেড়ে নেব, না হয়, দেশের সঙ্গে আমাদের প্রাণটাও শত্রুকে বিলিয়ে দেব। হিন্দু আমরা, দানই আমাদের ধর্ম্ম, সর্ব্বস্ব দান করবার জন্যই হিন্দু জন্মেছে। হর হর হর, বোম্ বোম্ বোম্।

(ভীষণ কামান গর্জ্জন ও বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। চন্দ্রাদেবী দুর্গ প্রাকার হইতে অবতরণ করার পর দুর্গ প্রাকার শত্রু পক্ষের কামানের গোলায় সশব্দে ভূপতিত হইয়া দুর্গাভ্যন্তর প্রকাশ পাইতে লাগিল)

মন্ত্রী। (রক্তাক্ত কলেবরে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া) মা, আর কোন—আশা ভরসা নেই, সব—শেষ হ'য়েছে,—এত চেষ্টা ক'রেও—দুর্গ রক্ষা—ক'রতে—পারলাম না।—এখন বুঝ্ছি—রতনের কথা—শুনে—মুসলমান—ফিরে গেছে—বিশ্বাস ক'রে—দুর্গ থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে—বাহির হওয়া—আমাদের উচিত হয় নি। বিধাতা—হিন্দুর মনটাকে—বড্ড চক্চকে শাদা—ক'রে গড়েছেন,—তাই হিন্দুর—অত শাদা মনে—অবিশ্বাস, প্রতারণার মত—জিনিষের—কাল ছায়ার দাগ—সহজে পড়ে না!—হিন্দুর মনটা—অত মসৃণ শাদা—না হ'লে—হিন্দুর বোধ হয়—এত দুর্গতি হ'ত না।—মা, সব—শেষ হ'য়ে গেছে—সিন্ধু প্রদেশে—পুরুষ—আর কেউ—থাক্‌ল না,—একা আমি আছি—তা'ও আর—বেশীক্ষণ—নয়। এখন আপনারা,—রাজপুত রমণীগণ,—নিজের নিজের—ধর্ম্ম রক্ষার—উপায় ক'রবেন।—দেখ্বেন মা—যেন নির্ম্মল—নিষ্কলঙ্ক—রাজপুত কুলে—কলঙ্ক লেপন না হয়।—মা, বহুদিন—থেকে—এ রাজ্যের—গুরুভার—বহন ক'রে—এসেছি,—আজ বিধাতা—সে গুরুভার—আমার মাথা থেকে—নামিয়ে দিয়েছেন।—মা, আমার একমাত্র পুত্র—অজিত—আমার আগেই—চ'লে গেছে,—সে দু'দিন—আগে গিয়েছিল—আমিও—দু'দিন

পরে যাচ্ছি,—অজিত—আমাকে—আহ্বান করবার জন্য—দাঁড়িয়ে রয়েছে—একটু দাঁড়াও অজিত—যাই আমি—

(মৃত্যু)

চন্দ্রা। (সজল নয়নে) যাও বীর, এ যাওয়ায় আমাদের দুঃখ নেই। তোমরা সকলে যেখানে গেছ, আমরাও এখনি সেই-খানে গিয়ে মিলিত হ'চ্ছি। আর একটু পরেই এ সোণার রাজ্য শ্মশানে পরিণত হবে, এখানে আর কেউ থাক্‌বে না, এ মহা শ্মশান শুধু শৃগাল গৃধিনীর লীলাক্ষেত্র হবে।

(রাণী বংশীধ্বনি করিবামাত্র বহু রাজপুত রমণীগণ উপস্থিত হইল)

রাজপুত কুললক্ষ্মীগণ, সব শেষ হ'য়ে গেছে, এখনই ম্লেচ্ছ যবন এসে আমাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন ক'রবে। হিন্দু রমণী সব ছাড়তে পারে, ধর্ম্ম কখনও ছাড়তে পারে না। হিন্দুর ধর্ম্ম লোক দেখানর ধর্ম্ম নয়, বাহ্য আড়ম্বরের ধর্ম্ম নয়, ভণ্ডের পোষাকী ধর্ম্ম নয়; হিন্দুর ধর্ম্মে আন্তরিকতা আছে, সজীবতা আছে, প্রাণ আছে, ভাব আছে। হিন্দুর কাছে প্রাণের চেয়েও তা'দের ধর্ম্ম বড়। সেই ধর্ম্ম রক্ষার ভার এখন আমাদের নিজের নিজের হাতে। ম্লেচ্ছ যবন এসে আমাদের জীবিতা দেখ্‌লে আমাদের সে ধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন হবে। যবন এসে উপস্থিত হ'তে না হ'তে আমাদের নিজের নিজের সম্মান রক্ষার জন্য জহরব্রত অবলম্বন ক'রতে হবে। ঐ শোন, যবনের জয়োল্লাস রব, ঐ শোন যবনের গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি। তা'দের দুর্গ প্রবেশের আর অধিক বিলম্ব নেই, এই মুহূর্ত্তে দুর্গের চতুর্দ্দিকে

ক্ষিপ্রহস্তে চিতা প্রজ্বলিত কর। আজ আমরা সকলে এক সঙ্গে চিতারোহণে আমাদের সকল জ্বালা, সকল অশান্তি থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হব, ম্লেচ্ছ যবনকে দেখাব, রাজপুত রমণী প্রাণ দিতে পারে, তবু ধর্ম্ম দিতে পারে না, রাজপুত মহিলার প্রাণের চেয়েও তা'দের আত্মসম্মান অনেক বেশী।

রাজপুত রমণীগণ। জ্বাল, জ্বাল, চিতার আগুন জ্বাল, আমরা এ মোহ-রাজ্য ছেড়ে স্বর্গরাজ্যে যেতে চিতার আগুনে দেহটাকে শুদ্ধ ক'রে নিই।

(রাজপুত রমণীগণ কর্তৃক চতুর্দ্দিকে চিতা প্রজ্বলিত করণ ও রাজপুত রমণীগণের রক্তাম্বরে ভূষিতা হওন)

চন্দ্রা। (সুপ্রা ও বারির হস্ত ধরিয়া) মা সুপ্রা, মা বারি, আমরা সকলেই এক সঙ্গে, একই উদ্দেশ্যে, একই জায়গায় যাচ্ছি। আমরা রাজপুত-নারী, আমাদের হৃদয় পাষাণ দিয়ে তৈরী, এ কঠিন প্রাণে শোক তাপের স্থান নেই। মা, আমি ঢের সয়েছি,—পতিশোক সহ্য করেছি, সন্তান তুল্য প্রজাদের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে সহ্য করেছি, রাজ্য দেশ হারা হয়েছি, তাও বেশ সহ্য করেছি। সহ্য করবার জন্যই আমরা নারী হ'য়ে জন্মেছি। সহ্য করবার শক্তি নারীর খুব আছে। যদিও আমরা সকলে এক সঙ্গে চলেছি, তবুও মা হ'য়ে তোমাদের মৃত্যুটা আর দেখ্‌তে ইচ্ছা করিনে, তাই আমি আগে চিতারোহণ ক'রব, তোমরা আমার প্রদর্শিত পথে অনুসরণ ক'র, এই আমার শেষ ইচ্ছা।

(রক্তাম্বর বেশে ভীমা দেবী ও তৎসহচরীগণের প্রবেশ ও গীত)

(গীত)

দেশ আমাদের সবার বড়, ধর্ম্ম বড় তা'রও চেয়ে,
প্রাণটা মোরা তুচ্ছ গণি, আমরা যে সব বীরের মেয়ে।
বীর-জননী, বীরের জায়া, প্রাণের মোদের নাইক' মায়া,
জহর যজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিব বীরের গাথা গেয়ে।
চিতার আগুন উঠ্‌বে জ্ব'লে প্রাণের জ্বালা যাবে গ'লে,
বীরের গাথা, হোমের শিখা ফেল্‌বে সারা বিশ্ব ছেয়ে।

(জয় মা ভবানী, জয় প্রভু শঙ্কর দেব, হর হর হর, বোম্ বোম্ বোম্ প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে করিতে রাজপুত মহিলাগণ চিতারোহণ করিতে লাগিলেন)

সুপ্রা। (বারির প্রতি) বারি, ভগ্নী! একদিন ভবানীপতির মন্দিরে আমার মুখে জহর যজ্ঞের কথা শুনেছিলে, আর আজ স্বচক্ষে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান দেখ্‌লে।

বারি। দিদি, সে দিন এ ব্রতর কথা তোমার মুখে শুনে আমার প্রাণটা নেচে উঠেছিল, আর আজ স্বচক্ষে দেখে প্রাণে এক নব ভাবের উন্মেষ হয়েছে। দিদি, এমন পুণ্য অনুষ্ঠান, এমন সুখের মরণ হ'তে পারে এতদিন আমার ধারণা ছিল না।

সুপ্রা। ঐ দেখ বোন্, একে একে সকলে চিতারোহণ ক'রেছেন; ঐ চিতা মধ্য হ'তে জননী দেবী ইঙ্গিতে আমাদের ডাক্‌ছেন, এ মহা শ্মশানে শুধু আমরাই দুই ভগ্নী অবশিষ্ট আছি। চল বোন্, এখন এ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিই।

(দুই ভগ্নী জয় শঙ্কর দেব, জয় ভবানীপতি রবে চিতা আরোহণ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে রতন সিংহ ছুটিয়া আসিয়া উভয়কে ধরিলেন)

রতন। সুপ্রা দেবী, বারি দেবী, মুহূর্ত্তের জন্য চিতারোহণে নিবৃত্ত হও। ভগ্নি! তোমাদের জহর ব্রত অবলম্বন করা হবে না। তোমরা চিতারোহণ ক'রলে, তোমাদের পিতৃহন্তার, তোমাদের দেশ-বৈরীর প্রতি প্রতিহিংসা সাধন ক'রবে কে?

সুপ্রা। ভাল মনে ক'রে দিয়েছ। রতন, এতদিনে তুমি ভ্রাতার কার্য্য করেছ, এতদিনে তোমার প্রতিপালকের একটা ঋণ শোধ ক'রলে। খুব সময়ে আমাদের মনে প্রতিহিংসানল জ্বালিয়ে দিলে। ভাই আমার, আজ তুমি ভাইয়ের মত কার্য্য করেছ। সত্যই আমাদের চিতারোহণ করা হবে না। আমরা ম'রলে আমাদের পিতৃ-মাতৃ-হন্তার, আমাদের দেশ-বৈরীর, আমাদের সর্ব্বস্ব অপহারকের কৃত-কর্ম্মের প্রতিশোধ নেবে কে? আমরা ম'রলে সেই দস্যু এই মহা-শ্মশানের উপর আবার সোণার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা ক'রে, এই সাজান বাগানের ফল ভোগ ক'রবে। তা হবে না, আমাদের পিতৃ-মাতৃ-হন্তার উষ্ণ শোণিতে তর্পণ না ক'রে, এই রক্ত চন্দনের পরিবর্ত্তে সেই তপ্ত রক্তের ফোঁটা না কেটে মরা হবে না। আজ চিতার আগুনের সঙ্গে প্রাণের জ্বালা না মিশিয়ে পিতৃহন্তা বিন কাশিমের উষ্ণ শোণিতে দুই হস্ত রঞ্জিত ক'রে জ্বালা নিবারণ করবার জন্য বেঁচে রহিলাম। এস ভগ্নী, প্রাণে জাগাও শুধু প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা।

(আল্লা হো আকবর রব করিতে করিতে বিন কাশিম ও মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ, বারি দেবী ও সুপ্রা দেবীর এক কোণে নিশ্চল ভাবে অবস্থান)

কাশিম। উঃ, কি বীভৎস দৃশ্য, কি পবিত্র মহা শ্মশান!

আমরা কোরাণের বয়েনের খাতিরে কাফেরের ধর্ম্মকে ঘৃণা করি বটে, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, ধর্ম্ম যাই হোক্ না, ধর্ম্ম রাখ্‌তে শুধু কাফেরই জানে, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শুধু কাফেরই বুঝেছে। এই এত বড় রাজ্য জয় ক'রে, এই এত বড় একটা দেশ অধিকার ক'রে আমরা একটি লোককেও পেলাম না, শুধু লাভ হ'ল একটা মহা শ্মশান, রক্ত রঞ্জিত, ভস্মমাখা, নরকঙ্কালে পূর্ণ একটা শ্মশান রাজ্য!

রতন। না, না, সেনাপতি, আপনার বিজয় গৌরবের পুরস্কার স্বরূপে এখনও তিনটি রত্ন জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে। তা'র মধ্যে দু'টি রত্ন এই, আর একটি রত্ন—মহারত্ন—এই,—এই—এই আমি।

কাশিম। এ দু'টি উজ্জ্বল রত্নই বটে, এ রত্ন যেন বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে, এ রত্ন খোদার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এঁরা কে?

রতন। এই, এইটিই সেনাপতি আমার চির আরাধ্য, চির অভীষ্ট আলোর রাজ দুহিতা সুপ্রা দেবী, আর এই রত্নটি আমার এঁরই ভগ্নী, আমার শ্যালিকা, সহোদরা শ্যালিকা।

কাশিম। সমস্ত রমণী দেখ্‌ছি এই মহা-শ্মশানে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তা' এঁরা দু'টিও ত রাজপুত মহিলা, তবে এখনও বেঁচে আছেন যে?

রতন। (নিজের বুকে হাত দিয়া) এই আমারই বুদ্ধির কৌশলে, সেনাপতি, আমারই বুদ্ধির জোরে। আমিই কত বুঝিয়ে, কত সাধ্য সাধনা ক'রে তবে এঁদের এখনও কোনমতে

বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার বুদ্ধির কৌশলে, আমারই জন্য যেমন আপনি যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, তেমনি আমারই বুদ্ধির জন্য এঁদের দু'টিকে এখনও দেখ্‌তে পাচ্ছেন।

কাশিম। (স্বগতঃ) তোমারই বুদ্ধির কৌশলে আমরা জয়লাভ করেছি বটে! এত স্পর্দ্ধা! আচ্ছা থাক, একটু উপকার তোমার দ্বারা পেয়েছি বটে, সেই খাতিরে সহজে তোমাকে কিছু ব'লে দরকার নেই।

রতন। ভাব্‌ছেন কি সেনাপতি? এ দু'টি রত্ন আমার জন্য আর আপনার জন্যই জন্মেছিল। এখন আপনার প্রতিজ্ঞামত বড়টিকে আমার হাতে দিন, আর ছোটটিকে আপনি আপনার অঙ্কশায়িনী করুন।

সুপ্রা। (রোষ কষায়িত নেত্রে চাহিয়া) উঃ, কি পাষণ্ড! কি কৃতঘ্ন!

কাশিম। তা' ত' হ'তে পারে না সিংহজী। বিজয়লব্ধ কোন জিনিষেরই আমাদের অধিকার নেই, সমস্তই আমাদের প্রভু সেই শাহান শাহ বাদশাহ খালিফেরই প্রাপ্য, তাঁর জিনিষ, তাঁকেই পাঠিয়ে দিতে হবে। তা' ছাড়া এ অমূল্য রত্ন ত আপনার আমার মত দরিদ্রের কুটীরে শোভা পাবে না, সে যে ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো হবে, এ রত্ন বাদশার অন্তঃপুরে শোভা পাবার জন্য জন্মেছে, এ ফুল খালিফের প্রমোদ উদ্যান আলো করবার জন্যই ফুটেছে।

রতন। (সাশ্চর্য্যে) সে কি কথা সেনাপতি? আমাদের যে এই সর্ত্ত ছিল।

কাশিম। কি ক'রব সিংহজী, প্রভুর অনুমতি ব্যতীত বিজয়-

লব্ধ কোন জিনিষ কাউকে দান করবার ত আমার অধিকার বা ক্ষমতা নেই। সর্ত্ত রক্ষা ক'রতে পারলাম না, ক্ষমা ক'রবেন সিংহজী। এ মনোমোহিনী সুন্দরী রাজকন্যা দু'টিকে এখনই বাগদাদে সেই শাহান শাহ বাদশাহ খালিফের হারেমে পাঠাতে হবে।

রতন। কোন উপায় নেই সেনাপতি ?

কাশিম। না সিংহজী।

রতন। ও-হো-হো ! হা অদৃষ্ট ! বুকটা ভেঙ্গে গেল। আচ্ছা, আলোরের সিংহাসন আমাকে দিবার সর্ত্ত আছে, তাই দিয়ে এখন প্রত্যুপকার সাধন করুন।

কাশিম। অবশ্য, অবশ্য। সাহায্যকারীকে খালিফের অধীন করপ্রদ রাজা ক'রতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আপনাকে সিন্ধুরাজ্য দান ক'রে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা আর আপনার কৃত উপকার ঋণ পরিশোধ ক'রছি। আমরা উপকারীর প্রত্যুপকার সাধনে কখনও বিস্মৃত হইনে। কিন্তু একটা কথা সিংহজী, আপনি কাফের, কাফেরকে সিংহাসন দান আমাদের রীতি বিরুদ্ধ। আপনি পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হোন্, এখনই আপনাকে করপ্রদ নৃপতি ব'লে স্বীকার ক'রছি, সিন্ধুরাজ্য আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। মৌলবী এখানেই উপস্থিত আছেন, আপনি এখনি দীক্ষিত হ'তে পারেন। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম ব'লে জান্‌বেন্ সিংহজী।

রতন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক ! হিন্দু রাজপুত জাতি হ'য়ে সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মে দীক্ষিত হব ? রাজপুতকে

এ কথা ব'ল্‌তে তোমার সাহস হ'ল? কি ব'লব, নিজের বুদ্ধির দোষে এখন শক্তি হারিয়েছি, নহিলে এ স্পর্দ্ধার প্রতিফল আজ তোমাকে ভোগ ক'রতে হ'ত। বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন, সে দিনের কথা ভুলে গেছ? যে দিন আমার কণামাত্র কৃপালাভের জন্য সামান্য ভিখারীর মত আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলে, সেদিন সে কৃপাটুকু না পেলে এতদিন মুসলমানের রক্তে রাজপুতনা রঞ্জিত হ'ত, তোমাদের বিচূর্ণ মস্তক রাজপুতনার ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে থাকৃত। এখন কার্য্য উদ্ধার হয়েছে তাই সে দুর্দ্দিনের কথা ভুলে গেছ? তোমাদের হজরৎই তোমার এ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেবেন। স্থির জেনো সেনাপতি, বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতিষ্ঠিত রাজ্য কথনও স্থায়ী হবে না। আমি অভিসম্পাত করছি, যে রাজ্য জয় ক'রতে এমন কৃতঘ্নতা ক'রলে সে জয়ের পূর্ণ আনন্দ যেন তোমাকে ভোগ ক'রতে না হয়।

কাশিম। (সরোষে) সাবধান কাফের, তোমার কলঙ্কিত জিহ্বা সংযত কর। বিশ্বাসঘাতক আমি? আমি ত বিদেশী, বিধর্ম্মী, কোন্ সুদূর মরুভূমি থেকে এখানে দেশ জয় ক'রতে, ধর্ম্ম প্রচার ক'রতে, অধিকার বিস্তৃতি করবার উদ্দেশ্যে এসেছি। ছলে হোক্, বলে হোক্, কৌশলে হোক্, সেই দেশ জয় করাই আমার ধর্ম্ম, ধর্ম্ম প্রচার করাই আমার কার্য্য,—আমার সেই ধর্ম্ম আমি রেখেছি, আমার সেই কার্য্য আমি করেছি। আর তুমি?—দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী, স্বজাতিহন্ত্রী, সামান্যা রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায়, তুচ্ছ রাজ্যের লোভে, কি ভয়ঙ্কর পাপ করেছ, কি বিষম বিশ্বাসঘাতকতা করেছ? বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন কুক্কুর! তোমার জন্য খোদা পৃথক জাহান্নম

তৈরী ক'রছেন, সেইখানে তোমাকে জ্ব'লে পুড়ে, প'চে ম'রতে হবে। বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী কুলাঙ্গার, তোমার মুখ দেখ্‌লেও ঘৃণা হয়, পাপ হয়।

রতন। তবে রে ম্লেচ্ছ যবন, তোর বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ কর্।

(তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বিন কাশিমকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবামাত্র তিন চার জনা সৈনিক ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল)

কাশিম। আবদুল আজিজ, এই দুর্ব্বৃত্ত মহা পাপিষ্ঠ শয়তান কাফেরকে অর্দ্ধ প্রোথিত ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াওগে।

সুপ্রা দেবী। জগদীশ্বর, তোমার একটা ন্যায় বিচার এতক্ষণে শেষ হ'ল।

কাশিম। (সুপ্রা দেবী ও বারি দেবীর প্রতি) মা, তোমাদের এখনই সসম্মানে বাগদাদে সাহান শাহ বাদশাহর কাছে পাঠাতে হবে, আমার কর্ত্তব্য মা, সন্তানের অপরাধ নিও না।

(আবদুল আজিজ রতন সিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল ও রতন সিংহ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অনুসরণ করিল)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কনোজের রাজসভা।

(রাজা হরচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট। মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, দৌবারিক প্রভৃতি সমাসীন। বন্দীগণের স্তুতিগান)

(গীত)

বন্দে রাজন্, বন্দে রাজন্, বিধাতার প্রতিমূর্ত্তি,
তুমি গো মোদের জনক জননী, তুমি আশা, তুমি স্ফুর্ত্তি।
তোমারি ছায়ায় জুড়াই জীবন,
রোষ-বহ্নি তব জাগায় মরণ,
তোমারি ঈঙ্গিতে, ভ্রমি পথে পথে,
তব জ্ঞান-দীপে জ্বালিয়া বর্ত্তি।
স্নেহেতে হৃদয় করিয়াছ জয়,
শাসনেতে দূর করিয়াছ ভয়,
সাম্যনীতি প্রভু শিখায়ে সবারে
ন্যায়, ধর্ম্ম হেথা ক'রছে পূর্ত্তি।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ, আলোর থেকে সেই দূত ফিরে এসেছে।

হরচন্দ্র। ফিরে এসেছে? তা'কে এখনই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক্।

হরচন্দ্র। কি সংবাদ দূত ? যা' শোনা গেছে তা' কি সত্য ? কতদূর কি জান্‌তে পারলে ?

দূত। পূর্ব্বের ঘটনা যতদূর মহারাজ শুনেছিলেন তা' সমস্তই সত্য।

হরচন্দ্র। তারপর ?

দূত। দু'বার ফিরে যাওয়ার পর শেষবারে খালিফের জামাতা মহম্মদ বিনকাশিম সেনাপতি পদে নিযুক্ত হ'য়ে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ ক'রতে আসে।

হরচন্দ্র। তারপর ?

দূত। মহারাজ দাহিরের প্রতিপালিত রতন সিংহ তখন দেওয়াল বন্দরের অধ্যক্ষ। তিনিই নাকি উৎকোচ গ্রহণে মুসলমানকে বন্দরে নামিতে সাহায্য করেন।

হরচন্দ্র। বটে ? তারপর ?

দূত। মুসলমান বন্দরে নেমে প্রথমেই দেওয়াল বন্দরের দুর্গ অধিকার করে। বেশ নির্ব্বিবাদে বিনা পরিশ্রমে দুর্গ অধিকৃত হয়। তার পরেই তা'রা রাজধানীর দিকে ছুটে যায়।

হরচন্দ্র। তারপর কি হ'ল ?

দূত। মধ্যপথে সেনাপতি এসে তা'দের গতিরোধ করেন। সাত দিন ধ'রে সেখানে যুদ্ধ চলে। বিশ হাজার মুসলমানের বিপক্ষে

বার হাজার রাজপুত বীর বিষম বিক্রমে যুদ্ধ করে। সে, কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! কিন্তু এত ক'রেও রাজপুত শেষ রাখ্‌তে পারলেন না। সেই যুদ্ধে উপস্থিত বীর আর কেউ জীবিত রহিলেন না। সকলেই সেই পুণ্য রণক্ষেত্রে অনন্ত শয্যা পেতে চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'লেন, শুধু সেই বিশ্বাসঘাতক কুলাঙ্গার রতন সিংহ দুর্গে ফিরেছিল।

হরচন্দ্র। মহারাজ দাহির তখন কোথায় ছিলেন?

দূত। ঊর্দ্ধে, ঐ স্বর্গরাজ্যে। তিনিও সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। সেনাপতি রণমল্ল নিহত হওয়ার পর, সেনাপতির অধীন রাজপুত সৈন্যগণ বিচলিত হ'য়ে হ'টতে আরম্ভ করেছিল, মহারাজ দাহির তা'দের উত্তেজনা বাক্যে উৎসাহিত ক'রে স্বয়ং তা'দের নেতা হ'য়ে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেই যুদ্ধে মহারাজ স্বয়ং ও সমস্ত রাজপুত সৈন্য নিহত হয়েছেন।

হরচন্দ্র। তারপর কি হ'ল?

দূত। মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বিজয়োন্মত্ত হ'য়ে রাজধানী আলোর অভিমুখে অগ্রসর হয়। মহারাণী চন্দ্রা দেবী অবশিষ্ট সমস্ত রাজপুত পুরুষ ও নারীদিগকে দুর্গে প্রবিষ্ট হ'তে আদেশ করেন ও দুর্গ প্রবেশের সেতু ভঙ্গ ক'রে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করবার জন্য আজ্ঞা দেন। মুসলমান পথে আস্‌তে আস্‌তে সিন্ধু দেশের সকল গ্রাম, সকল পল্লী ভস্মীভূত ক'রে, ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে এসে দেখে, দুর্গসেতু ভগ্ন, দুর্গপ্রবেশের উপায় নেই। তখন তা'রা দুর্গ অবরোধ ক'রে ব'সে থাকে।

হরচন্দ্র। কতদিন দুর্গ অবরোধ ক'রে ব'সে ছিল?

দূত। প্রায় চার মাস হবে। শেষে বিশ্বাসঘাতক রতন

সিংহর উপদেশে তা'রা হতাশ হ'য়ে ফিরে যাবার ভান ক'রে শিবির তুলে কিছু দূরে একটা পর্ব্বতের অন্তরালে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। রাজপুত সৈন্যগণ মুসলমান পালিয়েছে মনে ক'রে রতন সিংহর পরামর্শে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করবামাত্র যবন গুপ্তস্থান থেকে বহির্গত হ'য়ে অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণ করে। সেই মহাযুদ্ধে সিন্ধুরাজ্যে অবশিষ্ট যে কয়েক সহস্র পুরুষ জীবিত ছিলেন, তাঁরা চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত ক'রলেন, সিন্ধু প্রদেশে পুরুষ আর কেউ রইল না, রহিল শুধু বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ রতন সিংহ।

হরচন্দ্র। বটে? রাজপুত কুলমহিলাদের অবস্থা কি হ'ল?

দূত। তাঁরা রাজপুতনারীর একমাত্র কর্ত্তব্য, একমাত্র ভরসা পবিত্র জহর যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রলেন।

হরচন্দ্র। তা হ'লে সমস্ত কুলমহিলা, সিন্ধুরাজ্যের সকল রাজপুত নারী নিজেদের ধর্ম্ম, আত্মসম্মান রক্ষা ক'রতে পেরেছেন?

দূত। সকলেই পেরেছেন—শুধু—

হরচন্দ্র। থাম্‌লে কেন দূত? কি ঘটেছে বল।

দূত। শুধু রাজকন্যা দু'জনে পারেন নি।

হরচন্দ্র। রাজকন্যা দু'জনে পারেন নি? তাঁ'রা পারেন নি কেন?

দূত। তা'রা চিতারোহণে উদ্যত হয়েছিলেন, এমন সময়ে সেই দুষ্ট নরাধম রতন সিংহ এসে বাধা দেয়।

হরচন্দ্র। বটে? বাধা দিবার উদ্দেশ্য কি?

দূত। সেই কৃতঘ্ন কুক্কুর বিজেতা যবনের কাছে জ্যেষ্ঠা রাজ-দুহিতার পাণিপ্রার্থী হয়েছিল।

হরচন্দ্র। বটে? তারপর?—তারপর রাজকন্যাদ্বয়ের অবস্থা কি হয়েছে?

দূত। বিন কাশিম তাঁদের সসম্মানে বাগদাদে খালিফের হারেমে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হরচন্দ্র। (সেনাপতির প্রতি) সেনাপতি, সেই নরাধম বিশ্বাসঘাতক রাজপুত-কুলাঙ্গার কৃতঘ্ন কুক্কুর রতন সিংহের ছিন্ন মুণ্ড ত্রিরাত্রি মধ্যে আমার কাছে হাজির করা চাই। তারপরে অন্য ব্যবস্থা।

দূত। তা'র আর কোন উপায় নেই মহারাজ। সে মহা-পাপিষ্ঠের পাপের বিচার এখানকার মত শেষ হ'য়ে গেছে। সেই দুর্ব্বৃত্ত, জ্যেষ্ঠা রাজকন্যার আশায় হতাশ হ'য়ে বিন কাশিমের কাছে আলোরের সিংহাসন চায়। বিন কাশিম তা'কে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে সিংহাসন গ্রহণ ক'রতে বলায়, সেই পাপিষ্ঠ তরবারি কোষমুক্ত ক'রে বিন কাশিমকে আক্রমণ ক'রতে উদ্যত হয়। সেই অপরাধে মুসলমানেরা তা'র অর্দ্ধদেহ মাটীতে পুতে ক্ষিপ্ত কুক্কুর দিয়ে খাইয়েছে। সে এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য, প্রাণ যেন শিউরে ওঠে। পাপের প্রতিফল সে হাতে হাতে পেয়েছে।

হরচন্দ্র। না, তা'র দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ঠিক উপযুক্ত ভাবে ভোগ করা হয় নি, গুরু পাপে লঘু দণ্ড হ'য়েছে। প্রতিদিন তা'র প্রতি অঙ্গ একটু একটু ক'রে কেটে, লবণের ছিটে দিয়ে অন্ধকার কারাকক্ষে অনাহারে শুকিয়ে মারলে তবে পাপের তা'র প্রতিফল একটু দেওয়া হ'ত। যাক্, যা হ'য়ে

গেছে তার আর কোন উপায় নেই। সেনাপতি! কনোজের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে দুরাত্মা বিন কাশিমকে কনোজের ভাবী রাজমহিষীর মান ইজ্জৎ নষ্টের উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও। যে আমার আশাবৃক্ষ মূলে গরল সিঞ্চন ক'রেছে, যে আমার সুখোদ্ভাসিত-নিশা নৈরাশ্য-তিমিরে ভরিয়ে দিয়েছে, যে আমার আশা-প্রদীপ বিষাক্ত নিশ্বাসে নির্ব্বাণ ক'রেছে, তা'কে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সমগ্র কনোজ তা'র বুকের উপর চেপে ব'সে, তা'র বুকের রক্ত আকণ্ঠ পান ক'রে সমস্ত সৈন্যসহ তা'কে চূর্ণ ক'রে ফেল। যাও সেনাপতি, সারা কনোজে একটা তাড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়ে দাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাগদাদ—বিনকাশিমের কক্ষ।

(বানু বেগম)

(গীত)

হৃদয়-আসন পাতি'   হেথা আমি দিবা রাতি
আছি ব'সে তা'রি আশে আকুল পরাণে,
বড় আশে যদি এসে   দেখা নাহি পেয়ে শেষে
ফিরে যায় পাছে সে গো সজল নয়ানে।
কোমল হৃদয়ে তা'র   বাজিবে বিষম ভার
বড় ব্যথা হৃদে পেয়ে যাবে ফিরে অভিমানে।
তা'রি পুণ্য স্মৃতি ল'য়ে   আছি তা'রি পথ চেয়ে
আসিবে, আসিবে মম জীবনে বা মরণে।

বানু। কতদিন হ'য়ে গেল, কত সুদীর্ঘ রজনী বিরহের হা হুতাশে আর তপ্ত আঁখি জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে কেটে গেল, তবু ত তিনি আজও এলেন না। দিন যেন আর যেতে চায় না। কতদিন তাঁ'কে দেখিনি, আরও কতদিন তাঁকে দেখ্‌তে পাব না, এ জীবনে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিনা তাই বা কে জানে? তাঁকে ছেড়ে এখনও দেহের মধ্যে প্রাণ রয়েছে এ বড়ই আশ্চর্য্য, তাঁকে ছেড়ে এক লহমা যে থাক্‌তে পারব তা' কথনও মনে হয় নি। আমার এ কঠিন প্রাণে সবই সহ্য হয় দেখ্‌ছি। তাঁকে ছেড়ে বেঁচে আছি বটে, কিন্তু ভিতরটা যেন শূন্য হ'য়ে গেছে, শূন্য প্রাণ সদাই যেন হু হু ক'রছে, কেঁদে কেঁদে চোখের দৃষ্টি যেন ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে আস্‌ছে। তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন তা'ও জানি না। আমি এখানে ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে দিব্য আরামে শায়িত রয়েছি, আর তিনি সেই অজানা অচেনা দেশে নির্ম্মম রণাঙ্গনে কতই না কষ্টভোগ ক'রছেন, সে দুঃখ কষ্টের মাঝে আমাকে স্মরণ ক'রে কতই না চোখের জল ফেলছেন। খোদা!, কবে আমরা আবার একসঙ্গে মিলিত হব, কবে আবার পূর্ব্বের মত প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে সুখের নেশায় ভোর হ'য়ে থাক্‌ব? খোদা, আমাদের এ দুঃখের দিন অপসারিত ক'রে আবার সেই বেহেস্তের সুখ এনে দাও। তাও যদি নাদাও ত তাঁর একটা সংবাদ আমাকে এনে দাও, একবার আমাকে জান্‌তে দাও যে তিনি ভাল আছেন, সুখে আছেন।

(মুন্না বিবির প্রবেশ)

মুন্না। শাহজাদী! একটা বড় জবর খবর এনেছি।

বানু। কি খবর মুন্না?

মুন্না। বিনা বক্‌শিশে এত বড় জবর খবর ত ব'ল্‌তে পারি না শাহজাদী।

বানু। কি জবর খবর আগে শুনি, যদি তুই বক্‌শিশ পাবার উপযুক্ত হোস্ ত অবশ্যই পাবি।

মুন্না। জবর খবর শুনে সবাই বক্‌শিশ করে, শোন্‌বার আগে বক্‌শিশ ক'রলে তবে ত শাহজাদীর মর্য্যাদার উপযুক্ত হবে।

বানু। আমি ত সাধারণের চেয়ে একটুও বড় নই মুন্না, বড় হ'তেও চাহি না। খোদা আমাকে সাধারণের সঙ্গে সমান ক'রে তৈরী ক'রলে বোধ হয় বেশী সুখী হ'তাম, তা হ'লে মনে এমন অহঙ্কার জাগ্‌ত না, নির্জ্জনে একমনে খোদাকে ডাক্‌বার অবসর পেতাম। যাক্, তোর কি খবর মুন্না?

মুন্না। তোমার খসম সেখানে একটা হিন্দু বিবি জুটিয়ে সুখে আছেন।

বানু। তোর বকশিশ পাঁচ পয়জার।

মুন্না। আর সেনাপতি সাহেব তোমাকে ভুল্‌তে পেরে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছেন শা'জাদী।

বানু। তুই জাহান্নমে যা বাঁদী।

মুন্না। কেন শা'জাদী, প্রাণে এ খবরটা সহিল না! খোদাকে যে ডাকৃতে জানে তা'র প্রাণে হিংসা জাগ্‌বে কেন শা'জাদী?

হজ্রতের সঙ্গে যে প্রাণ মেশাবে সে ত তাঁকেই খসম ব'লে দেখ্বে।

বানু। আমার দোষ হ'য়েছে মুন্না। তুই সত্য বলেছিস্, তুই আমার চোখ ফুটিয়ে দিলি। এই নে মুন্না, তোকে আমার এই মতির মালা বক্‌শিশ দিলাম।

মুন্না। আর আমিও জবর খবর দিচ্ছি শা'জাদি, তোমার সাহেব কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, তাঁর প্রেরিত দূত এইমাত্র দরবারে এসে পৌঁচেছে, সেনাপতি ভাল আছেন। বিজিত দেশের একটা সুব্যবস্থা ক'রে তিনি শীঘ্রই তোমাকে হৃদয়ে ধরবার জন্য ফিরে আস্‌বেন। আর সেনাপতি সাহেব বাদশাহর জন্য দু'টি বেহেস্তর হুরী পাঠিয়েছেন। তেমন রূপ কেউ কখনও দেখেনি, তেমন রূপ বেহেস্তর হুরীদেরই হয়, মর্ত্ত্যের মানুষের হয় না। সে রকম সুন্দরী খালিফের হারেমে একটিও নেই শা'জাদী। বাদশাহ, সেনাপতির প্রতি বড় খুসী হয়েছেন, তিনি ফিরে এলে খোষ মেজাজে খেলাৎ দেবেন তা'র ব্যবস্থা ক'রছেন।

বানু। হাঁ, এটা তোর সত্যই জবর খবর বটে, এতবড় জবর খবর আমাকে আজ পর্য্যন্ত কেউ শোনায়নি। এই নে মুন্না, তোর এই সু সংবাদের জন্য এই বহুমূল্য হীরার অঙ্গুরী তোকে বক্‌শিশ ক'রছি, আর খোদার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি তোর মঙ্গল সাধন ক'রবেন। আয় মুন্না, তুই আমার দিল্ খুসী করেছিস্, তোকে নিজ হাতে এই অঙ্গুরী পরিয়ে দিই।

(মুন্নার অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী পরাইলেন)

মুন্না। শা'জাদী! খোদা যেন শীঘ্রই তোমার এ বিরহের দিন অবসান ক'রে দেন।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। শা'জাদী! বেগম সাহেবা আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন, আপনার সঙ্গে মুলাকাৎ করবার জন্য তিনি তাঁর মহালে অপেক্ষা ক'রছেন।

বানু। চল্ বাঁদী।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বাগদাদ—খালিফের রঙ্গমহাল

(সুপ্রা দেবী ও বারি দেবী)

বারি। আমরা এ. কি ক'রলাম দিদি? বিশ্বাসঘাতক পাপাত্মা রতনসিংহের কথায় সেদিন জহর যজ্ঞে প্রাণ আহুতি না দিয়ে এ কি নরককুণ্ডে এসে প'ড়লাম? প্রতিহিংসা সাধন দূরের কথা, এখন ধর্ম্মরক্ষা ক'রে এ নরককুণ্ড থেকে কিরূপে মুক্ত হব? সেদিন চিতারোহণ ক'রলে সকল জ্বালা, সকল অশান্তি নির্ব্বাণ হ'য়ে যেত, এ যে অহর্নিশি শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা সহ্য ক'রতে হ'চ্ছে। খালিফের হারেম, এ যে মর্ত্ত্যে নরকের সৃষ্টি; এ নরকে দিন রাত ব্যভিচারের স্রোত

বইছে, অষ্টপ্রহর পাপের অভিনয় চ'ল্ছে। এ নরক থেকে ত উদ্ধারের বড় আশা নেই দিদি। আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম কি ক'রে রক্ষা হবে?

সুপ্রা। বারি, ভগ্নি, তুমি রাজপুত নারী হ'য়ে মনের বল হারাচ্ছ কেন? হৃদয় দৃঢ় কর, দুর্ব্বলতা দূর ক'রে দাও, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য মনে পৈশাচিকী বৃত্তি জাগাও। আমরা হিন্দুনারী, ধর্ম্ম আমাদের প্রাণের চেয়েও বড়, ধর্ম্মই আমাদের আত্মা। এ বিশ্ব-রাজ্যে এমন কারও সাধ্য নেই যে, হিন্দু সতীর ধর্ম্ম কলুষিত ক'রতে পারে, এমন শক্তি কেউ ধরে না যে, হিন্দু রমণীর সেই অবিনাশী আত্মারূপী ধর্ম্ম বিনষ্ট ক'রতে সক্ষম হয়।

বারি। আমরা এখন কি ক'রব দিদি?

সুপ্রা। কি ক'রতে হবে তা'কি ভুলে যাচ্ছ বোন? যে আমাদের সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত করেছে, যে আমাদের প্রমোদ উদ্যান মরুভূমিতে রূপান্তর করেছে, যে আমাদের সোণার রাজ্য অতল জলে ডুবিয়ে দিয়েছে, যে আমাদের পিতা-মাতার স্নেহময় বক্ষ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা হাহাকারে জগৎ ভরিয়ে দিয়েছে, যে একটা মহা প্রলয় একটা মড়কের সৃষ্টি করেছে, তা'র ছিন্ন মুণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের অট্টহাস্যে বিশ্ব মুখরিত ক'রে তুল্‌তে হবে, তা'র উষ্ণ শোণিতে তর্পণ ক'রে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের মৃতআত্মার অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিবারণ ক'রতে হবে, আর তার রক্তধারা অঙ্গে লেপন ক'রে এই অসহ্য নিদারুণ গাত্রদাহ শীতল ক'রতে হবে। ঐ

দেখ বোন্, সমস্ত রাজপুতের প্রেতাত্মা বিনকাশিমের শোণিত পান করবার জন্য, কি আগ্রহভরে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। ঐ শোন পিতৃদেব জলদমন্দ্র স্বরে রক্তাক্ত নেত্রে আমাদের আদেশ ক'রছেন—প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা।

বারি। প্রতিহিংসা সাধন ক'রতে সক্ষম হব ত দিদি ?

সুপ্রা। অবশ্যই হব। রাজপুত রমণীর অসাধ্য কি আছে বোন ? ছলে হোক্, বলে হোক্, কৌশলে হোক্, প্রতিহিংসা সাধন ক'রতেই হবে। একান্ত সক্ষম না হই, তখন নিজেদের মৃত্যু ত আমাদের হাতেই আছে।

(খালিফের প্রবেশ)

খালিফ। বাঃ, বাঃ, তোফা তোফা। এমন রূপ ত কখনও চোখে দেখিনি। এত ইরাণী, তুরাণী, ইহুদি, পার্শিতে আমার রংমহাল ভরিয়ে রেখেছি, কিন্তু এ সৌন্দর্য্য দেখে মনে হচ্ছে, আমার রংমহালের রং যেন ফিকে হ'য়ে ছিল, এই রূপরাশির স্পর্শে সেই ফিকে রং এতদিনে যেন ঘোরালো হ'য়ে উঠ্ছে। বাঃ, বাঃ, বড় খাপসুরৎ, বড় খাপসুরৎ! কাফেরের দেশে এত রূপ ? কাফেরের জেনানা এত সুন্দরী ? সত্যই খোদা হিন্দুস্থানটাকে বেহেস্ত বানিয়ে রেখেছেন, সেই বেহেস্তের এইসব হুরী সেখানে লীলা ক'রছে! কাশিম খোদার সৃষ্টি সেই বেহেস্ত এতদিনে অধিকার করেছে। সেখানকার বন্দোবস্ত শেষ হ'লে আমি সেই হিন্দুস্থানে গিয়ে ডেরা বানাব, আর এই রকম সব হুরীর দল দিন রাত আমার সেবা ক'রবে! কেয়া মজিদার! কেয়া মজিদার! কাশিমকে রীতিমত খেলাৎ দিতে হবে।

সুপ্রা। আপনিই কি বাগদাদের খালিফ?

খালিফ। বিবিজান, আমি অপরের কাছে খালিফ, কিন্তু তোমাদের দু'জনার কাছে আমি গোলাম।

সুপ্রা। শুনে সুখী হ'লাম জাঁহাপনা।

(কুর্ণিশ করণ)

খালিফ। তোমাদের আরও সুখী ক'রব বিবিজান। বাগদাদের সমস্ত সুখ তোমাদের ঐ রাঙ্গা পায়ে লুটিয়ে প'ড়বে। তোমাদের সুখের ফোয়ারায় স্নান করাব, সুখের বাতাস গায়ে দোলাব, রাতদিন সুখের নেশায় হৃদয় মস্‌গুল ক'রে রাখ্‌ব। বিবিজান, তোমরাই আমার জান্ হবে, তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব হবে। তোমাদের জন্য বাগদাদের অর্দ্ধেক সিংহাসন ছেড়ে দেব, তোমাদের বস্‌বার জন্য আমার এই হৃদয়ে প্রেমের সিংহাসন পাতব, তোমাদের নামে বাগদাদ সাম্রাজ্য শাসিত হবে এই আদেশ প্রচার ক'রব। তোমরাই বাগদাদের প্রধানা বেগম সাহেবা হবে।

সুপ্রা। সেই আশা, সেই আকাঙ্ক্ষাই ত হৃদয়ে পোষণ করেছিলাম। জাঁহাপনা, আমাদের স্বদেশ সিন্ধুরাজ্যে সমস্ত রমণী যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে জেনে চিতার আগুন জ্বেলে তা'তে পুড়ে মরেছে, শুধু আমরা দু'টি ভগ্নীতে বাগদাদের বেগম হবার আশায় চিতার আগুনে এই ফুটোন্মুখ নবীন যৌবন নষ্ট ক'রতে পারিনি। আমাদের জীবনের কোন আশা এখনও পূর্ণ হয়নি, সকল আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রয়েছে, তাই আমরা ম'রতে পারিনি। মরবার সময় প্রাণে একটা নূতন আশার উন্মেষ হ'ল, একটা নব অনুরাগে হৃদয় ভরপুর হ'য়ে গেল, চোখের সাম্‌নে একটা প্রেমের ছবি ফুটে উঠ্‌ল,

আর আমরা ম'রতে কেমন ভয় পেলাম, আমাদের মরা হ'ল না। বড় আশা করেছিলাম আমাদের এ জীবন যৌবন জাঁহাপনাকে ডালি দেব, কিন্তু সে আশা চিরদিনের জন্য নৈরাশ্য আঁধারে মিলিয়ে গেল।

খালিফ। কেন বিবিজান্, তোমরা এ সুখের আশায় নিরাশ হবে কেন? তোমরাই বাগদাদের প্রধানা বেগম হবে, বাগদাদের হারেমে সকল বেগম তোমাদের বাঁদী হ'য়ে থাকবে, বাগদাদের খালিফ তোমাদেরই পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

সুপ্রা। জাঁহাপনা, আমরা এখন আর আপনার ন্যায় সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের যোগ্যা নহি, প্রবলপরাক্রান্ত সাহান শাহ বাদশাহ খালিফের বেগম হবার স্পর্দ্ধা আর আমাদের নেই, দুর্ব্বৃত্ত বিন কাশিম আমাদের সে স্পর্দ্ধা চূর্ণ করেছে। কল্পনায় আমরা যে সুখের ছবি এঁকেছিলাম, আপনার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি বিন কাশিম সেই ছবি একেবারে মুছে ফেলে দিয়েছে। আমরা এখন আর জনাবের উপযুক্ত নহি।

খালিফ। কেন? বিন কাশিম কি করেছে?

সুপ্রা। দুরাত্মা বিন কাশিম আমাদের এই অপরূপ সৌন্দর্য্যে, অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে অসহায়া রমণী দেখে বল-প্রয়োগে আমাদের অমূল্য ধর্ম্ম নষ্ট ক'রে জাঁহাপনার কাছে আমাদিগকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের এ কলঙ্কিত দেহ জাঁহাপনার উপযুক্ত নয়। খোদাবন্দ্, যে বিশ্বাসঘাতক দুর্ব্বৃত্ত আমাদের আশামূলে কুঠারাঘাত করেছে, আমাদের সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে, বাগদাদের ভবিষ্যৎ বেগম জেনেও অবলা রমণী

পেয়ে ইজ্জৎ নষ্ট করেছে, ন্যায়-বিচারক আপনি, আপনার কাছে এর ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করি।

খালিফ। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা? কা'র দেহের উপর দুটো মাথা আছে যে, দুর্দ্দান্ত খালিফের বেগমের প্রতি অত্যাচার ক'রতে সাহস করেছে? সে সেনাপতি হ'লেও, সে জামাতা হ'লেও; সে পুত্র হ'লেও খালিফের রোষ বহ্নিতে তা'কে জ'লে পুড়ে ছাই হ'তে হবে। বিশ্বাসঘাতক লম্পট কাশিম, ভেবেছিলাম সিন্ধুরাজ্য জয় ক'রে এই দুই রত্ন পাঠিয়েছিস্, তা'র জন্য তোকে এনাম্ দেব, এখন এনামের পরিবর্ত্তে গুরুতর শাস্তি তোর নসীবে জুটবে। সুন্দরি! যে দুর্ব্বৃত্ত তোমাদের উপর এমন অত্যাচার করেছে, সেই লম্পটের বিচার ভার তোমাদের উপরেই ন্যস্ত হ'ল। একদিন তোমরাই এই সাম্রাজ্য শাসন ক'রবে, তা'র আরম্ভ বিশ্বাসঘাতক বিন কাশিমের উপর দিয়েই হোক্। এখন তা'র প্রতি কি শাস্তি বিধান করা যাবে বিবিজান?

সুপ্রা। জাঁহাপনা যখন মেহেরবাণী ক'রছেন, তখন আমাদের ইচ্ছা জানাতে সাহস ক'রছি যে, সেই বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে আপাততঃ চর্ম্ম থলিয়ায় আবদ্ধ ক'রে সিন্ধুরাজ্য থেকে আনান হোক্, পরে দুর্ব্বৃত্তের প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা যাবে।

খালিফ। তোমার আদেশমতই কার্য্য হবে বিবিজান। এখন আসি সুন্দরী, দুর্ব্বৃত্তের প্রতি পরোয়ানা জারীর ব্যবস্থার আদেশ প্রদান করিগে। সময়ান্তরে আবার সাক্ষাৎ হবে। কবে তোমাদের নেক্‌নজর হবে বিবিজান?

সুপ্রা। দুশ্‌মনের বিচার শেষ হওয়ার পর জাঁহাপনা। পাপিষ্ঠ কৃত-অপরাধের প্রতিফল না পেলে আমাদের মনে শান্তি জাগ্‌ছে না জনাব।

খালিফ। সে কথা যথার্থ। তাই হবে বিবিজান। এখন আসি।

(খালিফের প্রস্থান)

বারি। এ, কি অভিনয় দিদি ?

সুপ্রা। প্রতিহিংসার উদ্বোধন। আজ প্রতিহিংসার বীজ রোপণ করা হ'ল।

চতুর্থ দৃশ্য।

আলোর দুর্গ।

(বিন কাশিম, গফুর সেখ, আবদুল আজিজ প্রভৃতি আসীন)

কাশিম। আর কি খবর গফুর ?

গফুর। কনোজের রাজা হরচন্দ্র বহু সৈন্য সামন্ত সহ আমাদিগকে দমন করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

কাশিম। কনোজের বিরুদ্ধে আমরা ত এখনও কিছু করিনি, তবে এ অভিযানের উদ্দেশ্য কি ?

গফুর। শুন্‌লাম, আলোর রাজদুহিতা—যাঁদের আমরা সসম্মানে বাগদাদে খালিফের হারেমে পাঠিয়েছি, তাঁদের মধ্যে

জ্যেষ্ঠা রাজকন্যা কনোজের রাজা হরচন্দ্রের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। সেই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য এই যুদ্ধের আয়োজন।

কাশিম। কনোজের সৈন্যবল কত জান্‌তে পারলে?

গফুর। বিশ পঁচিশ হাজারের কম হবে না।

কাশিম। চিন্তার বিষয় বটে।

গফুর। শুধু চিন্তার বিষয় নয় জনাব, ভয়ের কারণও বটে। রাজপুত বীর কেমন দুর্দ্ধর্ষ তা' আমরা গত যুদ্ধে বেশ জান্‌তে পেরেছি। এখনও হৃদয়-ক্ষত ভাল ক'রে শুষ্ক হয় নি, এখনও রাজপুত বীরের রণভেরী কাণের কাছে যেন বাজছে, এখনও আমাদের অবসাদ চিত্ত সতেজ হয় নি। এরই মধ্যে আর একটা রাজপুত জাতির সঙ্গে নূতন ক'রে যুদ্ধ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু উপায় নেই, আবার আমাদের নূতন ক'রে উদ্যম এনে, নূতন ভাবে হৃদয় গঠিত ক'রে, নব বলে বলীয়ান হ'য়ে এই অদ্ভুত বীরের জাতির সঙ্গে ল'ড়তে হবে। হয় রাজপুত জাতির উচ্ছেদ, না হয় মুসলমানের এই কীর্ত্তি লোপ পাবে।

কাশিম। কনোজ যখন যুদ্ধ করবার জন্য উদ্যোগ ক'রছে, তখন কবে, কোন্ কালে আমাদের আক্রমণ ক'রবে ব'লে অপেক্ষা ক'রে আমাদের নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বেনা। সেই দুর্দ্ধর্ষ বিকাশমান জাতি আমাদের আক্রমণ করলে সেই রণস্রোতের মুখে তিষ্ঠান আমাদের ভার হবে। তা'র চেয়ে আমরাই আপনা হ'তে কনোজ আক্রমণ ক'রব। কনোজ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হবার পূর্ব্বেই আমরা আক্রমণ ক'রতে পারলে সুফল ফল্‌তে পারে। আবদুল! আমাদের সমস্ত সৈন্যকে কনোজ আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত

হ'তে আদেশ কর। কাল বিলম্বের আবশ্যক নেই, আগামী কল্যাই আমরা যুদ্ধ যাত্রা ক'রব।

আবদুল আজিজ। যো হুকুম জনাব। আমাদের সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (সেলাম করিয়া) বাগদাদ থেকে দূত এসে জনাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অপেক্ষা ক'রছে।

কাশিম। বাগদাদের দূত? সসম্মানে দূতকে নিয়ে এস।

প্রহরী। যো হুকুম হুজুর।

(প্রহরীর প্রস্থান ও দূতের সহিত পুনর্প্রবেশ)

দূত। সেলাম বন্দেগী।

(কুর্ণিশ করণ)

কাশিম। কি খবর দূত?

দূত। মহা মহিমান্বিত প্রবল পরাক্রান্ত সাহান শাহ বাদশাহ খালিফের পরোয়ানা আছে হুজুর।

কাশিম। বাদশাহর পরওয়ানা আছে? কৈ পরওয়ানা দাও।

(দূতের নিকট হইতে পরোয়ানা লইয়া, চুম্বন করিয়া, দেখিয়া) পরওয়ানা দেখ্‌ছি আমার নামে নয়। গফুর, এ পরওয়ানা তোমার নামে এসেছে।

গফুর। আমার নামে? জনাব থাকতে আমার নামে পরোয়ানা এসেছে? অসম্ভব, জনাবের বোধ হয় দেখ্‌তে ভুল হয়েছে।

কাশিম। না গফুর, আমার দেখ্‌তে ভুল হয়নি, পরওয়ানা তোমার নামেই এসেছে, এই দেখ।

গফুর। (পরওয়ানা লইয়া দেখিয়া) তাইত, আমার নামেই ত দেখ্‌ছি। সম্ভবতঃ মুন্সী সাহেবের লিখ্‌বার ভুল হয়েছে। (পরওয়ানা পাঠান্তে কাঁপিতে কাঁপিতে) জাল, এ পরোয়ানা জাল, নিশ্চয়ই জাল। কোতল কর, জাল-পরোয়ানা-বাহী দূতকে এখনই কোতল কর।

কাশিম। কেন গফুর, কি হয়েছে? দূতকে শুধু শুধু কোতল ক'রবে কেন?

গফুর। কোতল ক'রব কেন? কোতল ক'রব, ফাঁসী দেব, কুক্কুর দিয়ে খাওয়াব। বেইমান দূত, জাল পরোয়ানা এনেছিস্ বিন কাশিমের দরবারে!

কাশিম। গফুর, ঠাণ্ডা হও, অত উত্তেজিত হ'চ্ছ কেন? তোমার যদি আপত্তি না থাকে ত পরওয়ানাটা আমাকে একবার দেখ্‌তে দাও।

গফুর। আপনাকে দেখাতে আমার আপত্তি হবে? এই নিন জনাব জাল পরোয়ানা।

কাশিম। (পরোয়ানা দেখিয়া) এ ত' জাল নয় গফুর, এই যে বাদশার পাঞ্জা অঙ্কিত। দেখি পরওয়ানার সংবাদ কি।

(পরোয়ানা পাঠ)

গফুর। সত্য ক'রে বল্ বান্দা কে তোকে এ জাল পরোয়ানা দিয়েছে? সত্য ব'ল্‌বি, সত্য ব'ল্‌লে ক্ষমা ক'রব।

দূত। সত্যই ব'ল্‌ছি পরোয়ানা স্বয়ং বাদশাহ দিয়েছেন।

গফুর। আবার ঝুটা বল্‌ছিস্‌।

দূত। ঝুটা নয় হুজুর, সাঁচ্চা বাৎ।

কাশিম। না গফুর, দূত সাঁচ্চাই বলেছে, ঝুটা বলেনি। বাদশাহ তোমার উপর খুবই সন্তুষ্ট আছেন। তিনি স্পষ্ট লিখেছেন আমাদের যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে গভীর জঙ্গলে তোমার সাহসিকতা, সাধুতা আর প্রভুভক্তি দেখে অবধি তোমার প্রতি তিনি বড়ই খুসী আছেন, সে দিনের পুরস্কার স্বরূপে তিনি তোমাকে আমার পরিবর্ত্তে বাগদাদের প্রধান সেনাপতি-পদে বরণ ক'রে সিন্ধু রাজ্যের ভার তোমার উপর অর্পণ ক'রলেন। তোমার প্রতি জাঁহাপনার নেক্‌নজর আছে, তোমার মত ভাগ্যবান কে? তোমার এই পদোন্নতিতে, এই সম্মানে, এই পুরস্কারে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হ'লাম! আর জাঁহাপনা লিখেছেন তিনি আমার স্পর্দ্ধায়, আমার ঔদ্ধত্যে, আমার বিশ্বাস-ঘাতকতায়, আর আমার লাম্পট্যে বিরক্ত হ'য়ে তোমার প্রতি আদেশ ক'রছেন, আমাকে যেন চর্ম্ম থলিয়ায় আবদ্ধ ক'রে এই দূতের সঙ্গে অবিলম্বে বাগদাদে পাঠান হয়। আমি ত সেই সাহানশাহ বাদশাহর কাছে কখনও কোন রকম ঔদ্ধত্য বা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিনি। আমি ত তাঁর কাছে জীবনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিনি, তবে কি দোষে প্রভু আমার প্রতি বিরক্ত হ'লেন? আর একটা অভিযোগের ত আমি কোন স্বরূপ নির্ণয় ক'রতে পারছি না। নসীবের দোষে এ কলঙ্ক আমার মাথায় চেপেছে। সেই বিশ্বাস-ঘাতক কাফের রতনসিংহ আমাকে অভিসম্পাত করেছিল, কাফেরের সেই অভিসম্পাত ফলেছে। কার্য্য উদ্ধারের জন্য তা'র কাছে যে কৃতঘ্নতা

ক'রতে হয়েছে, তার প্রতিফল পাবার সময় এসেছে। আমি ত প্রভুর কাছে কোন অপরাধ করিনি, তবে আমার এ শাস্তি কেন?—অপরাধ থাক্ বা না থাক্, সে বিচার করবার আমার অধিকার নেই, তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই আমার শিরোধার্য্য, তিনি যা আদেশ করেছেন তাই আমার প্রতিপাল্য। ন্যায় অন্যায় বিচারের কর্ত্তা আমি নই। গফুর, ভাইসাহেব, প্রভু যা আদেশ করেছেন তা' পালন কর। একটা মশক আনিয়ে আমাকে আবদ্ধ ক'রে এখনই বাগদাদে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

গফুর। কখনই না, আমরা খালিফের এ অন্যায় আদেশ কখনই মান্‌ব না। তিনি আমাদের প্রভু বটে, কিন্তু তিনি যদি এমন অন্যায় বিচার করেন, এমন অন্যায় আদেশ দেন, তা হ'লে আমরা তা' পালন ক'রতে বাধ্য নই। এই পরোয়ানা যদি সত্যই জাল না হয় ত বুঝ্‌তে হবে খালিফ উন্মাদ হয়েছেন। আমরা উন্মাদের প্রলাপ আদেশ কখনই শুন্‌ব না। বিন কাশিম বিশ্বাসঘাতক? বিন কাশিম খালিফের কাছে স্পর্দ্ধা, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন? বিন কাশিম লম্পট? বিন কাশিম যদি লম্পট হন ত এই দুনিয়ায় জিতেন্দ্রিয় কে? বিন কাশিমের মত ইন্দ্রিয় সংযম কা'র আছে? এ অভিযোগের ত কোন ভিত্তিই নেই, উন্মাদের প্রলাপ বচন। যে বিন কাশিম খালিফকে খোদার মত জ্ঞান করেন, যে বিন কাশিমের খালিফের নামে কৃতজ্ঞতায় নয়ন হ'তে আনন্দাশ্রু ঝ'রতে থাকে, যে বিন কাশিম খালিফের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, খালিফের আদেশে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ ক'রতেও যে বিন কাশিম বিন্দুমাত্র দ্বিধা

করেন না, সেই বিন কাশিম হ'লেন বিশ্বাসঘাতক! কর্ত্তব্য নিষ্ঠ, সাধু বিন কাশিমের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগের দরুণ খোদার সৃষ্টি এখনও ধ্বংস হ'ল না? প্রবল ভূমিকম্পে সারা দুনিয়া স্পন্দিত হচ্ছে না? চির বিনয়ী, নিরহঙ্কার বিন কাশিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ—স্পর্দ্ধা, ঔদ্ধত্য? প্রলাপ, প্রলাপ, উন্মাদের প্রলাপ!

কাশিম। গফুর, চিত্ত সংযত কর। প্রতিপালক, অন্নদাতা, নিমকদাতা প্রভুর সম্বন্ধে এ কূট সমালোচনা নফরের কর্ত্তব্য নয়।

গফুর। জনাব, আমরা খালিফের অধীনতা স্বীকার ক'রব না। যিনি নিরপরাধ সাধুর বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা অভিযোগ ক'রতে পারেন, তিনি খালিফের উপযুক্ত নন। আমরা নিজের বাহুবলে এই সিন্ধু প্রদেশ জয় করেছি, এখানে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন ক'রে জনাবকে এ রাজ্যের সম্রাট ক'রব, আমরা দীন প্রজারূপে আপনার সেবা ক'রব, আমরা খালিফের বশ্যতা স্বীকার ক'রব না। আমাদের এ স্বাধীন রাজ্য, আর জনাবই এ রাজ্যের স্বাধীন রাজা।

আবদুল। জনাব, এই সিন্ধু রাজ্য আমরা নিজেদের শক্তিতে জয় করেছি, নিজেদের হৃদয়ের রক্তপাত ক'রে অধিকার করেছি। আমাদের প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্যের সঙ্গে বাগদাদের কোন সম্বন্ধ আমরা রাখব না, আমাদের এ রাজ্য স্বাধীন, এই স্বাধীন রাজ্যে আপনাকেই আমরা অভিষিক্ত ক'রব।

সভার সকলে। আমরা খালিফের বশ্যতা স্বীকার ক'রব না। এ আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্য, আর শক্তি পরায়ণ মহম্মদ বিন কাশিমই এই রাজ্যের স্বাধীন রাজা।

কাশিম। গফুর, আবদুল, সৈন্যগণ! এ পাপ কল্পনা মনে স্থান দিও না। আমরা খালিফের অধীন হ'য়ে জন্মেছি, খালিফের অধীন থেকেই যেন ম'রতে পারি। তিনি ন্যায় করুন, অন্যায় করুন, অবিচার করুন, অত্যাচার করুন, তিনিই আমাদের প্রভু, তিনিই আমাদের হজরৎ, তিনিই আমাদের খোদা। আমরা প্রভুর কার্য্য ক'রতে এসেছি, প্রভুর কার্য্যই প্রাণপণে সম্পন্ন করেছি, প্রভুর কার্য্যেই যেন জীবন দান ক'রতে পারি। সে কার্যের জন্য যশ চাহিনা, মান চাহিনা, পুরস্কারের প্রত্যাশা করি না। নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য সম্পন্ন ক'রে যাব, পুরস্কার পাবার যোগ্য হ'লে পুরস্কার সেই খোদা দেবেন। আমাদের যেন প্রভুর বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্র ধারণ ক'রতে না হয়, প্রভুর প্রতি যেন কখনও অবজ্ঞার ভাব না আসে, প্রভুর বিশ্বাস যেন কখনও না হারাই। আজ নসীবের দোষে প্রভুর বিশ্বাস আমি হারিয়েছি বটে, কিন্তু আমার মনে বল আছে একদিন এ কলঙ্ক দূর হবে, একদিন সত্য প্রকাশ পাবে, একদিন প্রভু জান্‌তে পারবেন যে, বিন কাশিম উদ্ধত নয়, বিন কাশিম বিশ্বাস-ঘাতক নয়, বিন কাশিম লম্পট নয়। আমার জীবদ্দশায় না হয়, আমার মৃত্যুর পরও সত্য প্রকটিত হবে।—গফুর, ভাই সাহেব, তোমাকে যেরূপ আদেশ করেছেন আমাকে ঠিক সেইরূপভাবে পাঠাও। প্রভুর আদেশ মত কার্য্য কর; এ আদেশ পালনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ক'র না, এ আদেশ খোদার মেহেরবাণী ব'লে জান্‌বে।

গফুর। এমন প্রভুভক্তের বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য অভিযোগ? খোদা এর বিচার ক'রবেন। জয় মহম্মদ বিন কাশিমের জয়।

সভাস্থ সকলে। জয় সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিমের জয়।

(বিন কাশিমকে সজল নয়নে চামড়ার মশকে আবদ্ধ করণ)

গফুর। জনাব! অধীনের অপরাধ নেবেন না। আপনার আদেশ মতই আপনাকে আবদ্ধ ক'রলাম, নহিলে, খালিফের আদেশ আমরা মান্‌তাম না। খালিফের সাধ্য হ'ত না আপনাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে।

কাশিম। গফুর, এমন কথা ব'ল্‌তে নেই। তিনি খোদার প্রতিভূ, আমাদের তিনিই খোদা। তাঁর আদেশ কখনও অমান্য ক'রনা, তিনি যা' আদেশ করেছেন আমরা তা' পালন ক'রতে বাধ্য। চল বাহক, আমাকে নিয়ে চল। চল দূত। (যাইতে যাইতে) গফুর, তোমাদের বিষম বিপদের মাঝে ফেলে রেখে চ'ল্‌লাম। আগামী কল্যই কনোজ-আক্রমণে সসৈন্যে যাত্রা ক'র। প্রভুর কার্য্যে প্রাণ হারিও, তবু কর্ত্তব্য হারিও না। খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা জয় যুক্ত হও।

গফুর। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আর আমরাও খোদার-কাছে জানাচ্ছি, জনাব কলঙ্ক মুক্ত হোন্।

সকলে। জয় সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিমের জয়।

(বিন কাশিমকে চর্ম্মাবদ্ধ ক'রে বাহকেরা লইয়া যাইতে লাগিল ও সকলে আক্ষেপ করিতে করিতে সজল নয়নে অনুসরণ করিতে লাগিল)।

পঞ্চম দৃশ্য।

থালিফের প্রমোদ উদ্যান।

(থালিফ, সুপ্রাদেবী, বারিদেবী। নর্ত্তকীবৃন্দের নৃত্যগীত)

(গীত)

কেন চোখের দেখা তা'রে দেখেছি ?
(কেন) ক্ষণিকের তরে হেরিয়া তাহারে
হৃদে তা'রি ছবি এঁকেছি ?
ক্ষীণ স্মৃতি সম তা'রি মুখ মনে,
ফুটে ওঠে কেন মরমেরি কোণে,
মিলনেরি আশা কামনার সনে
কেন হৃদে পুষে রেখেছি ?
(আমি) সকলি ভুলেছি কেন তা'রি তরে,
কেন নিশিদিন হেন আঁখি ঝরে,
(আমি) আপনা বিলায়ে দেছি তা'রি করে,
কেন ভাল তা'রে বেসেছি ?

থালিফ। কেমন বিবিজান, এ রকম নিত্য নূতন আমোদ, এমন নিত্য নূতন উৎসব, তোমাদের হিন্দুস্থানে কখনও ছিল ?

সুপ্রা। কি ক'রে থাক্‌বে জাঁহাপনা! সেটা হ'ল হিন্দুস্থান, ছোট্ট জায়গা, কাফেরের দেশ; আর এটা হ'ল বাগদাদ, কতবড় নাম দেখুন দেখি। আচ্ছা জনাব, আমাদের ধর্ম্মে দু'টো ভাগ আছে, একটাকে বলে শাক্ত, আর একটাকে বলে বৈষ্ণব। শাক্তরা মাছ মাংস খায়। আর বৈষ্ণবেরা—

একেবারে উল্টো, নিরমিষ্যি; শাক ভাত খায়। প্রাণীর উপর হিংসা তাদের ক'রতে নেই। তাই শাক্তরা, এই আপনাদের 'বক্‌রী' কেটে খায় ব'লে, বৈষ্ণবদের 'কাটা' পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে নেই, 'বানানো' বলে। আপনাদেরও ত তেমনি হিন্দুরা যা' করে তা' ক'রতে নেই। এই ধরুন, হিন্দুরা পূর্ব্ব মুখে ব'সে পূজা করে, আপনারা পশ্চিম মুখে ব'সে নামাজ পড়েন। হিন্দুদের রাত্রে বিবাহ হয়, আপনাদের দিনের বেলা হয়। হিন্দুরা কলার পাতে সোজা দিকে খায়, আপনারা উল্টা দিকে খান। হিন্দুরা পৃথক আসনে, পৃথক ভোজন পাত্রে খায়, আপনারা সকলে এক আসনে এক পাত্রে ব'সে খান। হিন্দুরা 'বক্‌রী' একেবারে কাটে, আপনারা একটু একটু ক'রে কেটে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারেন। হিন্দুরা যা করে, আপনাদের তা' ক'রতে নেই। হিন্দুর উপর আপনাদের এত রাগ যে, হিন্দু পর্য্যন্ত আপনাদের ব'ল্‌তে নেই, বলেন কাফের। তবে কেন দেশটাকে 'হিন্দুস্থান' বলেন? সেটাকেও 'কাফের স্থান' বলেন না যে?

খালিফ। হাঁ, হাঁ, ঠিক কথা বিবিজান, হিন্দুস্থান বলাটা ঠিক নয় বটে, হিন্দুস্থানের একটা নূতন নাম দিতে হবে। এমন নাম দেওয়া যাবে, যে, কাফেরদের কাছ দিয়েও নাম না যায়। এতদিন তোমাদের দেশ ছিল, তোমরা যে নাম রেখেছিলে, সেই নামেই ডাক্‌তে হ'ত, এখন আমরা যখন ঢুকেছি, তখন সব বদ্‌লে দেব, নাম পর্য্যন্ত থাক্‌বে না, সব নূতন হবে। পুরাণো কিছু রাখ্‌ব না, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সব ব'দ্‌লে যাবে,

ভেঙ্গে চুরে সব নূতন গ'ড়ব, একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হবে, একটা ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটবে।

সুপ্রা। পুরাণো কিছু কি রাখ্‌তে আছে জাঁহাপনা? পুরাণোই যদি বজায় থাক্‌বে তবে আর দেশ জয় হ'ল কি? পুরাণো মানুষ পর্য্যন্ত একটাও থাক্‌বে না, তবেই ত যথার্থ বিজেতার কাজ হবে! হিন্দুস্থানে বিশ্বাস ঘাতক জুটেছে জাঁহাপনা, সেখানে পুরাতন লোক কাউকে রাখ্‌বেন না, আগে থাক্‌তে প্রচার ক'রে দেবেন, যুদ্ধে যে না ম'রবে তাকে বক্‌রিদের সময় জবাই ক'রে দেওয়া হবে। তা' হ'লেই জাঁহাপনা তা'রা ভয়ে আর কেউ বেঁচে থাক্‌বে না, যুদ্ধতেই সব ম'রবে। আপনাদের পুরাণোর জন্য আর ভাব্‌তে হবে না, সব আপনা হ'তেই নূতন হ'য়ে যাবে।

খালিফ। ঠিক বলেছ বিবিজান, হিন্দুস্থানে কাউকে বেঁচে থাক্‌তে দেওয়া হবে না, হিন্দুস্থানে বিশ্বাস ঘাতক জুটেছে বটে, নহিলে কাশিমটা হিন্দুস্থানে যেতে না যেতে বিশ্বাস ঘাতক হ'ল্ল? যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তেম্‌নি তা'র ফলভোগ ক'রবে।

সুপ্রা। সে দুশ্‌মনের, কি ব্যবস্থা হ'ল জাঁহাপনা?

খালিফ। তা'কে মশকে পুরে পাঠাবার জন্য পরওয়ানা রওনা হয়েছে, শীঘ্রই সে আস্‌ছে। তোমাদের মেহেরবাণী কবে হবে বিবিজান?

সুপ্রা। সেই দুশ্‌মনের উচিত শাস্তি শেষ হ'লেই জাঁহাপনা। এখন আমাদের মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বল্‌ছে, সে আগুন না নিভ্‌লে আমাদের মনে শান্তি জাগ্‌ছে না। আমাদের এ অশান্ত হৃদয়ে আবার শান্তি ফিরে এলেই, জাঁহাপনা যে হৃদয়

দিতে এত উৎসুক হয়েছেন সেই হৃদয় আমরা গ্রহণ ক'রব জনাব।

খালিফ। তোমাদের হৃদয় আমাকে দেবে ত বিবিজান?

সুপ্রা। এ তুচ্ছ হৃদয় দিবার জন্যই ত আমরা এসেছি জনাব! এ হৃদয় আর কা'র জন্য যত্ন ক'রে তুলে রাখ্‌ব জাঁহাপনা?

খালিফ। বিবিজান, তোমরা রূপে আর কথায় আমাকে একেবারে মেরে রেখেছ, বাগদাদের খালিফ আজ তোমাদের গোলাম।

সুপ্রা। জাঁহাপনার অনুগ্রহ, জাঁহাপনার নেক্ নজর।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (কুর্ণিশ করিয়া) জাঁহাপনা, হিন্দুস্থান থেকে দূত ফিরে এসেছে, বন্দীকে উপদেশ মত কারাগারে রাখা হয়েছে।

খালিফ। বন্দীকে মশকে আবদ্ধ ক'রে আনা হয়েছে?

প্রহরী। আজ্ঞে হাঁ জনাব।

খালিফ। (সুপ্রা দেবীর প্রতি) বন্দীর প্রতি কি হুকুম বিবিজান?

সুপ্রা। যে দুর্ব্বৃত্ত আমাদের মান ইজ্জৎ নষ্ট ক'রেছে, যে দুশ্‌মন আমাদের সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে, যে বিশ্বাসঘাতক ভাবী বেগমের প্রতি এমন অত্যাচার করেছে, সে দুশ্‌মনের আমরা ছিন্ন মুণ্ড দেখ্‌তে চাই। বাগদাদের খালিফের বেগমের প্রতি অত্যাচার! এত বড় স্পর্দ্ধা! এত বড় বিশ্বাসঘাতক! খালিফের রোষবহ্নি কত উত্তপ্ত সে কি তা' ভুলে গেছে? তা'র শাস্তিতে আর পাঁচজনে বুঝুক্ বাগদাদের খালিফ একবার রোষ কষায়িত নেত্রে চাহিলে সকলকে জ্ব'লে পুড়ে ম'রতে হবে।

আমরা তা'র ছিন্ন মুণ্ড দেখ্‌তে চাই, তা'র উত্তপ্ত শোণিতে আমাদের এ কলঙ্ক ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে চাই। আন, এখনই আন সেই দুশ্‌মন বিন কাশিমের ছিন্ন মুণ্ড।

খালিফ। সত্য কথা, এত বড় তা'র স্পর্দ্ধা, এত বড় সে বিশ্বাসঘাতক যে, খালিফের ভাবী বেগম জেনে তাঁর প্রতি অত্যাচার করে! যাও প্রহরী, কারাধ্যক্ষকে আমার হুকুম জানিয়ে এই পাঞ্জা দেখিয়ে এখনই সেই বিশ্বাসঘাতক বন্দীর ছিন্ন শির নিয়ে এস। যাও, দেরী ক'র না।

(প্রহরীর কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান)

সুপ্রা। চলুন জাঁহাপনা, আমরা এখন পীর সায়ারের তীরে গিয়ে বসি।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কারাকক্ষ।

(বন্দী বেশে বিন কাশিম)

কাশিম। খোদা! এ, কি লীলা তোমার? তুমি ঐ আস্‌মানে ব'সে দুনিয়ার মাঝে, এ, কি প্রহেলিকা ছড়িয়ে দিচ্ছ প্রভু? তুমি নিরপরাধকে দোষী সাজাচ্ছ, আবার যে যথার্থ

অপরাধী তা'কে নিরপরাধ ব'লে মুক্তি দিচ্ছ, এ, কি মর্জ্জি তোমার ? খোদা, আমি ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করিনি, দিনান্তে আমি তোমার পবিত্র নামে আজান্ দিয়েছি, তোমাকে আমি একমনে ডেকেছি, তোমারি নির্দ্দেশমত সংসার পথে চলেছি, তবে কি দোষে আমার প্রতি এ কঠিন শাস্তি বিধান ক'রলে প্রভু ? তুমি যখন বিচার ক'রে আমায় এই শাস্তি দিয়েছ, তখন সে শাস্তি যত কঠিন হোক্, যত মর্ম্মান্তিক হোক্, বুঝ্‌তে হবে এ আমার শাস্তি নয়, এ আমার শান্তি। তোমারই দেওয়া শাস্তি আমি এনাম ব'লে মাথায় ক'রে নেব।—বাগদাদ! আমার বড় সাধের বাগদাদ! আজ আমি কত দিন পরে আমার সেই চির প্রিয় জন্ম ভূমি বাগদাদে ফিরে এসেছি, কত আশা হৃদয়ে পোষণ ক'রেছিলাম যে, যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে সসম্মানে বিজয়গর্ব্বে মাতৃ ভূমির কোমল বক্ষে আশ্রয় নিতে ছুটে আস্‌ব, আজ আমি এতদিন পরে সেই বাগদাদে যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে ফিরে এসেছি, কিন্তু এ কি বেশে বাগদাদে প্রবেশ ক'রতে হ'ল ? আমার গর্ব্বোন্নত মস্তক আজ মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে সেই বাগদাদে প্রবেশ ক'রতে হয়েছে, আজ নিরপরাধে কলঙ্ক কালিমা অঙ্গে লেপন ক'রে স্বদেশে ফিরে এসেছি। খোদা! তুমি জান, আমি নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধ ; তুমিই আমার এ কলঙ্ক কালিমা মুছিয়ে দিও।—বানু, প্রিয়তমে, হৃদয় সর্ব্বস্ব বানু, এখন তুমি কোথায় ? আমার প্রতি এ মিথ্যা অভিযোগ হয়ত তুমিও শুনেছ, তুমিও হয়ত আমাকে বিশ্বাস ঘাতক, লম্পট ব'লে মনে ক'রছ, তুমিও হয়ত আমার সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা বিকৃত ছবি

এঁকেছ! বানু, তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর ইহ জন্মে দেখা হবে না, আমি একবার তোমাকে অকপটে বল্‌বার অবসর পাব না, যে, তোমার কাশিম বিশ্বাস ঘাতক নয়, লম্পট নয়। একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি তোমার দেখা পেতাম তা হ'লে তোমার মন থেকে সকল সন্দেহ মুছিয়ে দিয়ে যেতাম। কিন্তু আর ত তোমার দেখা পাবনা, আরত তোমাকে আদর ক'রে প্রিয়তমে বানু ব'লে ডাক্‌বার সময় মিল্‌বে না, আর ত তোমাকে আমার বুকে ধরবার সুযোগ হবে না। এই জন্যই বুঝি আমার যুদ্ধে যাবার সময় তোমার মন অত কেঁদেছিল, এই জন্যই বুঝি তুমি আমাকে বার বার যুদ্ধে যেতে নিবৃত্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলে, এই জন্যই বুঝি তুমি সজল নয়নে আকুল আগ্রহে আমাকে চেপে রেখেছিলে? অন্তর্দৃষ্টিতে তোমার মন ভবিষ্যৎ সবই দেখ্‌তে পেয়েছিল। তোমার সরল প্রাণে ব্যথা দিয়ে, তোমার বাধা না মেনে, তোমার অশ্রু উপেক্ষা ক'রে, তোমার অনুরোধ ব্যর্থ ক'রে যশের আশায় ছুটেছিলাম, তাই বুঝি খোদা তা'র প্রতিফল হাতে হাতে দিয়েছেন। বানু, প্রিয়তমে, ইহ জন্মে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোক্, না হোক্, পরজন্মে আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হব, পরজন্মে ঐ আসমানে নিরিবিলিতে ব'সে তোমাকে জানাব যে আমি বিশ্বাসঘাতক নই, আমি লম্পট নই, আমি চিরজন্মের শুধু তোমারই।

(কারাধ্যক্ষ, প্রহরী ও জল্লাদের প্রবেশ)

কারাধ্যক্ষ। আমার প্রতি আপনার সম্বন্ধে এক কঠোর আদেশ অর্পিত হয়েছে।

কাশিম। যে আদেশই হোক্, আমি সমস্তই সহ্য ক'রতে প্রস্তুত আছি।

কারাধ্যক্ষ। আপনি চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। আপনার ছিন্ন শির নিয়ে যাবার আমার প্রতি হুকুম হয়েছে।

কাশিম। বিনা বিচারে? ভাল তাই হোক্। আশা ছিল বিচার কালে আমি আমার নিরপরাধ সপ্রমাণ ক'রতে পারব, তারও অবসর হ'ল না? মাত্র আজ এসে পৌঁচেছি, এরই মধ্যে আমার প্রতি চরম দণ্ডের আদেশ হ'ল? আমাকে এই গুরুতর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ছুনিয়া ছাড়তে হ'ল? আমার মৃত্যুর পর এ কলঙ্ক আর কে মোচন ক'রবে? জগতের কাছে আমি চিরদিনই কলঙ্কিত হ'য়ে রহিলাম এ যে বড় কষ্ট হৃদয়ে থেকে গেল!—থাক্, সবই খোদার মর্জ্জি! বাদশাহ যা' আদেশ করেছেন সে আদেশ আমি সসম্মানে মাথায় ক'রে নিলাম। কারাধ্যক্ষ! আমি মুসলমান, তুমিও মুসলমান, ছুনিয়া ছাড়বার আগে আমি সেই ছুনিয়ার মালিককে আমার প্রাণের আবেদন জানিয়ে যেতে চাই, সেই জীবন-প্রভাতে নামাজ ক'রেছি, এখন জীবন-সন্ধ্যায় একবার শেষ নামাজটা সেরে নিতে চাই, এটুকু অনুগ্রহ ক'রতে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি হবে না।

কারাধ্যক্ষ। কোন আপত্তি নেই হুজুর, আপনি স্বচ্ছন্দে নামাজ পড়তে পারেন।

কাশিম। ভাই সাহেব, এই অনুগ্রহের জন্য আমার মৃত আত্মা চিরদিন তোমার মঙ্গল কামনা ক'রবে।

(বিন কাশিমের পশ্চিমাস্য হইয়া নামাজ পড়ন)

খোদা, খোদা, এইটুকু মনের বল দাও, যে, জল্লাদের শাণিত অসি মাথার উপরে উত্তোলিত দেখে ভয়ে যেন তোমার নাম উচ্চারণ ক'রতে জিহ্বা আড়ষ্ট হ'য়ে না যায়, যেন অন্নদাতা, নিমক্-দাতা, আশ্রয়দাতা, প্রভু খালিফের প্রতি কোন রকম অশ্রদ্ধার ভাব না আসে।—বানু, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, যে, শীঘ্রই আবার তোমার কাছে ছুটে এসে তোমাকে বিরহতাপিত বক্ষে ধারণ ক'রব। বানু, আমি তোমার দুয়ারের কাছে এসে ফিরে চ'ল্লাম। দাঁড়িয়ে থাক্‌বার শক্তি খোদা কেড়ে নিয়েছেন, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে ডাক্‌বার শক্তি লোপ পেয়েছে। একটু দূরে, ঐখানে, ঐ আস্‌মানের কোলে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে রহিলাম; আজ আমি যাই, তুমি পরে এস। (ঘাতকের প্রতি) জল্লাদ, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ কর। খোদা, খোদা, তোমার ঐ পবিত্র নাম জয়যুক্ত হোক্।

জল্লাদ। খোদা, খোদা, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র, আমরা নফর, হুকুমের দাস, মনিবের হুকুমে দুনিয়ার অঙ্গ থেকে তোমারি জ্বালা আস্‌মানের একটা উজ্জ্বল আলো আজ চিরদিনের জন্য নিবিয়ে দিচ্ছি।

(বিন কাশিম খোদার নাম করিতে করিতে ঘাতকের অসিতে ছিন্নশির হইলেন)

সপ্তম দৃশ্য।

খালিফের প্রমোদ উত্থান মধ্যস্থ হ্রদ—পীর সায়ারের তীর।

(খালিফ, সুপ্রো দেবী ও বারিদেবী)

খালিফ। বিবিজান, পীর সায়ারের কেমন নির্ম্মল, স্বচ্ছ পানী বল দেখি?

সুপ্রো। সুন্দর। এই নির্ম্মল স্বচ্ছ জলের মত যদি মানুষের অন্তরটা হ'ত জঁাহাপনা, তাহ'লে প্রকৃতির অনেক রহস্য আপনা হ'তেই প্রকাশ হ'য়ে পড়ত, মানুষকে এত দুর্দ্দশা ভোগ করতে হ'ত না। তা' না হ'য়ে মানুষের হৃদয় একটা জমাট মেঘের মত আবরণে ঢেকে রয়েছে, সহজে সেখানে দৃষ্টি চলে না, তাই মনের গতি জান্‌তে না পেরে এত হোঁচট্ খেয়ে ম'রতে হয়।

খালিফ। হকিম সাহেব বলেন, এই স্বচ্ছ পানীতে অবগাহন ক'রলে ব্যাধি সব একেবারে দূর হ'য়ে যায়।

সুপ্রো। হকিম সাহেবের চিকিৎসা শাস্ত্রটা ভাল রকম পড়া নেই জঁাহাপনা, তাই তিনি এ কথা বলেছেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখ্‌ছে, যে, এই রকম নির্ম্মল সুশীতল স্বচ্ছ সলিলে ডুবে ম'রলে মনের ব্যাধি সব একেবারে উপশম হ'য়ে যায়; অবগাহনে ব্যাধি সারে বটে, তবে সেটা অস্থায়ী ভাবে, কিন্তু ডুবে ম'রলে ব্যাধিটা স্থায়ী ভাবেই সেরে যায় জনাব।

খালিফ। হাহাহাহা, বিবিজান্ ব'লেছ ভাল, ব'লেছ ভাল। তা ডুবে ম'রলে শুধু ব্যাধি যাবে কেন, ব্যাধির পোকা পর্য্যন্ত ম'রে যাবে, হাহাহাহা।

সুপ্রা। এই এতক্ষণে জনাব ঠিক বুঝেছেন।

খালিফ। বিবিজান্, তোমাদের অত্যাচারীর আজ ত সব শেষ হ'য়ে গেল, যেমন কাজ করেছিল, তেম্‌নি তার প্রতিশোধ লওয়া হ'ল, যেমন বলেছ বিবিজান্, আমি ঠিক তেম্‌নি করেছি, এখন আমার উপায় কি ক'রছ বিবিজান্?

সুপ্রা। সেজন্য ভাব্‌বেন না জাঁহাপনা, আপনার উপায় করবার জন্যই ত এখানে এসেছি। আগে আমাদের সেই দুশ্‌মনের ছিন্নশির দেখি, প্রাণের জ্বালা ঠাণ্ডা হোক্, তারপর আপনার উপায় ক'রব। যখন এখানে এসেছি তখন আপনার সঙ্গ ছাড়া হচ্ছিনে জনাব, আপনার কবর পর্য্যন্ত পিছু পিছু ছুট্‌ব।

খালিফ। বিবিজান্, কথায় আমাকে মেরে রেখেছে, এমন মিষ্টি কথা কেউ ব'ল্‌তে পারে না। কেমন এক কথায় বুঝিয়ে দিলে, বিবিজান্ আমার জীবন মরণের সঙ্গী।

(পাত্রে রক্ষিত বিন কাশিমের ছিন্ন মুণ্ড
লইয়া জল্লাদের প্রবেশ)

জল্লাদ। এই নিন জাঁহাপনা বিন কাশিমের ছিন্ন শির। আমি বহুদিন থেকে জনাবের হুকুম তামিল ক'রে আস্‌ছি, এই বয়সে এই হাতে অনেকের মাথা নিয়েছি, আজ আমার দেহের সমস্ত শক্তি আড়ষ্ট হ'য়ে জমাট বেঁধে গেছে; আজ আমায় বিদায় দিন জাঁহাপনা, আমি কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রছি।

(কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান)

সুপ্রা। (বিন কাশিমের ছিন্ন শিরের কেশ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া) হাঃ, হাঃ, হাঃ, এতদিনে আমার প্রতিহিংসা মিট্‌ল। আজ

আমার পিতৃমাতৃ-হন্তার, স্বজাতি-হন্তার, স্বদেশ-হন্তার প্রতি প্রতিহিংসা সাধন করা হ'ল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বিন কাশিম! পিতৃ-ঘাতক বিন কাশিম! একদিন আমার পিতাকে নিহত ক'রে, আলোর দুর্গে আমার জননী দেবীর যে হৃদয়ভেদী অন্তর-নিরুদ্ধ হা হা ধ্বনি তুলেছিলে, আজ চক্রান্ত ক'রে তোমাকে নিহত করিয়ে তোমার অন্তঃপুরে বানু বেগমের হৃদয়ে সেই রকম মর্ম্মান্তিক হাহাকার ধ্বনি তুলেছি, সেই মর্ম্মভেদী হা হা ধ্বনি কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে স্বর্গে ঐ আমার পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের কানে গিয়ে বাজ্‌ছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বিন কাশিম, পরস্বাপহারক বিন কাশিম! তোমার এই উত্তপ্ত শোণিত ধারা পান ক'রে আমার পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের মৃত আত্মা জিঘাংসার প্রবল পিপাসা হ'তে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন, আর তোমার এই ছিন্ন মুণ্ডের উষ্ণ শোণিত হস্তে মেখে আমি প্রতিহিংসার অসহ্য জ্বালা নিবারণ ক'রছি। আয় বারি, পিতৃহন্তার এই শোণিত হাতে মেখে স্বজাতির মৃত আত্মার তৃপ্তি সাধন কর্, এই রক্তের ফোঁটা কেটে হৃদয় জ্বালা প্রশমিত হোক্। ধর্ বারি পিতৃঘাতকের এই ছিন্ন মুণ্ড; একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখি পিতৃহন্তার শোণিত রঞ্জিত আমার এই হস্ত কেমন নব শোভা ধারণ করেছে, রক্ত মাখা করতলে কেমন বাহার খুলেছে। (বারি দেবীর হস্তে মুণ্ড দিয়া, দুই হস্ত দেখাইয়া) বাঃ, বাঃ, দেখ্ বারি কেমন বাহার হয়েছে, হাঃ! হাঃ! হাঃ!—ওয়ালিদ শা! মূর্খ, নির্ব্বোধ, লম্পট ওয়ালিদ শাহ্! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি খালিফি ক'রছ! এই অসার মন নিয়ে তুমি বাগদাদের সিংহাসনে বসেছ! একজন ভিন্ন

দেশীয়া, অজ্ঞাত স্বভাবা, সম্পূর্ণ অপরিচিতা রমণীর চাতুরী বাক্যে সহজে আস্থা স্থাপন ক'রে, তা'র অভিযোগের সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান না ক'রে বিনা বিচারে তোমার রাজত্বের, তোমার দেশের, এক অমূল্যরত্ন আজ বিনষ্ট ক'রলে! কুহকিনী রমণীর কুটিল কটাক্ষে মুগ্ধ হ'য়ে, নির্য্যাতিতা নারীর ছলনা বাক্যে আত্মপ্রতারিত হ'য়ে নিজের দুহিতাকে বিধবা বেশ পরালে, পিতা হ'য়ে কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন ঘোর অন্ধকার ক'রে দিলে! শোন মূর্খ খালিফ, তোমার জামাতা, তোমার সেনাপতি বিন কাশিম আমার অভিযোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। দলিতা ফণিনী আমি, পিতৃমাতৃহীনা, স্বজাতি স্বদেশহারা নারী আমি, পিতৃমাতৃঘাতক, স্বজন হন্তা, দেশ বৈরী বিন কাশিমের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের জন্য এই মিথ্যা অভিনয় ক'রতে বাধ্য হয়েছিলাম। লম্পট খালিফ, তুমি রাজপুত রমণীর প্রেমাকাঙ্খী হয়েছিলে? তুমি আলোর-রাজ-দুহিতার প্রেম ভিখারী হ'তে চেয়েছিলে? জাননা মূর্খ, হিন্দুরমণী প্রাণ দিতে জানে, তবু ধর্ম্ম দিতে জানে না। নরকের কীট, তোমারই স্বার্থের জন্য, তোমারি প্ররোচনায় দুরাত্মা বিন কাশিম আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেছে, সে নিজের হাতে যেমন পৈশাচিক কার্য্য করেছিল, তার প্রতিফল সে পেয়েছে। তুমিই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, এইবার তুমি প্রতিফল পাবে। তোমার একটা উপায় ক'রতে ব'লেছিলে, একটা দুশ্‌মনের উপায় করেছি, এইবার তোমার উপায় ক'রছি।

(খালিফকে হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইবামাত্র বানু বেগম সবেগে উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িলেন, সেই হস্তস্থিত উত্তোলিত ছুরিকা যাহা খালিফের বক্ষে বসিতে যাইতেছিল, তাহা

বানু বেগমের বক্ষে আমূল প্রোথিত হইল ও খালিফ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন)

বারি। দিদি, দিদি, এ কি ক'রলে? নারী হত্যা হ'ল যে।

সুপ্রা। তাই ত, এ কি ক'রলাম? শেষে নারী হত্যায় হস্ত কলুষিত হ'ল?

বানু। এইত—ঠিক—করেছ। আমার স্বামীকে—যেখানে পাঠিয়েছ—আমাকেও—সেইখানে পাঠাচ্ছ—এইত ঠিক হ'য়েছে—এইত পরম আত্মীয়ের কাজ করেছ।—যাঁর জন্য—তোমার—শাণিত অস্ত্র—উত্তোলিত হ'য়েছিল—তাঁকে হত্যা ক'রলে—এ রাজ্যের—একটা মহা ক্ষতি হ'ত,—তাঁর জীবন রক্ষার জন্য—আমি তোমার—ঐ উন্মত্ত অস্ত্র—বুকে পেতে নিয়েছি—তা'তে জগতের—কারও—ক্ষতি হবে না,—আমি কোন্—নিরালা বনে—আপনি ফুটেছিলাম—আপনিই আজ—ঝ'রে প'ড়লাম,—কেউ জানেনি,—কেউ জান্‌বে না।—আমি ফুটে থাক্‌লেও—কারও লাভ ছিল না—আজ ঝ'রে প'ড়লাম—তা'তেও কারও—ক্ষতি হবে না।—বরং ঝ'রে পড়াতে—একটা অমূল্য জীবন—রক্ষা পেয়েছে—আমার তাই লাভ।—আর—আজ আমি—বিরহ অবসানে—আমার দেবতার সঙ্গে—চির মিলনে—আবদ্ধ হ'তে যাচ্ছি,—এ আমার—পরম সুখ।——আজ যাবার সময়—আমি যে—জেনে যেতে পারলাম—আমার স্বামী—বিশ্বাসঘাতক নন—আমার দেবতা—লম্পট নন—এ আমার অনন্ত শান্তি।—আমার স্থির বিশ্বাস ছিল—আমার পতি-দেবতা—সম্পূর্ণ নির্দোষ—সে বিশ্বাস যে—সত্যে পরিণত হয়েছে—এ আনন্দ—আমি

রাখ্‌তে পারছিনা।—এ আনন্দর ভাগ দিতে—প্রাণেশ্বরের কাছে চ'ল্লাম।—ঐ, ঐ তিনি—আমাকে ডাক্‌ছেন,—আমাকে হৃদয়ে ধরবার জন্য—বাহু দু'টি বাড়িয়ে দিয়ে—ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।—যাই প্রভু—যাই আমি—

(মৃত্যু)

বারি। এই দেখ দিদি, সব শেষ হ'য়ে গেল। এ কুসুম কলিকাকে বৃন্তচ্যুত কেন ক'রলে দিদি ?

সুপ্রা। মন খারাপ ক'রনা বোন্‌। প্রতিহিংসার দাবানল জ্বালিয়েছিলাম, সেই জলন্ত আগুনে আশ-পাশের দুটো চারটে কীট পতঙ্গ আপনা হ'তেই পুড়ে ম'রবে, সেটা অনিবার্য্য। এ আমাদের প্রতিহিংসার পূর্ণাহুতি।

বারি। এখন আমরা কি ক'রব দিদি ?

সুপ্রা। চল বোন্‌, আমাদের কর্ত্তব্য এক রকম শেষ হয়েছে, শত্রুর শোণিতে প্রতিহিংসানল এক রকম নির্ব্বাণ করা গেছে। এখন আবার নূতন ক'রে পিতৃ-মাতৃ শোক, স্বজাতি স্বদেশের শোক মনের মধ্যে জেগে উঠেছে, সে শোকের জ্বালা এই সুগভীর পীর সাম্নরের স্বচ্ছ শীতল জলে স্নিগ্ধ করি এস। কেমন, ম'রতে পারবে ?

বারি। রাজপুত রমণী আমি, ম'রতে ভয় পাব কেন দিদি ? আমরা মৃত্যুটাকে অঙ্গের ভূষণ ব'লে মনে করি।

সুপ্রা। তবে এস, আর দেরী ক'রে কাজ নেই। এখনই দুরাচার খালিফ আমাদের উপর অত্যাচার ক'রতে সদলে আস্‌বে। সেই নর-পিশাচ আস্‌বার আগেই সব শেষ ক'রে রাখি। এস

বোন্, কি জানি মরবার সময় যদি ভয় পাও, এক সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে ঐ অতল জলে ডুবি এস। জয় শঙ্কর দেব, জয় মা ভবানী।

বারি। জয় শঙ্কর দেব, জয় মা ভবানী।

(উভয়ের পীর সায়ারের জলে ঝম্প প্রদান ও নিমগ্ন হওন)

যবনিকা পতন

গ্রন্থকারের অপর পুস্তক

প্রসূন (গল্পের বহি) দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মূল্য এক টাকা।

প্রসূন সম্বন্ধে মতামত।

(১)

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র "বঙ্গবাসী" লিখিয়াছেন—"প্রসূন (গল্পের বহি) শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত। সুখড়িয়া, সোমড়া পোঃ, (হুগলী) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই কয়টি উত্তম গল্প আছে,—আষাঢ়ে গল্প (রত্ন প্রদেশ); শশিভূষণ (ভৌতিক গল্প); ঈশ্বর যাহা করেন সকলই মঙ্গলের জন্য; বাটীর কর্ত্তা (ভৌতিক গল্প); বিবাহ রহস্য বা "মন্দনয়"; সোনার সংসার; প্রতিফল; দরিদ্রের ঐশ্বর্য্য; তিরস্কার। সুন্দর ছাপা, সুন্দর বাঁধান। গল্পগুলি ছোট ছোট। পড়িতে আমোদ হয়। ভাষা সরল; বিষয়ের অবতারণায় একটু কৌশল আছে। সে কৌশলেও ভাষার খেলা খুলিয়াছে। কাকা,—ভাইপো ও ভাইঝিকে গল্প বলিতেছেন। ছেলেদের কৌতুককর গল্প বটে। আজকাল এ ধরণের যে সকল গল্পের বহি বাহির হইতেছে আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার মধ্যে লোভনীয়।

বঙ্গবাসী। ১৮ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩১১ সাল।

(২)

সর্ব্বজন পরিচিত ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র "অমৃত বাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন—

"Prosun"—by Bhujendra Nath Biswas, and published by the author. It is a brochure, composed of short stories written in the simplest style. It is sparkling with originality all through, and this speaks highly of the young author. If this spirit is properly cultivated, we can safely predict, that

he will be able, in no very distant time, to cut a figure in the Bengali literary world. The get up of the book is nice.

—*The Amrita Bazar Patrika,*
Tuesday, July 19, 1904.

(৩)

সুবিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক সংবাদ পত্র "বেঙ্গলী" লিখিয়াছেন –

"Prasuna"—Is the name of a neatly got up story book, from the pen of Babu Bhujendra Nath Biswas. The author seems to be a fascinating Story-teller and a graceful writer of innocent fiction.

—*The Bengalee,*
Wednesday, January 22, 1908.

(৪)

সেই স্বদেশী অভ্যুত্থানের প্রথম আমলের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশোদ্দীপক নির্ভীক ও সত্যবাদী ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র "বন্দেমাতরম্"লিখিয়াছেন—

"Prosun".—We have received a copy of the book named "Prosun" by Srijut Bhujendra Nath Biswas. The book contains beautiful, short and well-written stories. We congratulate the young author on his first attempt and hope he will meet with greater success in future. The get up of the book is excellent.

—*Bande Mataram,*
Wednesday, January 22, 1908.

(৫)

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সর্ব্বজন পূজিত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ ; ডি, এল, মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্। নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা। ২৮এ মাঘ ১৩১২।

কল্যাণবরেষু—

আপনার পত্র ও আপনার প্রদত্ত "প্রসূন" নামক পুস্তক পাইয়াছি। পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। "প্রসূন" গ্রন্থের গল্পগুলি চিত্তরঞ্জক এবং ভাষা সুন্দর ও সরল।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বিপুল যশলাভ করুন। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬)

কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন সুযোগ্য বিচারপতি, স্বদেশবৎসল, স্বনামখ্যাত, সাহিত্যানুরাগী স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র এম্ এ ; বি, এল, মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রী :— ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ৫ই আগষ্ট ১৯০৬।

সনমস্কার—

এতদিন "প্রসূন" সমগ্রভাবে পাঠ কয়িতে পারি নাই। বিচার কার্য্য করিয়া আর সময় থাকে না। অদ্য পড়া শেষ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। "প্রসূনের" অনেকাংশেই কবিত্বের পরিচয় পাইলাম। বয়োবৃদ্ধির সহিত বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধন করুন। ইতি।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

(৭)

সাহিত্য সেবক, বঙ্গভাষার প্রতিথনামা সুলেখক, "অনাথ বালক" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, সুবিখ্যাত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কর বি, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীদুর্গা— চুঁচুড়া

শরণং— ৩রা জুন, ১৯০৭।

প্রিয় ভুজেন্দ্র বাবু,

অনেকদিন হইল আপনার প্রেরিত পুস্তক পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। বইখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আপনার গল্পগুলি বেশ হইয়াছে। স্থানে স্থানে যে দু'একটী ক্ষুদ্র ত্রুটী দেখিয়াছি তাহা সাক্ষাৎ হইলে বলা সুবিধা-জনক মনে করি। আপনার লেখার ভঙ্গী দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি বলিয়া নিঃসঙ্কোচে দু'একটী কথা বলিব ইচ্ছা আছে, তাহা সাক্ষাৎ হইলে বলিব। আশা করি আপনি অল্প দিনেই বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন। কিমধিকমিতি।

হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ—

শ্রীচন্দ্রশেখর করস্য—